কোনরূপ ব্যতিক্রম ও ব্যভিচার ঘটিলেই, লোকস্থিতিরও সবিশেষ অন্যথাপত্তি সংঘটিত হইয়া থাকে। অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইলে, লোকের পদে পদেই অনিষ্টদর্শন ও অভীষ্ট-বিনশন হয়, এ কথা বলা বাহুল্য। পূর্ব্বে দুরাচার ও দুর্বৃত্তি-পরায়ণ অসুরগণ প্রবল হইয়া, লোকস্থিতিভঙ্গের যে দুর্নিবার হেতু সমুদ্ভাবিত করে, তাহা তোমার অবিদিত নাই। সুতরাং শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন করিয়া, ধর্ম্মাদি গুণের পুরস্কার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পাপ যেসময় নিতান্ত প্রবল হইয়া উঠে, তজ্জন্য পিতামহের এই মনোহর সৃষ্টি আর কোন মতেই রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা থাকে না, তখনই আমি সর্ব্বসংহার রৌদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, তাহার সমুচিত প্রায়-শ্চিত্ত বিধান করি। এইজন্য আমার অন্যতর নাম হর। এইরূপ, গুণের পুরস্কার করাও আমার স্বভাবসিদ্ধ প্রধান ধর্ম্ম। যাহারা ধার্ম্মিক, বদান্য, কৃতজ্ঞ, পরোপকারপরায়ণ, শূর, জিতচিত্ত, জিতকাম, হিংসাদ্বেষাদি রিপুগণের উপদ্রবপরি-শূন্য এবং যাহারা আত্মার ন্যায় পরের উপকার করে, কখন কাহার বিদ্রোহে বা বিপ্রকারে ছন্দাংশেও প্রবৃত্ত হয় না, আমি সেই সকল সদাচার সৎ মনুষ্যেরই শিরঃপরম্পরা পরমপবিত্র অলঙ্কাররূপে গলদেশে ধারণ ও তাহার শোভা সাধন করিয়া থাকি। ইহাতে আমার আত্মা ও মন নিতান্ত প্রফুল্ল ও একান্ত উল্লাসিত হয়। তদ্দারা গুণের পুরস্কার ও লোকস্থিতি বিহিত হইবে, ইহাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আবার, যাহারা গুণের পুরস্কার করে, তাহাদেরও সর্ব্বত্র নানা প্রকারে পুরস্কারপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। দেখ,

আমি ঐরূপে গুণের পুরস্কারজন্য কপালী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছি। যাহারা পরের অনিষ্ট করে, আত্মাকেও বঞ্চিত করিয়া সঞ্চয় করে, ভৃত্যগণের প্রতি অকারণ অসদ্ব্যবহার করে, অসৎপথে পরিবারবর্গের পোষণ করে, অন্যায়পথে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, নিজমুখে আপনার প্রশংসা করে, মধ্যস্থ হইয়া পক্ষপাত প্রদর্শন করে, বিশ্বাস করিলে তাহা নষ্ট করে, অকারণ শত্রু হইয়া পরকীয় অপবাদ ঘোষণা করে, কাহারও যথার্থ প্রশংসা করিবার, সময় জিহ্বা সংঙ্কোচ করে, কিন্তু সামান্য দোষও বলিবার জন্য শতমুখ আবিষ্কার করে, ভৃত্য হইয়া প্রভুর প্রতি অনুচিত ব্যবহার করে, কূট সাক্ষ্য প্রদান ও কূট আচরণ করে, আমি তাদৃশ দুরাচারগণের মস্তক কখনও মুণ্ডমালায় পরিধান করি না।

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! দেবদেব মহাদেবের আজ্ঞা-প্রাপ্তিমাত্র প্রভুভক্ত ভৃঙ্গী তৎক্ষণাৎ সবেগে গমন করিয়া, গরুড়ের সন্নিহিত হইয়া, কহিল, মহাভাগ বিনতানন্দন! তুমি আমার হস্তে মস্তক প্রদান কর। খগরাজ! তুমি আমায় জান না; যদি না দাও, বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিব। আমি ক্ষুদ্রপ্রাণ সর্প নহি যে, তোমায় ভয় করিব। অতএব বার-বার বলিতেছি, মস্তক ত্যাগ কর। তুমি আমার সুদারুণ তেজ অবগত নহ। পতঙ্গপতি গরুড় এই কথায় তাহাকে পক্ষাঘাতে দূরে অপসারিত করিয়া, প্রয়াগাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

এদিকে ভৃঙ্গী প্রবল পক্ষপবনে শুষ্কপত্রের ন্যায়, পরি-

চালিত হইয়া, মহাদেবের সন্নিহিত হইলে, দেবী পার্ব্বতী হাসিতে হাসিতে কহিলেন, শিবদূত! তুমি হরিবাহন গরুড়কে জান না, সেইজন্য তদীয় পক্ষপবনে পরিচালিত হইয়া, তোমাকে শিবসান্নিধ্যে আসিতে হইল। শঙ্কর! তুমিই বা কিরূপে ঈদৃশ শুষ্কশরীর ক্ষীণবল দূতকে তাদৃশ মহাবল পন্নগাশন গরুড়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলে? বৃদ্ধ বৃষ যাহার সম্বল, সাগরগামিনী যাহার প্রেয়সী ও সামান্য গজ-চর্ম্মমাত্র যাহার বস্ত্র এবং সর্ব্বদা বিহ্বল ও বিচেতার ন্যায়, যাহার শ্মশানে অধিষ্ঠান, তাহার আবার গৌরব কি?

প্রিয়তমা পার্ব্বতীর এই কথা শুনিয়া, মহাদেব প্রসন্ন হইয়া, বৃষকে আদেশ করিলেন, আমি নিয়োগ করিতেছি, তুমি সত্বর গমন করিয়া, গরুড়ের নিকট হইতে মস্তক আনয়ন কর। তাহা হইলে, বরবর্ণিনী পার্ব্বতী আমার দূতের বল জানিতে পারিবেন। বৃষ, যে আজ্ঞা বলিয়া, তৎক্ষণাৎ মস্তক আনয়নজন্য নিরতিশয় রোষভরে গরুড়ের নিকট গমন করিল। কিন্তু তদীয় অত্যুগ্র নাসাপবনে প্রতিহত হইয়া, গরুড়ের কলেবর সকল ভুবনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। এই রূপে স্বীয় নাসাবায়ুর প্রতিঘাতে পতগপতি নীয়মান হইলে, বৃষ কোন মতেই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। গরুড় ক্রমে ক্রমে বিবিধ বন, নদী, পর্ব্বত, সাগর এবং সত্যলোক, কৈলাস ও বৈকুণ্ঠ এই সকল ঘুরিতে ঘুরিতে দৈববশে প্রয়াগে আসিয়া উপনীত হইল এবং কৃষ্ণের বাক্য স্মরণ করত তথায় সেই মস্তক নিক্ষেপ করিল। মস্তক জলমধ্যে পতিত হইলে, বৃষ তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ

এবং গরুড়ও পুনরায় মহাবিষ্ণুর সান্নিধ্যে গমন করিল। অনন্তর নন্দী মহাদেবের হস্তে সমুজ্জ্বল কুণ্ডলালঙ্কৃত উল্লিখিত মস্তক প্রদান করিলে, তিনি আপনার মুণ্ডমালামধ্যে রত্ন-স্বরূপ উহা ধারণ করিলেন।

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর হংসধ্বজ পুত্রকে পতিত দেখিয়া, স্বয়ং সজ্জিত হইয়া, ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামবাসনায় সসৈন্যে রণস্থলে সমাগত হইলেন। তিনি রথারোহণে যুদ্ধে সমুদ্যত হইলে, ভগবতী বসুধা কম্পিত, নাগরাজ শেষ বিচলিত এবং সাগরসকল ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। এই ঘট-নায় লোকমাত্রেরই নিরতিশয় বিস্ময় উপস্থিত হইল। পরমতেজস্বী হংসধ্বজ পুত্রশোকে কুপিত হইয়া, সংগ্রামে সমাগত হইলেন, দেখিয়া, ভগবান্ বাসুদেব তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণ ও বাহুদ্বয় প্রসারণপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া, মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! তোমার শরীরে পাপের লেশমাত্রও নাই। আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। আমায় আলিঙ্গন প্রদান কর। অয়ি মতিমন্! সংসারের কিছুই স্থায়ী নহে। এই সূর্য্য অনন্তকাল তাপ ও আলোক প্রদান করিতেছেন, ইহাঁকেও এক দিন পতিত হইতে হইবে। এই বায়ু অনন্তকাল প্রবাহিত হইয়া, লোকের জীবন রক্ষা করিতেছেন; ইহাঁকেও একদিন অবশ্য পতিত হইতে হইবে। অতএব পুত্রশোক ও রণ-কোপ পরিত্যাগ কর। রাজন্! নরপতি হংসধ্বজ স্বয়ং ভগবান্‌কে রথ হইতে ধরাতলে অবতরণ করিতে দেখিয়া, প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিয়া, হাসিতে হাসিতে কহিতে

লাগিলেন, নাথ! আমি এতদিন অনাথ ছিলাম। অদ্য তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া সনাথ হইলাম। পুত্রের শোকের কথা কি, তোমাকে পাইয়া, স্বয়ং ভয়ও আমাকে আর ভয় প্রদান এবং সাক্ষাৎ কালও আমাকে আর বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে পারিবে না।

শ্রীশ্রীবাসুদেব কহিলেন, রাজন্! তোমার দিব্য জ্ঞান জন্মিয়াছে; তুমি মুক্ত হইলে, আর তোমায় কোন কালেই কোনরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। জ্ঞানই সাক্ষাৎ মোক্ষ। যাহাদের জ্ঞান নাই, তাহারা চিরকালই বিনা-কারায় রুদ্ধ ও বিনাশৃঙ্খলে বদ্ধ, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহারা আপনার ছায়া দেখিলেও, ভয় পায়। এই-প্রকার জ্ঞানহীনতাই সাক্ষাৎ বিড়ম্বনা। সংসারে আসিয়া যে ব্যক্তি জ্ঞান উপার্জ্জন না করে, সে অন্ধ। ইতর জীবের সহিত তাহার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। প্রত্যুত, সে পশু অপেক্ষাও নীচ। কেন না, পশুগণেরও এমন অনেক কার্য্য আছে, যাহাতে বিশিষ্টরূপ জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞান তিনপ্রকার; সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসিক। তন্মধ্যে যে জ্ঞানে ঈশ্বরপ্রাপ্তি সংঘটিত হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক জ্ঞান কহে। সাত্ত্বিক জ্ঞানের লক্ষণ, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি ও অভেদবোধ। রাজসিক জ্ঞান সংসারেও যেরূপ ঈশ্বরেও সেইরূপ অনুরাগ প্রাদুর্ভূত করে। আর, তামসিক জ্ঞান নরকের হেতু। উহা দ্বারা, আমি, আমার, ইত্যাকার বোধ সমুদ্ভূত হইয়া, শোকদুঃখের অপরিহার্য্যতা ও বিপদ আপ-দের অবশ্যম্ভাবিতা সম্পাদন করে। ফলত, মানুষের ইহ-

লোকে যতপ্রকার বন্ধন ও দুঃখ আছে, তৎসমস্তই তামসিক জ্ঞানের প্রসব। বিবিধ বিবাদ ও বিসংবাদও তামসিক জ্ঞান হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। রাজন্! অধুনা তুমি অর্জ্জুনের অশ্ব মোচন কর। লোকক্ষয়কর ও স্বর্গভ্রংশকর বৃথা যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। আমি যেমন পাণ্ডবগণের জন্য শরীর ত্যাগ করিয়া থাকি, তুমিও সেইরূপে এই অর্জ্জুনকে রক্ষা কর। ঐ দেখ, মদীয় সখা অর্জ্জুন, ত্বদীয় প্রীতি-কামনায় রথোপরি অবস্থান করিতেছে। এই বলিয়া সেই ক্লেশবিনাশন কেশব অর্জ্জুনকে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাদের উভয়ের মিলন ও অশ্বের উদ্ধার সাধন করিয়া, সেই নগরে পাঁচ রাত্রি বাস করিলেন। পরে হস্তিনাপুরে সমাগত হইয়া, ধর্ম্মরাজের নিকট সমস্ত বিজ্ঞাপিত করিলেন।

এদিকে তুরঙ্গম বন্ধনমুক্ত হইয়া, পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় পৃথিবীপর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইল। অর্জ্জুন নরপতি হংসধ্বজের সহিত তাহার অনুগমন করিলেন। প্রদ্যুম্নপ্রমুখ বীরগণ তাহার রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাবল অনুশাল্ব, মহা-রাজ হংসধ্বজ, মহাবীর প্রদ্যুম্ন, মহামতি বৃষকেতু, এবং মহাভাগ সুবেগ এই পাঁচ রথীর সহিত যজ্ঞীয় তুরঙ্গম উত্তর মুখে ধাবমান হইয়া, ক্রমে ভয়ানক দেশসকলে গমন করিতে লাগিল। অনন্তর অশ্ব অর্জ্জুনের সমক্ষে জলপানার্থ পদ্মষণ্ড-মণ্ডিত কোন রমণীয় সরোবরে প্রবেশপূর্ব্বক ঘোটকী হইয়া বহির্গত হইল। তদ্দর্শনে সকলে সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া, পরস্পর জল্পনা করিতে লাগিলেন, দৈবের কি বিচিত্র ঘটনা দেখ। ঘোটক ঘোটকীমূর্ত্তি ধারণ করিল। বিস্ময়াবিষ্ট

চিত্তে এইপ্রকার বলিতে বলিতে, সকলে তাহার অনুগামী হইলেন। অনন্তর সে অপর সরোবরে প্রবেশ করিবামাত্র, তৎক্ষণাৎ ব্যাঘ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, জলমধ্য হইতে বিনিঃসৃত হইল। তদ্দর্শনে অর্জ্জুনপ্রভৃতি সকলেই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিস্মিত হইয়া, বলিতে লাগিলেন, না জানি, পুনরায় অন্য কোন্ সরোবরে প্রবেশ করিয়া, এই তুরঙ্গম অন্য কোন্ ভীষণ দেহ পরিগ্রহ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার মুখে এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা শ্রবণ করিয়া, আমার নিরতিশয় সংশয় ও কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে। অতএব, অশ্ব সরোবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র কি জন্য ঘোটকী হইল, কিরূপেই বা অন্য সরোবরে প্রবেশ করিয়া, পুনরায় ব্যাঘ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল এবং পুনরায় কিরূপে আনদার পূর্ব্ব স্বরূপ প্রাপ্ত হইল, সমস্ত সবিশেষ কীর্ত্তন করিয়া, আমার কৌতূহল ও সংশয় নিরাকরণ করুন।

জৈমিনি কহিলেন, রাজেন্দ্র! বিধাতার সৃষ্টিতে কিছুই আশ্চর্য্য বা অভূতপূর্ব্ব নহে। আশ্চর্য্য কেবল এই সকল ঘটনার মূল অনুসন্ধান করিয়া, তদাদি-তদন্তক্রমে তাহার অনুধাবন বা পরিজ্ঞান না করা। যাহাহউক, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন, সমুদায় আনুপূর্ব্বিক বলিতেছি। অশ্ব প্রথমে যে তন্মধ্যে সরোবরে প্রবেশ করিয়া, ঘোটকীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, তাহার নাম উমা বন। পূর্ব্বে ভগবতী ভবানীপ্রিয়তম ভবদেবের প্রসাদ লাভ পুরঃসর সমস্ত বিঘ্ন পরিভব বাসনায় তথায় তপস্যা করিয়াছিলেন। এই জন্য উহার নাম

উমাবন ও উমাসর হইয়াছে। তিনি প্রমথপতির প্রসাদ-লাভ সংকল্প করিয়া, উল্লিখিতরূপে তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলে, কোন দুরাচার দৈত্য তদীয়বিঘ্নসাধনকামনায় তথায় সমাগত হইয়া, দুরক্ষর ও দুঃশ্রাব্য বাক্যে কহিতে লাগিল, অয়ি বরাননে! তুমি কিজন্য তপস্যা করিতেছ? ভদ্রে! তোমার শরীর যেরূপ সুন্দর, তাহাতে, সম্প্রতি তোমার অলভ্য কি আছে? অনঘে! আমি তোমায় সমুদায় প্রদান করিব; তুমি আমার ভার্য্যা হও।

ভগবতী পার্ব্বতী দুরাত্মার এই দুর্ব্বাক্য শ্রবণে সাতিশয় রোষান্বিতা হইয়া, কোপকলুষিত কঠোর নয়নে তাহাকে শাপ দিয়া কহিলেন, রে দুর্ম্মতে! তুমি এই মুহূর্ত্তেই ভস্মীভূত হও। এই কথা বলিবামাত্র দেবীর অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্যে সেই দুর্ব্বৃত্ত দৈত্য সহসা ভস্মরাশি রূপে প্রাদুর্ভূত হইল। তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়াও, দেবীর ক্রোধনিবৃত্তি হইল না। তিনি পুনরায় রোষোদ্ধতা হইয়া,সেই অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অয়ি ভগবতি বন-দেবতে! অদ্যপ্রভৃতি যে কোন পুরুষ তোমার এই অরণ্যস্থ সরোবরে প্রবেশ করিলেই, তৎক্ষণাৎ স্ত্রী হইবে। কোন মতেই আমার এই বাক্যের অন্যথাপত্তির সম্ভাবনা নাই। রাজন্! দেবী ভবানীর এই প্রকার অভিশাপ অবধি এই সরোবরে প্রবেশ করিলে, পুরুষমাত্রেই তৎক্ষণাৎ স্ত্রী হইয়া থাকে। সেই জন্য, যজ্ঞীয় অশ্ব জলস্পর্শ নিবন্ধন তৎক্ষণাৎ ঘোটকীমূর্ত্তি ধারণ করিল। এ সমস্তই দৈব ঘটনা। রাজেন্দ্র! অধুনা, অশ্ব যে কারণে ব্যাঘ্র হইল, তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ

কর। পূর্ব্বে সত্যযুগে অকৃতব্রণ-নামধেয় কোন মহাভাগ মহর্ষি তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে পরম শ্রদ্ধাসহকারে পৃথিবীপর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি বিবিধ তীর্থে স্নান ও তপস্যা করিয়া, কোন সময়ে ঐ অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় ঐ রমণীয় সরোবর সন্দর্শন করিয়া, অবগাহনমানসে উহাতে অবতরণ করিলেন এবং যথাবিধি স্নান ও তর্পণ করিয়া, প্রয়ত চিত্তে বারুণমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর জলমধ্য হইতে যেমন নির্গত হইবেন, তৎক্ষণাৎ এক বলবান্ হিংস্র জলজন্তু তদীয় পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক সতেজে ও সবেগে তাঁহাকে সুগভীর জলে আকর্ষণ করিতে লাগিল। সে পুনঃ পুনঃ বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছে, দেখিয়া মহাভাগ অকৃতব্রণ জাতক্রোধ হইয়া, কহিতে লাগিলেন,কোন্ দুর্ব্বৃত্ত ও পাপাত্মা আমাকে আকর্ষণ করিতেছে? এই ব্যক্তি দৈত্য, অথবা মানব, কিংবা কোন দুষ্টতর মৎস্য? হায়, আমি কিজন্য এইপ্রকার দুষ্ট জলে প্রবেশ করিতে কৃতমতি হইয়াছিলাম! মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহার নিরতিশয় রোষ ও অমর্ষ উপস্থিত হইল। তিনি ঘৃতাহুত হুতাশনের ন্যায়, রোষভরে প্রদীপিত হইয়া, এই বলিয়া উল্লিখিত সলিল ও তত্রস্থ দেবতার উদ্দেশে অভিশাপ করিলেন, যে ব্যক্তি এই দুষ্ট সলিল স্পর্শ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ ব্যাঘ্র হইবে। আমি যাহা বলিলাম, কোনরূপে কোনকালে তাহার অন্যথা হইবে না। এইপ্রকার শাপ দানান্তে সেই মহাতপা মহর্ষি আপনার অসামান্য তপঃপ্রভাবে কুম্ভীরের হস্ত পরিহারপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তদবধি

ঐ সলিল এইপ্রকার দুষ্টভাবাপন্ন হইয়াছে যে, তাহার স্পর্শমাত্রেই ব্যাঘ্রযোনির আবির্ভাব হইয়া থাকে। হে অনঘ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি তৎ-সমস্ত যথাযথ কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যজ্ঞীয় অশ্ব পুন-রায় যে রূপে ব্যাঘ্রমূর্ত্তিপরিহারপূর্ব্বক পূর্ব্ব স্বরূপ প্রাপ্ত হইল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহাবল ধনঞ্জয় সহসা স্বীয় অশ্বকে অতীব ভীষণ ব্যাঘ্র-স্বরূপ দর্শন করিয়া, একান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, অতিমাত্র উদ্বেগ সহকারে ব্যাকুল হৃদয়ে অনাথের নাথ বাসুদেবকে বারংবার স্মরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, যিনি সকল ভয়ের ভয় ও সকল বিপদের বিপদ স্বরূপ এবং পূর্ব্বে যে পূর্ণ-স্বরূপ অচ্যুত আমাদিগকে দুর্য্যোধনকৃত বিবিধ ভয়ে ও সঙ্কটে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়াছেন, সেই অনাদিনিধন বাসুদেব অধুনা এই দারুণ সংকটে আমার সহায় হউন। যিনি রাত্রি-দিন পাণ্ডবগণের হিতচিন্তায় ব্যস্ত এবং আমি যাঁহার কৃপা কটাক্ষরূপ ভেলা আশ্রয় করিয়া, দ্রোণ ও ভীষ্মরূপ অগাধ দুস্তর জলরাশিপূর্ণ অপার কুরুক্ষেত্ররণরূপ জলনিধি অব-লীলাক্রমে পার হইয়াছি, সেই বাসুদেব প্রসন্ন হইয়া, ধর্ম্মরাজের যজ্ঞ সুসিদ্ধ করুন। যাহার প্রভাবে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইতেছে এবং যাঁহার প্রসাদে অমৃত, অভয় ও অক্ষয় মঙ্গল একত্রে অধিষ্ঠান করিতেছে, সেই হরি অধুনা আমার উপস্থিত অমঙ্গল নিরাকৃত করুন। আমি চিরকাল তাঁহার ভৃত্য, অনুগত, আশ্রিত ও অধীন। তিনি ভিন্ন কোন কালেই আমার গতি মুক্তি নাই। অতএব অধুনা তিনি আমার সহায় হউন।

মহারাজ! ভগবান্ বাসুদেব এবম্বিধ-প্রভাববিশিষ্ট যে, অর্জ্জুন ঐকান্তিক চিত্তে এইপ্রকার ধ্যান করিবামাত্র, তদীয় যজ্ঞীয় তুরঙ্গম যেন ঐন্দ্রজালিক মায়াবলে তৎক্ষণাৎ ব্যাঘ্র-কলেবর পরিহার করিয়া, স্বীয় স্বরূপ পরিগ্রহ করিল। তদ্দর্শনে অর্জ্জুনপ্রভৃতি সকলেই অপার বিস্ময়সাগরে অবগাহন করিলেন এবং নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়া, নৃত্য ও বিবিধ বাদ্যধ্বনি সহকারে আহ্লাদভরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর অশ্ব দৈবানুগ্রহে পূর্ব্বস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, ইতস্ততঃ পর্য্যটন করত বিবিধ জনপদ অতিক্রম করিয়া, অবশেষে স্ত্রীময় দেশে সমাগত হইল। ঐ দেশে স্ত্রীভিন্ন পুরুষ নাই। তত্রত্য রমণীগণ সকলেই অসামান্য-সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন এবং সকলেই নবযৌবনবিশিষ্ট। স্ত্রীলোকই তথায় রাজ্য করিয়া থাকে এবং পুরুষ কোন মতেই বাঁচে না। যে ব্যক্তি তথায় স্ত্রীগণের রূপলাবণ্য, কটাক্ষবিক্ষেপ, মনোহর মুখগন্ধ, গান, নৃত্য, হাস্য ও মিষ্টবাক্য এই সকলে মোহিত হইয়া, তাহাদের সহিত মাসমাত্র একত্র বাস করে, তাহার জীবিতান্ত উপস্থিত হয়। তাহারা বিবিধ উপায়ে বশীভূত ও হতজ্ঞান করিয়া, পুরুষের প্রাণ হরণ করে। পুরুষ মরণানন্তর তাহাদেরই অন্যতরের গর্ভে কন্যাসন্তান রূপে জন্মগ্রহণ করে এবং কালসহকারে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়া, রূপলাবণ্যসহকৃত বিবিধ বন্ধনে বদ্ধ করত ঐ রূপে পুরুষের প্রাণ সংহার করিয়া থাকে। তাহাদের হস্তে পতিত হইলে, কোন রূপেই পরিত্রাণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

অশ্ব দৈববশে অনায়ত্ত হইয়া, উল্লিখিত স্ত্রীরাজ্যে উপনীত হইলে, অর্জ্জুন পঞ্চ বীরে পরিবৃত হইয়া, অগত্যা তাহার অনুসরণক্রমে তথায় পদার্পণ করিলেন এবং পদার্পণ করিয়া, সমভিব্যাহারী বীরদিগকে যথাবিধানে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, বীরগণ! অধুনা আমরা স্ত্রীরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি। এই রাজ্যে প্রভূতবলশালিনী বিষকন্যা সকল বাস করে। তাহাদের সংসর্গে পুরুষের প্রাণ আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে। তাহারা নিশ্চয়ই অশ্ব ধারণ করিবে। তাহা হইলে, আমাদিগকে কষ্টে পড়িতে হইবে।

অর্জ্জুন এইপ্রকার কহিতেছেন, এমন সময়ে অশ্বারোহী স্ত্রীবৃন্দ সহসা তথায় সমাগত হইল। তাহাদের শরীর-লাবণ্য চম্পককুসুমসুকুমার, গলদেশবিলম্বিনী মুক্তামালার শোভার সীমা নাই, বিবিধ বিচিত্র অলঙ্কারে কলেবরে অপূর্ব্ব মাধুরীর আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাহারা সকলেই হাবভাবশালিনী এবং সকলেই তূণীরসহিত শরাসনধারিণী। বোধ হইল যেন, শতসহস্র সৌদামিনী জলদক্রোড় হইতে অবতরণপূর্ব্বক পার্থিব-লীলা-কৌতুক পরিতৃপ্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কোন রমণী তৎক্ষণাৎ সবেগে ও সতেজে অর্জ্জুনের রক্ষিত যজ্ঞীয় তুরঙ্গম গ্রহণ করিয়া, নিমেষমধ্যে তথা হইতে বহির্গত হইল এবং স্বীয় স্বামিনীর সকাশে সমুপস্থিত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সেই অশ্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, ভর্ত্তৃদারিকে! যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা অর্জ্জুনের তত্ত্বাবধানে এই যজ্ঞীয় অশ্ব পৃথিবীপর্য্যটনে প্রবৃত্ত

হইয়াছে। আমি আপনার আদেশে ইহাকে ধরিয়া আনিয়াছি, অতঃপর কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

রাজ্ঞী কহিলেন, তুমি ইহাকে অশ্বশালায় লইয়া যাও। আমি স্বয়ং অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করিতেছি। এই বলিয়া রাজ্ঞী অর্জ্জুনের উদ্দেশে প্রস্থান করিলে, উল্লিখিত রমণী অশ্বকে মন্দুরায় স্থাপন করিল।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! ঐ স্ত্রীরাজ্যের রাজ্ঞীর নাম প্রমীলা। প্রমীলা যুদ্ধযাত্রা করিলে, এক লক্ষ ললনা গজ-কুম্ভে ও এক লক্ষ রথে আরোহণপূর্ব্বক তাহাকে পরি-বেষ্টন করিল। তাহারা সকলেই শ্যামা, সুলোচনা ও চন্দ্রাননা। হে রাজেন্দ্র! ঐরূপ রূপগুণবিশিষ্ট আর এক লক্ষ স্ত্রী তাহার অনুগামিনী হইল। এই রূপে তিন লক্ষ স্ত্রী একত্র সমবেত হইয়া, সংগ্রামে গমনপূর্ব্বক এককালে ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিল। বোধ হইল, যেন শত শত জলদখণ্ড একত্রিত হইয়া, উদীয়মান ভাস্করকে অবরুদ্ধ করিল। তদ্দর্শনে প্রমীলা সগর্ব্বে অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, পার্থ! আমি তোমার যজ্ঞীয় অশ্ব ধৃত করিয়াছি, তুমি তাহাকে মোচন করিতে ইচ্ছা করিতেছ। কিন্তু কালপাশ ছেদন করা যেমন কাহারও সাধ্য হয় না, সেইরূপ, আমার বাহুপিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া জীবিতশরীরে মুক্ত হওয়াও সাধ্য নহে। তুমি জান না,

সাক্ষাৎ শমনরাজ্যে সমাগত হইয়াছ। যাহাহউক, আমার সহিত, যুদ্ধ কর; তোমার সমুদায় বল ব্যপনীত করিব। শুনিয়াছি, তুমি সংগ্রামজয়ী মহাবীর; কোন যুদ্ধেই পরাস্ত বা পর্য্যুদস্ত হও নাই। আমি প্রহার করিতেছি, ধৈর্য্য-সহকারে সহ্য কর। প্রমীলা এইপ্রকার বচনপরম্পরা প্রয়োগপুরঃসর প্রথমে প্রমাথীভাবসমূহে, পরে স্বকীয় চুচুক-নিভাগ্র গিরি-বিদারী শর দ্বারা অর্জ্জুনের হৃদয় বিদারিত করিল। অনন্তর স্মিতবিকসিত বদনে ধনঞ্জয়ের সমভি-ব্যাহারী পঞ্চ বীরকে উল্লিখিতরূপে বিদ্ধ করিলে, তাহারা সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, চিত্রিতের ন্যায়, উদ্যমশূন্য দণ্ডায়মান হইল। কোন মতেই তাহার প্রতিক্রিয়া করিতে পারিল না। কেবল কর্ণনন্দন বৃষকেতু নির্ব্বিকার চিত্তে অবস্থিতি করিয়া, ধৈর্য্যসহকারে তাহার সমুচিত প্রতি-বিধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রমীলা অর্জ্জুনকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া, পুনরায় সগর্ব্বে উদ্ধত বচনে কহিতে লাগিল, পার্থ! তুমি কি আমায় অবগত নহ? আমি এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে জয় করিয়া, নিজ দাসত্বে নিযুক্ত করিব। তুমি আর যজ্ঞ করিয়া কি করিবে? আমার সহিত মধুপান কর। তুমি পূর্ব্বে যাহা দেখ নাই, আমি তোমায় তাদৃশ সুখ প্রদর্শন করিব। আমার সহবাসে পুরুষমাত্রেরই ঐ প্রকার অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অভূতপূর্ব্ব সুখের সঞ্চার হইয়া থাকে। যদি মঙ্গল-লাভের ইচ্ছা থাকে, এই বেলা সাবধান হইয়া, ধনুঃশর পরিহারপূর্ব্বক আমার বশীভূত হও। আমি নিশ্চয় বলি-

তেছি, অভিমানে অন্ধ হইয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, তৎক্ষণাৎ তোমাকে জয় করিয়া, আপনার দাস করিব।

অর্জ্জুন কহিলেন, সুভগে! তোমার সহবাসে থাকিলে নিশ্চয়ই আমাকে মরিতে হইবে। দেখ, পূর্ব্বে তোমাদের সংসর্গ করিয়া, কোন ব্যক্তিই জীবিত শরীরে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং, আমি প্রাণত্যাগ করিলে, আর কোন ব্যক্তি এই যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষা করিবে?

প্রমীলা কহিল, তুমি আমার সংসর্গ না করিলে, খরধার শরপ্রহারে এবং সংসর্গ করিলে, নয়নাঞ্চল-তাড়নায়, এইরূপে উভয় প্রকারেই তোমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অতএব, আমার সহবাসে বিবিধ অপূর্ব্ব ভোগসুখে তৎপর হইয়া, তোমার মৃত্যু হওয়াই প্রশস্তকল্প। কোন্ ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া, কষ্ট-মৃত্যুলাভে উৎসুক হয়? ফলতঃ, নরোত্তম! অদ্য আমার শরপরম্পরায় অথবা নয়নাঞ্চলতাড়নায় নিতান্ত পীড্যমান হইয়া, নিশ্চয়ই তোমায় প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। বিধাতা এইপ্রকারে তোমার মৃত্যু বিধান ও প্রেরণ করিয়াছেন। সুতরাং, অদ্য তুমি অবশ্যই জীবিত-সুখে বঞ্চিত হইবে। কিন্তু আমার সংসর্গ করিলে, তোমার যেমন সুখপ্রাপ্তিপুরঃসর সার্থক মৃত্যুর সম্ভাবনা, সংসর্গ না করিলে, সুশাণিত নারাচপরম্পরার গুরুতর আঘাতে সেইরূপ নিরতিশয় ক্লেশভোগসহকারে বৃথামৃত্যু সংঘটিত হইবে। তুমি প্রাজ্ঞ, পণ্ডিত ও পরম মনীষী। এই উভয়ের মধ্যে কোন্ প্রকার মৃত্যু শ্রেয়স্কর বা প্রশস্ত, তাহা নিজেই বুদ্ধি পূর্ব্বক পরিকলন কর। ফলতঃ, পরস্পরের যখন দর্শন

হইয়াছে, তখন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অতএব তুমি আমার রুচির যৌবন ভোগ কর।

প্রমীলা কামে অভিভূতা হইয়া, এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, অর্জ্জুন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণ ও সূর্পণখার বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে সমুদিত হইলে, তিনি সুশাণিত সায়কসমূহ সন্ধানপূর্ব্বক প্রমীলাকে প্রগাঢ় প্রহার করিলেন। প্রমীলা তৎসমস্ত পঞ্চধা ছেদন করিয়া, ভয়ঙ্কর সপ্ত শরে অর্জ্জুনকে তাড়না করিল এবং পুনরায় সহস্র সহস্র শর প্রয়োগ করিয়া, তাঁহাকে এক কালেই অদৃশ্য করিয়া ফেলিল। অর্জ্জুন উপায়ান্তরবিরহিত হইয়া, সরোষে শরাসনে মোহনাস্ত্র সন্ধান করিলেন। প্রমীলা শরত্রয়-প্রয়োগপুরঃসর তৎক্ষণাৎ তাহা ছেদন করিয়া ফেলিল এবং ছেদন করিয়া সগর্ব্বে কহিল, মূঢ়! তোমার মোহনাস্ত্র ব্যর্থ হইল। এক্ষণে, আর যদি কোন অস্ত্র থাকে, প্রয়োগ করিয়া নিজ বীর্য্য প্রদর্শন কর। তোমার ন্যায় কাপুরুষগণই সহসা মোহনাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া থাকে।

অর্জ্জুন এই কথায় রোষপূরিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ ধনুকে গুণ যোজনা করিলেন এবং যেমন প্রমীলাকে সংহার করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি আকাশবাণী হইল, অর্জ্জুন! সাবধান, এই সাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না। স্ত্রীবধ অপেক্ষা ঘোর পাতক আর নাই। বিশেষতঃ, তুমি অযুত বৎসর চেষ্টা করিলেও, এই প্রমীলাকে জয় করিতে পারিবে না। বিধাতা প্রমীলাকে তোমার অন্যতর পত্নী রূপে কল্পনা করিয়াছেন। অতএব যদি কল্যাণ ও জীবিতলাভের ইচ্ছা থাকে, তাহা

হইলে, এই দুরধ্যবসায় ত্যাগ করিয়া, প্রমীলাকে এই রণস্থলেই বরণ কর। চন্দ্র-রোহিণী-সংযোগের ন্যায়, ধর্ম্মশান্তি-সমন্বয়ের ন্যায় এবং সদাচার-লক্ষ্মী-মিলনের ন্যায়, তোমাদের উভয়ের পরিগ্রহে বিধাতার স্ত্রীপুরুষসৃষ্টির সার্থকতা হউক। তুমি স্বভাবতঃ শ্রদ্ধাভক্তির আধার। কদাচ এই দেববাক্য লঙ্ঘন করিও না। দেবতারা ইহলোক ও পরলোক, উভয় লোকেরই হিতসাধনার্থ যথার্থ আদেশ ও উপদেশ করেন, ইহা তুমি বিলক্ষণ বিদিত আছ। তোমার ন্যায় সদ্‌বুদ্ধি, সদাচার ও সত্যজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষগণ কখন ঈদৃশ সাহসে প্রবৃত্ত হয়েন না।

দৈববাণী শ্রবণ করিয়া, দেবভক্ত ধনঞ্জয়ের শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং অন্তর্হৃদয়ে ভক্তির প্রবাহ সবেগে উচ্ছলিত হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সশর শরাসন দূরে বিসর্জ্জন করিয়া, চিরসুহৃৎ ও চিরসহায় ভক্তপ্রাণ ভগবান্ গোবিন্দকে সবিশেষ শ্রদ্ধা ও অকপট অনুরাগভরে বারংবার স্মরণ করত এই দুরধ্যবসায়ে বিনিবৃত্ত হইলেন এবং ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে সংগ্রামভূমিতেই যথাবিধানে প্রমীলার পাণিপীড়ন করিলেন। অনন্তর তিনি বিশালাক্ষী প্রমীলারে সুমধুর সম্ভাষণে সবিশেষ সান্ত্বনা ও আপ্যায়িত করিয়া কহিতে লাগিলেন, সুভগে! হস্তিনায় তোমার সহিত আমার সমাগম হইবে। সংপ্রতি আমি ব্রতস্থ, অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছি। এ সময় স্ত্রীসঙ্গ করা কোন মতেই বিধেয় নহে। হস্তিনায় সকল দোষের লয়স্থান বাসুদেবের সন্দর্শনে তোমার দোষসমস্ত বিনষ্ট হইবে; আর, তোমার অধীনস্থ এই

সমস্ত স্ত্রীও হস্তিনায় গমন করিয়া, স্ব স্ব অভিমত পতিলাভে কৃতার্থ হইবে, সন্দেহ নাই। অধুনা অশ্ব মোচন কর, আমি প্রস্থান করি। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, আমার সমভিব্যাহারে আগমন কর, না হয়, হস্তিনাতেই গমন কর। আমি চলিলাম।

অর্জ্জুনের এই কথা শুনিয়া, বুদ্ধিমতী প্রমীলা তৎক্ষণাৎ অশ্বমোচন করিলেন। পূর্ব্বে দশরথনন্দন রামকে প্রাপ্ত হইয়া, জনকনন্দিনী যেরূপ সুখিনী হইয়াছিলেন, বিবিধ অপার্থিব গুণসম্পন্ন পার্থকে পতি পাইয়া, প্রমদোত্তমা প্রমীলা তদনুরূপ প্রীতিমতী হইলেন। অনন্তর তিনি অশ্ব-মোচনপূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের আদেশানুসারে হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন। এদিকে তুরঙ্গম বন্ধনোন্মুক্ত হইয়া, যথেচ্ছা বিচরণ করিতে করিতে বৃক্ষদেশে সমাগত হইল। রাজন্! স্ত্রী, পুরুষ, গো, অশ্ব, গজ, গর্দ্দভ ও অন্যান্য পশুগণ ঐ সকল বৃক্ষের ফলরূপে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহারা প্রভাতে জন্মগ্রহণ করে, মধ্যাহ্নে যৌবনশালী হয় এবং সায়ংকালে কালকবলে নিপতিত হইয়া, ঐ সকল বৃক্ষে ফলরূপে লম্বমান হইয়া থাকে। পৃথানন্দন ধনঞ্জয় বিস্ময়োৎ-ফুল্ল লোচনে সেই দেশেও গমন করিলেন। অনন্তর যজ্ঞীয় তুরঙ্গম ঐ সকল বীরগণে পরিবৃত হইয়া, একাক্ষ, একপাদ, কর্ণপ্রাবরণিক, হয়মুখ, ত্রিনেত্র, অর্দ্ধনাস, ত্রিপাদ, একশৃঙ্গ, খরবক্ত্র ইত্যাদি বিবিধ জনপদ অতিক্রম করিয়া, ভীষণ নামক নিশাচরের অধিকৃত নগরীতে উপনীত হইল। ঐ নগরে পুরুষাদক অনেক রাক্ষস বাস করে। তাহারা সক-

লেই কোপনস্বভাব, দীর্ঘজীবী, মহাবল পরাক্রান্ত এবং নিরতিশয় দুষ্প্রধর্ষ। তাহাদের সংখ্যা সর্ব্বসমেত তিন কোটি এবং তাহারা চারি গুল্মে বিভক্ত হইয়া, স্ত্রী পুরুষ সকলে মিলিয়া, নগরের দৃঢ়কপাটবদ্ধ নিরতিশয় বলিষ্ঠ দ্বার-চতুষ্টয় রক্ষা করিয়া থাকে। এইজন্য সমাগত শত্রু সহসা আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না।

ভীষণের পুরোহিত মেদোহাসনামক ব্রহ্মরাক্ষস কানন-মধ্যে অশ্বকে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া, ধনঞ্জয় ঐ অশ্বের স্বামী, এই বিষয় অবগত হইয়া, স্বীয় যজমানসান্নিধ্যে গমন করিল। তাহার কণ্ঠে মনুষ্যের অন্ত্রসূত্রনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত ও নেত্র-গোলকনির্ম্মিত ভয়ানক মাল্যদাম; হস্তে নৃকপালনির্ম্মিত ভীষণ জপমালা ও গজপৃষ্ঠাস্থিনির্ম্মিত ঘোর দণ্ড; কর্ণে শিশু-মুণ্ডনির্ম্মিত কুণ্ডল লম্বমান এবং সর্ব্বশরীর সাতিশয় লোমশ ও দগ্ধাঙ্গারসদৃশ বীভৎস বর্ণে বিভীষিত। সে ভীষণের সমীপে সমাগত হইয়া কহিতে লাগিল, রক্ষোরাজ! তোমার শত্রু অর্জ্জুন অশ্বরক্ষাপ্রসঙ্গে ত্বদীয় অধিকারে আগমন করিয়াছে। পূর্ব্বে অর্জ্জুনের অগ্রজ ভীম তোমার পিতা রাক্ষসপতি বককে অকারণে সংহার করিয়াছে। তুমি এক্ষণে অর্জ্জুনকে শীঘ্র ধারণ করিয়া, নরমেধযজ্ঞ সম্পন্ন কর। এই ধনঞ্জয় নরমেধ যজ্ঞের উপযোগী যাবতীয় লক্ষণে লক্ষিত। আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হও। আমি স্বয়ং আচার্য্য হইব। অন্যান্য অনেক ব্রহ্মরাক্ষস আছে, তাহারা সৎকুলপ্রসূত, ব্রতযুক্ত ও চাতুর্ম্মাস্যব্রতপরায়ণ। তাহারা রুধির ও সুরা উভয়ই পান করিয়া থাকে এবং শ্রাবণে

মাসোপবাসিগণের মাংস আহার করে, ভাদ্রে যতি ও ঊর্দ্ধ-রেতাগণের, আশ্বিনে আজগরব্রতাবলম্বী ঋষিগণের এবং কার্ত্তিকমাসে কুমারীগণের মাংস ভক্ষণ করিয়া, ব্রত উদ্যাপন করিয়া থাকে। অতএব তুমি অর্জ্জুনকে সসৈন্যে অশ্ব সহিত ধারণ কর। ব্রহ্মরাক্ষসেরা বহুকাল ব্রতস্থ হইয়া আছে। অদ্য তাহাদের পারণ বিহিত হউক। তাহারা ধনঞ্জয়ের অশ্ব ও গজ সকল ভক্ষণ এবং মনুষ্যগণের গলনালিবিনিঃসৃত রুধির ও মাংস আহার করিয়া, আহ্লাদ অনুভব করুক। মহাত্মা রাবণ নরমেধযজ্ঞ করিয়া, সমুদায় ব্রহ্মরাক্ষসকে নিরতিশয় পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তোমার অনুষ্ঠিত যজ্ঞে আমরা আবার পরিতৃপ্ত হইব।

ভীষণ কহিল, তাত! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, তৎসমস্তই আমি করিব। স্বয়ং পিতৃশত্রু পুরীতে পদার্পণ করিয়াছে, তাহাকে আজি ধৃত না করিব কেন? বিশেষতঃ, ভবাদৃশ বিবিধবিদ্যাপারদর্শী ব্রহ্মরাক্ষসগণের আজ্ঞা প্রতি-পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে আপনাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি, যজ্ঞে আপনি কোন্ দ্রব্য ভোজন করিবেন? অর্জ্জুনের সৈন্যব্যতিরেকে আপনাকে আর কি দিতে হইবে? আপনার রুচি কি, বলুন। তবে, আমি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইব।

পুরোহিত কহিল, মনুষ্যগণের পৃষ্ঠমেদ ও লোচন এবং হয়, হস্তী ও গর্দ্দভগণের নয়ন, এই সকলেই আমার রুচি ও পরম প্রীতি জন্মিয়া থাকে। অদ্য তোমার প্রসাদে বহু-দিনের পর আমার তৃপ্তিলাভ হইবে। আমি তোমার যজ্ঞে সহস্রমাত্র পদাতি ভোজন।

পুরোহিতের কথা শুনিয়া, ভীষণের নিরতিশয় প্রীতি সমুদ্ভূত হইল। সে কালবিলম্বপরিহারপূর্ব্বক ভাবী যজ্ঞের নিমিত্ত রমণীয় মণ্ডপ নির্ম্মাণ এবং ঋত্বিক্ ও পুরোহিত কল্পনা করিয়া রাখিল। সমুদায় প্রস্তুত হইলে মহোৎসাহসহকারে যুদ্ধের জন্য অর্জ্জুনসৈন্যের প্রতি নির্যাণ করিল। প্রচণ্ড-স্বভাব তিন কোটি রাক্ষস স্ব স্ব অস্ত্র শস্ত্র সমুদ্যত করিয়া, তাহার অনুগামী হইল। বিবিধ বাদ্যোদ্যমসহকারে রাক্ষস-সৈন্যের তুমুল কিলকিলাশব্দ সমুত্থিত হইয়া, রোদোরন্ধ্র প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। অশ্বগণের হ্রেষিত ও হস্তী-গণের বৃংহিত তাহার সহিত মিলিত হইয়া, যেন অকাল-প্রলয় সমুদ্ভাবিত করিল। সুশোভিত ও সুমার্জ্জিত আয়ুধ সকলে অনবরত বিদ্যুতের অভিনয় হইতে লাগিল। মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায়, বীর রাক্ষসগণের গভীর গর্জ্জন দিগ্‌বিদিক্ পূর্ণ করিয়া, লোকের কর্ণকুহর রুদ্ধপ্রায় করিল।

এদিকে রাক্ষসীরা পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিয়া, অর্জ্জু-নকে দেখিতে লাগিল। তাহারা তদীয় রথধ্বজে হনুমানকে দর্শন করিয়া, রামরাবণের ভয়ঙ্কর কাণ্ড স্মরণ পূর্ব্বক ভয়-বিস্ময়ে অভিভূত হইল। তাহাদের মধ্যে কোন রাক্ষসী নিরতিশয় ভীত ও অভিভূত হইয়া, ভয়গদ্গদ বচনে সহচরী-দিগকে কহিতে লাগিল, পলায়ন কর, পলায়ন কর। তোমা-দিগের পরমায়ু শেষ হইয়াছে, আর বাঁচিতে হইবে না। ঐ দেখ, রাক্ষসকুল-কৃতান্ত লঙ্কাপুর-হুতাশন সেই বীর হনুমান এখানে উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমি ইহাকে অশোক-কাননে দেবী জানকীর সান্নিধ্যে দর্শন করিয়াছিলাম। তৎ-

কালে এই হনুমান, সাক্ষাৎ প্রলয়পবনের ন্যায়, নিমেষমধ্যে অশোককানন ভগ্ন ও স্বয়ং যুগান্তকালসমুদিত হুতাশনের ন্যায়, অবলীলাক্রমে সমস্ত লঙ্কা ক্ষণমধ্যে দগ্ধ করিয়াছিল। তদবধি আমার মনে দারুণ ভয় বদ্ধমূল হইয়াছে।

জৈমিনি কহিলেন, ঐ রাক্ষসীর কথা শুনিয়া, কৃশ হস্ত, কৃশ পদ, লম্ব উদর, দীর্ঘ গ্রীবা ও লোহিত জিহ্বা এই সকলে সমন্বিত আর এক রাক্ষসী কহিতে লাগিল, রাবণের কথা মুখে আনিও না। মনুষ্য আমার সম্মুখীন হইলেই, শমন-ভূমি দর্শন করে। আমি এই মুহূর্ত্তেই অর্জ্জুনকে ভক্ষণ করিব। অপরা কহিল, অয়ি কৃশাঙ্গি! তুমি কি বলিতেছ? আমার এই স্থূল, দীর্ঘ, ভূমিবিলম্বিত ও যোজনায়ত স্তনযুগল অবলোকন কর। আমি একমাত্র স্তনাঘাতে অর্জ্জুন ও হনুমান্ উভয়কেই নিহত এবং সৈন্য সকলও বিনষ্ট করিব। তোমরা সকলে অপেক্ষা কর, কোন মতেই ভীত হইও না। রাজা ভীষণ স্বভাবতঃ নির্ব্বুদ্ধি, আমার প্রকৃত স্বরূপ অবগত নহে, এই জন্যই অনর্থক স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিয়াছে আমি একাকীই সমস্ত বিপক্ষ নিঃশেষিত করিব। এই কথা শুনিয়া আর একজন রাক্ষসী নিরতিশয় রোষভরে সেই যোজনস্তনীকে ভৎর্সনা করিয়া কহিতে লাগিল, তুমি কি বলিতেছ? তোমার এই ক্ষুদ্র স্তনে কি আমাদের ভয় নিরাকৃত হইবে, কখনই না। তোমার স্তনদ্বয় যোজনায়ত হইলেও, আমার নিকট বিল্বফলতুল্য অতি সামান্য প্রতীয়মান হয়। দেখ, আমার স্তনের চুচুক যোজন ব্যাপ্ত করিয়া, বিরাজমান হইতেছে। অতএব তুমি অপেক্ষা কর, আমি এই চুচুকা-

ঘাতে কপীশ্বর হনুমানকে বিনাশ করিয়া, তোমাদের সকল ভয় নিরাকৃত করিব।

রাজন্! সেই রাক্ষসী এই কথা কহিয়াই, ক্ষণবিলম্ব-ব্যতিরেকে অর্জ্জুনের সৈন্য লক্ষ্য করত সবেগে ও সাহঙ্কারে আকাশে উত্থিতা হইয়া হাহাকারে ধাবমান হইল। এবং পুনঃ পুনঃ দোলায়মান স্তনযুগলের আঘাতে বিপক্ষপক্ষীয় ভূরি ভূরি সৈন্য ও মহাগজ সকল নিপাতিত করিতে লাগিল। তাহার কুচযুগল যে যে স্থানে লগ্ন হয়, সেই সেই স্থানেই সৈন্য সকল নিপাতিত হইয়া থাকে। নিতান্ত দারুণপ্রকৃতি সেই নিশাচরী একাকিনীই গজ, অশ্ব ও মনুষ্যদিগকে সবেগে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, সৈন্যসকলের পরমাণু করিয়া ফেলিল। অন্যান্য রাক্ষসীগণ সরোষে যোগদান করাতে বহুল সৈন্য ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। নিশাচরী রণমদে মত্ত ও নিতান্ত উৎকট হইয়া, স্বপক্ষীয় বীরদিগকেও সংহার করিতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া সকলেই, বোধ করিল, মূর্ত্তিমান্ মৃত্যু বিচরণ করিতেছে, অথবা স্বয়ং প্রলয়নিশাচরীবেশে সমাগত হইয়াছে। রণস্থলে তুমুল হাহাকার সমুত্থিত হইল। নিশা-চরী রক্তের কটুগন্ধে উৎকট ও উদ্দাম হইয়া, হত্যামুখ ব্যাধীর ন্যায় হাহাকারে বিচরণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধন ও বীরগণের আনন্দ সমুদ্ভাবন হইল। বীরবর অর্জ্জুন কিছুমাত্র ব্যাকুল বা বিচলিত না হইয়া, নির্ভীকহৃদয়ে এই পরম কৌতূকাবহ বিস্ময়জনক নারীকাণ্ড দর্শন করিতে লাগিলেন। স্ত্রীবধে তাঁহার অভিরুচি হইল না।

এদিকে রাক্ষসরাজ ভীষণ অর্জ্জুনকে পাইয়া সগর্ব্বে কহিতে লাগিল, পার্থ! থাক, কোথা যাইতেছ? নিরতিশয় সৌভাগ্যের বিষয় যে, অদ্য রণস্থলে তোমার দর্শন পাইয়াছি। পূর্ব্বে দুরাত্মা ভীম আমার অসমক্ষে মদীয় জনক রাক্ষসপতি বককে সংহার করিয়াছিল। অদ্য দেখাদেখি তোমাকে সংহার করিয়া, নরমেধ যজ্ঞ করিব। অনন্তর পাপাত্মা ভীমকে বিনাশ করিয়া, তদীয় রুধিরে পিতৃদেবের তর্পণ ও স্বয়ং বহুদিনের শোণিতপিপাসা শান্তি করিব। তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর এবং হতভাগিনী জননী কুন্তীকে স্মরণ কর। কেন না, আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। এই বলিয়া সে ক্রোধে একান্ত অসহমান হইয়া, রাশি রাশি শর, মুদ্গর, ভূধর ও পাদপনিকর বর্ষণপুরঃসর ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়কে সৈন্য সহিত আচ্ছন্ন ও নিতান্ত ব্যাকুলিত করিল। ঐ সময়ে বহুসংখ্য নিশাচর আসিয়া, যোগদান করিলে, ভীষণ আরও ভীষণ হইয়া উঠিল।

তদ্দর্শনে অর্জ্জুন আপনার অলোকসামান্য পরাক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক শত শত সুশাণিত সায়ক প্রয়োগ করিয়া, ভীষণের প্রেরিত শরসকল ব্যর্থ করিলেন এবং পুনরায় এক উদ্যমে সহস্র শর মোচন করিয়া, সমুদায় সৈন্য সহিত ভীষণকে নিতান্ত ব্যথিত ও বিব্রত করিলেন। রাক্ষসরাজ ভীষণ যথাসাধ্য তাহার প্রতিকার করিতে লাগিল। কিন্তু কোন মতেই অর্জ্জুনকে পরাহত করিতে পারিল না। প্রত্যুত, আপনিই পর্য্যুদস্ত হইয়া উঠিল। ঐ সময় মহাবীর পবনকুমার হনুমান্ রণমদে মত্ত হইয়া, সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায়,

রাক্ষসীগণের সংহার করিতে লাগিলেন। তিনি আপনার সুদীর্ঘ লাঙ্গূলে কাহাকে বেষ্টিত, কাহাকে তাড়িত, কাহাকে গলদেশে বদ্ধ, কাহাকে উৎক্ষিপ্ত, কাহাকে ঘূর্ণিত, কাহাকে ভূপাতিত ও কাহাকে বা আকাশে উত্থাপিত করিয়া, শত শত ও সহস্র সহস্র নিশাচরীর জীবনান্ত করিলেন। ক্ষণমধ্যেই নিশাচরীগণ নিঃশেষপ্রায় হইল। হতাবশিষ্টেরা দুর্নিবার-ভয়ে অভিহত ও অভিভূত হইয়া, প্রাণের আশায় পলায়ন-পূর্ব্বক কেহ পর্ব্বতকন্দরে, কেহ ভূবিবরে ও কেহ বা তৎ-সদৃশ দুর্গম স্থলে লুক্কায়িত হইল। কেহ কেহ পথিমধ্যেই প্রাণত্যাগ করিল।

অনন্তর অর্জ্জুন রক্ষোঘ্ন মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া, সুশা-ণিত সায়ক সকল সন্ধান করিলে, রক্ষোবল ভীত হইয়া, রণভঙ্গে পলায়ন করিল। তদ্দর্শনে ভীষণ নিরুপায় হইয়া, ক্রোধভরে রাক্ষসী মায়া বিস্তার করিলে, তৎপ্রভাবে ভূরি ভূরি পর্ব্বত, সিংহ, ব্যাঘ্র, গজ, সরভ, তরক্ষু ও বিদ্যুৎ প্রাদুর্ভূত হইল। ভীষণ অসহমান হইয়া, সেই সুভীষণ রাক্ষসী মায়া অর্জ্জুনের প্রতি প্রয়োগ করিল। উল্লিখিত উগ্র মায়ায় পতিত হইয়া, তদীয় সুবিপুল সৈন্য নিঃশেষিত-প্রায় হইল। তিনি কিরূপে মায়া নিরাকরণ করিবেন, তাহার উপায়চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন।

দৈববশতঃ তত্রত্য ভাগীরথীতীরে এক দিব্য আশ্রম তাঁহার দৃষ্টিবিষয়ে পতিত হইল। অর্জ্জুন দেখিলেন, সেই শান্তমৃগদ্বিজ-সঙ্কুল শান্তিরসাস্পদ আশ্রমে কোন ঋষি দিব্যাসনে উপবেশন-পূর্ব্বক শিষ্যদিগকে বিবিধ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতে

ছেন। তাঁহার স্পৃহার লেশমাত্রও নাই। তিনি অর্জ্জুনকে কহিলেন, বৎস! আমরা রাক্ষসভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়াছি। সুখে ও নির্ব্বিঘ্নে তপস্যা করিতে পারিতেছি না। দুরাত্মারা সর্ব্বদাই আশ্রমে আসিয়া উৎপাত করে। তুমি সুখে থাক, এই আশ্রমে বাস করিয়া আমাদের সাহায্য কর। পূর্ব্বে তুমি কালকেয়দিগকে সংহার করিয়া, দেবলোক নিরুপদ্রব করিয়াছিলে। এক্ষণে এই রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিয়া, আমাদিগকে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত কর। ঋষিগণের আশ্রমে ভোজন করিলে, ক্ষত্রিয়ের বলাধান হয়। অতএব তুমি কিয়ৎকাল আমার সহিত আশ্রমে বাস কর। আমি তোমাকে বিদ্যা দান করিব। তৎপ্রভাবে তুমি রাক্ষসদিগকে অনায়াসেই মারিতে পারিবে।

অনন্তর অর্জ্জুন যথাবিধানে ঋষির নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, তৎপ্রভাবে ভীষণের প্রেরিত সমস্ত রাক্ষসীমায়া নিরাকরণ ও ভীষণকে সসৈন্যে নিধন করিলেন। অনন্তর তিনি ভীষণের অধিকৃত বিবিধ ধন, রত্ন, উৎকৃষ্ট অশ্ব, দিব্য ছত্র, দিব্য চামর ও দিব্য কুণ্ডলযুগল গ্রহণ করিয়া, তথা হইতে অশ্বের অনুসরণক্রমে প্রস্থান করিলেন এবং বিবিধ রাজ্য ও জনপদ অতিক্রম করিয়া, আপনার পুত্র বভ্রুবাহনের প্রতিপালিত মণিপুরনামধেয় পরমরমণীয় নগরে সমাগত হইলেন। তত্রত্য পুরুষমাত্রেই সত্যব্রত, স্ত্রীমাত্রেই পতিব্রতা, মহাজনমাত্রেই বেদার্থশাস্ত্রনিপুণ, লোকমাত্রেই বাসুদেবে একচিত্ত, শিশুমাত্রেই সৎক্রীড়ারিত, যুবামাত্রেই নিষ্কামবিষয়সেবী এবং বৃদ্ধমাত্রেই পরলোকচিন্তায় ব্যাপৃত। তথায়

কেশের ও পুষ্পের বন্ধন ভিন্ন অন্যের বন্ধন নাই এবং সারীর সকলের নিপাত ভিন্ন অন্যের নিপাত নাই। স্বপ্নেও কেহ কখন মিথ্যা কহে না। নারীগণের হৃদয়ে, মস্তকে ও নাসাগ্রে বহুমূল্য বৃত্তগোলক মুক্তাসকল বিরাজমান। রাজেন্দ্র! শত শত শৌর্য্যশালী বীর তথায় বাস করিতেছে। বভ্রুবাহন তাহাদের সবিশেষ সম্মান ও সমাদর করেন। তাহারা স্বকীয় বলে প্রাণপর্য্যন্ত প্রদান করিয়া, স্বীয় প্রভুর সন্তোষসম্পাদন করিয়া থাকে এবং কোন কালেই রণে বিমুখ হয় না। কেহ প্রার্থনা করিলে, প্রাণ ও দেহ দান দ্বারা তাহার অভিলাষ পূরণ করে, এইপ্রকার বদান্য পুরুষগণ ঐ রাজ্যে বাস করিয়া থাকে! তাহারা অর্থীর প্রার্থনা পূরণ করিতে সর্ব্বদাই উন্মুখ ও উৎসাহশীল। তথায় প্রাকৃত লোকেও সুসংস্কৃত শুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। তত্রত্য লোকমাত্রেই হৃষ্ট পুষ্ট ও নিত্য উৎসববিশিষ্ট। সুবর্ণ ও রৌপ্যবিচিত্রিত দুর্ভেদ্য প্রাচীর নগরের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টনপূর্ব্বক সমুন্নত মস্তকে যেন দশদিক্ নিরীক্ষণ করিতেছে। বলবীর্য্যশালী বীরগণ সর্ব্বদা তাহার রক্ষাবিধানে সাবধানে নিযুক্ত আছে। সুবর্ণরৌপ্যরুচির সুন্দর গৃহশ্রেণী, বিচিত্র প্রাসাদমণ্ডলী, গোপুর ও মঠসমূহের সান্নিধ্যবশতঃ, স্বয়ং বিষ্ণুকর্ত্তৃক পৃথিবীতে স্থাপিত দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠের ন্যায়, মণিপুর বিরাজমান। রাজা বভ্রুবাহনের প্রতাপের সীমা নাই। হংসধ্বজ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাজমণ্ডলীও তাঁহার করদ। তাঁহারা সুবর্ণ, রজত ও হস্তীপ্রভৃতি করস্বরূপ প্রদান করিয়া, সর্ব্বদা তাঁহার আনুগত্য করেন।

অর্জ্জুন তথাবিধ বিচিত্র পুরী দর্শন করিয়া, নিরতিশয় বিস্মিত হইলেন ও স্বীয় সহচরদিগকে কহিতে লাগিলেন, সম্প্রতি আমরা কোন্ স্থানে উপস্থিত হইলাম?

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, মহারাজ হংসধ্বজ অর্জ্জুনের কথা শুনিয়া, উত্তর করিলেন, আমরা নরপতি বভ্রুবাহনের রাজ্যে সমাগত হইযাছি। হে পৃথানন্দন! আমি অন্যান্য নরপতিগণের সহিত মিলিত হইয়া, যথাবিধানে স্বর্ণপূর্ণ সহস্র শকট প্রত্যহ করস্বরূপ ইহাকে সম্প্রদান করিয়া থাকি। আমরা এক্ষণে এই বভ্রুবাহনের রাজধানীতে পদার্পণ করিয়াছি। এই রাজা তেজস্বী, মহাবল পরাক্রান্ত, পরম বিজ্ঞ, বেদার্থের অনুবর্ত্তী, বৃদ্ধগণের অনুশাসননিরত, পরস্ত্রীবিমুখ, দাতৃগণের প্রমুখ, বিষ্ণুর ন্যায় লক্ষ্মীমান্, মহাদেবের ন্যায় বিভূতিবিশিষ্ট, পিতামহের ন্যায় বাণীকণ্ঠ, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্ এবং নিরতিশয় প্রতিপত্তিসম্পন্ন। ইহাঁর মন্ত্রিগণও অনুরূপ গুণগ্রামের আধার। সেনাপতিব বলবীর্য্যের সীমা নাই। সে ধৈর্য্যসহকারে সকোপে শঙ্করেরও সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ। ইহাঁর সৈন্যগণ নিশ্চয়ই আমাদের অশ্বগ্রহণ করিবে। পুনরায় বহুকষ্টে আমরা সেই অশ্ব মোচন করিব। এইপ্রকার বলিতে বলিতে, মৃত্যুর প্রদর্শক পরম দারুণ এক গৃধ্র সহসা কিরীটীর কিরীটাগ্রে উপবেশন করিল। তদ্দর্শনে সকলে বিস্মিত ও শঙ্কিত হইয়া, কম্পান্বিত হইতে লাগিল।

এদিকে বীরবর বভ্রুবাহন মহাবল কিরীটী কর্ত্তৃক পরিপালিত যজ্ঞীয় তুরঙ্গম পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, শ্রবণ করিয়া, যুদ্ধশূর সহস্র বীরকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা সত্বর অশ্ব ধারণ কর। তাহারা স্বামীর আদেশে তৎক্ষণাৎ অশ্বকে গ্রহণ ও সভায় আনয়নপূর্ব্বক প্রভুর গোচরে নিবেদন করিল। ঐ অশ্ব যথাবিধানে অর্চ্চিত, চর্চ্চিত, মুক্তাফলে, বিভূষিত এবং দেখিতে অতি মনোহর। বীরকেশরী বভ্রুবাহন বিচিত্র রত্নকাঞ্চননির্ম্মিত দিব্য সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। তাঁহার সভা বিবিধ বিচিত্র রত্নমণ্ডিত, বিশুদ্ধ হিরণ্যনির্ম্মিত, সুন্দর সংঘটিত সুবিশাল শুদ্ধ স্ফাটিকময় সহস্র স্তম্ভের উপরি প্রতিষ্ঠিত ও নানাপ্রকার রমণীয় ভাবে অলঙ্কৃত। সেই সভায় রত্নকাঞ্চননির্ম্মিত যে সকল কৃত্রিম হংস, পারাবত, ময়ূর, শুক, সারিকা, কোকিল ও কাক প্রভৃতি বিহঙ্গম আছে,তৎসমস্ত সজীবের ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন রত্নময় কৃত্রিম পাদপ, মত্তমাতঙ্গ, ঈহামৃগ, মৎস্য, শৃগাল, ইত্যাদিতে ঐ সভা অলঙ্কৃত, শত শত রত্নময় ও কাঞ্চনময় প্রদীপে সমুদ্ভাসিত,সুগন্ধি তৈলে পরিষিক্ত,মনোহর কর্পূরে আমোদিত, রাজার ভূষণকান্তি ও বস্ত্রপ্রভায় নিরতিবিরাজিত, ভূপতিত রাশি রাশি কর্পূরক্ষোদের সংযোগপ্রযুক্ত উৎকৃষ্ট গৌরবর্ণে অলঙ্কৃত এবং বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প, ধূপ, অগুরু, কস্তূরী ও মনোহরগন্ধ সলিল, এই সকলে সর্ব্বদাই সুরভিত। রাজসমীপে উপবিষ্ট লোকমাত্রেই উল্লিখিত বিশ্বব্যাপী সদ্গন্ধের আঘ্রাণে মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে।

মহারাজ বভ্রুবাহন দেবসভাসদৃশী ঈদৃশী সভায় দিব্য-

আসনে আসীন হইয়া, যজ্ঞীয়াশ্বসন্দর্শনপূর্ব্বক তদীয় ভাল-পট্টলেখনী পাঠ করিয়া, অবগত হইলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া, এই তুরঙ্গম মোচন করিয়াছেন এবং স্বয়ং অর্জ্জুন তাহার রক্ষা করিতেছেন। এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তিনি নিতান্ত সম্ভ্রমসহকারে আপনার সুমতি-নামক সুমতি সচিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অর্জ্জুনের পত্নী মদীয় জননী স্বীয় জনকভবনে নৃত্য করিতে করিতে তালভঙ্গ করিলে, তদীয় মহাত্মা পিতৃদেব তদ্দর্শনে রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইয়া, অভিশাপ করিলেন, তুমি কুম্ভীরিণী হইয়া, সলিলমধ্যে অবস্থান কর। বহুকালের পরে দৈবযোগে অবগাহনার্থ সমাগত অর্জ্জুনের পদদ্বয় ধারণ করিলে, তিনি তোমায় উদ্ধার ও বিবাহ করিবেন। আমি যাহা বলিলাম, তাহাতে কোন সংশয় বা অন্যথা নাই। পূর্ব্বে এইপ্রকার ঘটনা হওয়াতে, আমি মহাত্মা ধনঞ্জয়ের ঔরসে এই পুরমধ্যেই জন্মগ্রহণ করি। অনন্তর জননী আমায় পরিত্যাগ করিয়া, যুধিষ্ঠির সকাশে গমন করিলে, আমিই এই বিপুল রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। এই রূপে আমি অর্জ্জুনেরই আত্মজ। অতএব, এক্ষণে কি করিব, উপদেশ কর। আমি পূর্ব্বাপর বিচারপরিহারপূর্ব্বক পিতৃদেবের পালিত তুরঙ্গম আনয়ন করিয়া, সর্ব্বথা কার্য্য পণ্ড করিয়াছি।

মন্ত্রী কহিলেন, রাজন্! অজ্ঞানবশতঃ যাহা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অনুতাপ করা বৃথা। প্রথমেই এ বিষয়ে বিচার করা কর্ত্তব্য ছিল। যাহাহউক, এক্ষণে আপনি এক বৎসর যথাবিধানে ঐ অশ্বের রক্ষা করিয়া, পিতৃদেবের আজ্ঞাপালন

ও অশ্বহর্ত্তাদিগের বিনাশ করুন। পিতার পূজা করাই পুত্রের পরম ধর্ম্ম। অতএব আপনি এই সুবিপুল রাজ্য পিতৃপদে নিবেদন করিয়া, তাঁহারে প্রসন্ন করুন। কুমারীগণ ব্রাহ্মণ ও নরনারীসমূহে পরিবৃত হইয়া, হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, তাঁহার নিকটে গমন এবং নর্ত্তকীরা নৃত্য ও গায়কেরা গান করিতে করিতে প্রস্থান করুক। আর, আমরা সকলে, পুরবাসী মহাজনবর্গ ও সৈনিকগণ সমভিব্যাহারে গমন করিয়া, ভবদীয় পিতৃদেব অর্জ্জুনের সমুচিত সম্বর্দ্ধনাসহকারে সত্বর তুরঙ্গম প্রত্যর্পণ করি। রাজন্! আমার মতে এইপ্রকার অনুষ্ঠান করাই যুক্তিযুক্ত ও প্রশস্তকল্প।

জৈমিনি কহিলেন, রাজা বভ্রুবাহন মন্ত্রীর কথা শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ অশ্বগ্রহণপূর্ব্বক স্বসৈন্যে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ, বীরগণ ও নগরবাসী মহাজনগণ, রাশি রাশি চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কস্তূরী ও রত্নপূরিত শকট, মত্তমাতঙ্গ ভূরি ভূরি চন্দ্রবৎ শুভ্র কনকখচিত রথ ও শ্যামৈককর্ণ তুরগসমূহ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া চলিল। বিবিধ সুমধুর বাদ্যধ্বনি সহকারে পরম মঙ্গলময় জয়শব্দ সমুত্থিত হইল। কুমারীগণ বিবিধ মুক্তাদামমণ্ডিত ও বিচিত্র বসন ভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া, হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিল। ধূপ, লাজ, দূর্ব্বাদল ইত্যাদি মঙ্গলাবহ ও বিজয়াবহ দ্রব্যসমূহ গ্রহণ করিয়া, মাঙ্গলিক পুরুষসমূহ তাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল।

এইরূপে রাজা বভ্রুবাহন, যেখানে স্বীয় জনক ধনুর্দ্ধর

শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন অবস্থিতি করিতেছেন, তথায় সমাগত হইয়া, অবলোকন করিলেন, মহাবীর প্রদ্যুম্ন ধনঞ্জয়ের পুরোভাগে এবং সপুত্র যৌবনাশ্ব, বীরবর অনুশাল্ব, পরমধার্ম্মিক হংস-ধ্বজ, মহারাজ শৈনেয়, মহাবল হার্দ্দিক্য এবং অন্যান্য নর-পতিবর্গ কেহ পার্শ্বে, কেহ পশ্চাতে ও কেহ বা নিকটে যথাযোগ্য বিধানে আসীন রহিয়াছেন। দেখিলে, দেবরাজ ইন্দ্রের সভা মনে হয়; অথবা দশদিক্‌পালগণ একত্র সম-বেত হইয়াছেন,বোধ হয়। পিতৃভক্ত পরমপ্রাজ্ঞ প্রতাপশালী বভ্রুবাহন তদ্দর্শনে নিরতিশয় সম্ভ্রমসহকারে তৎক্ষণাৎ হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া, পরমহৃষ্ট চিত্তে পুটকিত পাণিকমলে নরপতিগণের সমক্ষে অর্জ্জুনের সমীপস্থ হইলেন এবং আনীত বস্তুজাত পিতৃদেবের পুরোভাগে স্থাপনপূর্ব্বক পরমপরিতুষ্ট হইয়া, স্বকীয় কেশজাল বিমোচন করিয়া, তদ্দারা তদীয় পদযুগল উত্তম রূপে পরিষ্কৃত করিলেন। ঐ সময়ে পরম-রূপবতী কুমারীগণ সমবেত হইয়া, রাশি রাশি পুষ্প ও মুক্তাফল চতুর্দ্দিকে বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, অর্জ্জুনকুমার পুনরায় পুলকিত হইয়া,সাশ্রু কণ্ঠে সসৈন্যে ধনঞ্জয়ের সমীপ-দেশে দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইলেন। অনন্তর পিতার চরণ-সমাসন্ন ও পুনরপি কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া, বিনয়গর্ভ মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, তাত! আমি আপনার আত্মজ, নাম বভ্রুবাহন; মহাভাগা উলূপী আমার পরিবর্দ্ধন ও পরমপূজনীয়া চিত্রাঙ্গদা আমারে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন। আমি না জানিয়া, এই যজ্ঞীয় তুরঙ্গম ধারণ করিয়া যে অপরাধ করিয়াছি, পুত্রবুদ্ধিতে তাহা মার্জ্জনা

করিয়া, নিজ অশ্ব গ্রহণ ও এই নিখিল রাজ্যসহিত আমারেও শাসন করুন। আমি আপনার নিতান্ত অনুগত ও একান্ত বশংবদ ভৃত্য ও পুত্র বভ্রুবাহন। ভৃত্যের উপর প্রভুর ও পুত্রের প্রতি পিতার যে সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে, আপনি অবাধে ও ইচ্ছানুসারে তাহা প্রদর্শনপূর্ব্বক শাসন করিয়া, আমাকে কৃতার্থ করুন। আমি বহুদিন পরে ভবদীয় পরম-পবিত্র পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার শুভ ফল অবশ্যই ফলিত হইবে। এই বলিয়া পিতৃপ্রাণ বভ্রু গলদশ্রু লোচনে পরম প্রীতি ও শ্রদ্ধাভরে, পুনরায় আমারে ক্ষমা করুন, বলিয়া, গদ্গদ বচনে অর্জ্জুনের পাদপ্রান্তে ভৃত্যসহিত পতিত হইলেন।

জৈমিনি কহিলেন, প্রদ্যুম্নপ্রমুখ অর্জ্জুনসৈনিকগণ এই ব্যাপার দর্শনে অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে পাণ্ডুবংশাবতংশ! আপনি কিজন্য পাদপতিত পুত্রকে সম্ভাষণ বা গ্রহণ করিতেছেন না? মৌনীর ন্যায় বসিয়া আছেন? সত্বর পুত্রকে ভূমি হইতে উত্থাপিত করুন। আপনার এই পুত্র পরমতেজস্বী। দেখুন, ইহার রাজ্য ও রাজলক্ষ্মীরও সীমা নাই।

অর্জ্জুন তাঁহাদের এই কথায় জাতক্রোধ হইয়া, ভাবী বিনাশ চিন্তা করিয়া, ঘৃণাবিসর্জ্জনপূর্ব্বক সেই ঔরস-পুত্র বভ্রুর মস্তকে পদাঘাত ও পরে তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া, কহিলেন, রে কালকল্প! তোমার শরীরে ভয়সঞ্চার হইয়াছে। অতএব তুমি আমার ঔরসপুত্র নহ। বোধ হইতেছে, চিত্রাঙ্গদা বৈশ্যের ঔরসে তোমাকে প্রসব করিয়া

ছেন; পাণ্ডবের ঔরসে নহে। তুমি প্রথমে কিজন্য স্ব-পৌরুষে অশ্ব ধারণ করিয়াছিলে? এক্ষণে ভয়প্রযুক্ত বৈশ্যের ন্যায় অশ্বদানে উদ্যত হইয়াছ। তোমার ন্যায় ঈদৃশ ক্লীব-পৌরুষ অপর কোন পুত্র আমি উৎপাদন করি নাই। আমি যে পুত্রের জন্মদান করিয়াছি, সে মহাবুদ্ধি-পরাক্রম এবং কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও আমি, আমাদের সকলেরই পরম-প্রীতিভাজন। সুভদ্রা তাহার জননী। সেই আমার একমাত্র পুত্র, প্রকৃত ক্ষত্রিয় অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহার নাম করিলেও, শরীরলোমাঞ্চ হয়। সেই সুভদ্রা-নন্দন দ্রোণপ্রমুখ মহাবীরদিগকে সংগ্রামে বিমুখ ও দুরন্ত চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া, ধর্ম্মনন্দনকে রক্ষা করিয়াছিল। ফলতঃ সুভদ্রানন্দন সিংহ; তুমি শৃগাল। রে মূঢ়! আমি শর-পরম্পরা প্রয়োগ করিয়া, তোমার সৈন্যদিগকে ভূপাতিত অথবা তোমার হৃদয়ও বিদ্ধ করি নাই, তবে তুমি কিজন্য ভয় পাইয়াছ? তোমার মতিচ্ছন্ন হইয়াছে। অথবা, গন্ধর্ব্ব-রাজদুহিতা নর্ত্তকী তোমার জননী। অতএব তুমি নটবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক রাজ্য, ধনু, রথ সমস্তই ত্যাগ করিয়া, প্রস্থান কর। এ সকল রাজচিহ্নে বা ক্ষত্রিয়লক্ষণে তোমার প্রয়োজন কি? রে দুষ্ট! ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে তোমার জীবনধারণ সুখপ্রদ হইবে না। অতএব তুমি কণ্ঠে মর্দ্দল বন্ধন করিয়া, নৃত্য করিতে আরম্ভ কর।

জৈমিনি কহিলেন, পিতা অর্জ্জুন যাহা বলিলেন, বভ্রু-বাহন সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। অনন্তর তিনি সরোষ হাস্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, তাত! আমি আপনার সমস্তই

ক্ষমা করিলাম, কেবল একটী ক্ষমা করিতে পারিলাম না। দেখুন, আপনি আমাকে বৈশ্যপুত্র মনে করিয়া, মদীয় জননাকে কলঙ্কিত করিলেন। বুঝিলাম, আপনার বুদ্ধি অতি সামান্য। আমি কিন্তু অদ্যই আপনার সন্দেহ নিরাকরণ করিব। হে ধনঞ্জয়! আমি যে ক্ষত্রিয়, তাহা আজি সাক্ষাতে দেখিতে পাইবেন। কুমারীগণ ও পুরবাসী মহাজনগণ সকলেই তোমরা নগরমধ্যে গমন কর। সৈনিকগণ তোমরা এই স্থানে থাকিয়া, অবলোকন কর, আমি এই অশ্ব বন্ধন করি। ধনঞ্জয় কি রূপে ইহার মোচন করেন, দেখিব। সুবুদ্ধিপ্রমুখ বীরগণ! তোমরা এক্ষণে সৈন্যদিগকে যথাবিধানে ব্যূহবদ্ধ করিয়া, আমার সহিত সাবধানে রণমধ্যে অবস্থান কর।

বীরগণ প্রভুবাক্যের বশংবদ হইয়া, অশ্বকে গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধ অনুষ্ঠান করিলে, কালরূপধৃক্ সেই সুবিপুল সৈন্য ব্যূহবদ্ধ অবস্থানপূর্ব্বক তুমুল শব্দ করিতে লাগিল। রাজন্! বভ্রুর সেই সৈন্যমণ্ডলী সুন্দর-চামরভূষিত, রুদ্রাক্ষবলয়ধারী, উৎকৃষ্ট রত্ন ও সুবর্ণে অলঙ্কৃত, সুচারুকুণ্ডলমণ্ডিত, শঙ্খাদি বিবিধ বাদিত্রনিস্বনে নিনাদিত এবং ঘণ্টা-কম্বলধারী অর্ব্বুদ গজ, সপ্তকোটি সুরম্য রথ, দুই অর্ব্বুদ অশ্ব ও তিন অর্ব্বুদ হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ পদাতি, এই সকলে শোভমান। এতদ্ভিন্ন, যুদ্ধকুশল সহস্র সহস্র মহাবীর ঐ সৈন্যের অন্তর্ভূক্ত। তাহারা পরস্পরের হিতসাধনে তৎপর ও সত্যব্রতপরায়ণ এবং প্রভুর জন্য প্রাণদানে সর্ব্বদাই সমুদ্যত। বভ্রুবাহন পরম যত্নে তাহাদের পোষণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে তিনি ক্ষণ-

বিলম্বব্যতিরেকে তাহাদিগকে উপস্থিত যুদ্ধে নিয়োজিত করিলেন। তাহারাও প্রভুর আদেশমাত্র অতিমাত্র অনুগৃহীত বোধ করিয়া, বিবিধ আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক ক্ষ্বেড়ন, কিলকিলানিস্বন, সিংহবৎ গভীর গর্জ্জন ও তর্জ্জনসহকারে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া, অনবরত বিপক্ষপক্ষ নিপাতিত করত, অর্জ্জুনের সাগরসদৃশ অপার বাহিনী বেষ্টন করিল।

এই রূপে উভয় পক্ষীয় সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, স্বয়ং বীরকেশরী বভ্রুবাহন যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইয়া, অনুরূপ দিব্য রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথ কাঞ্চনচিত্রিত, ত্রিভূমিক, উৎকৃষ্ট অস্ত্র শস্ত্রে পূর্ণ, মুক্তামালায় অলঙ্কৃত, লম্বমান উৎকৃষ্ট চামরে বিরাজমান, ময়ূর ও অশ্বলাঞ্ছিত পতাকায় সুশোভিত, শত শত কিঙ্কিণী পরিব্যাপ্ত এবং ইন্দ্রের রথকেও উপহসিত করিয়া থাকে। বভ্রুবাহন ঈদৃশ দিব্য রথে আরোহণ করিয়া, পিতাকে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া, পরুষ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, অর্জ্জুন! স্বীয় কোদণ্ড গ্রহণ করিয়া, মদীয় পৌরুষ অবলোকন কর। আমাকে সাক্ষাৎ রুদ্রের অংশ বলিয়া, অবগত হইবে। অদ্য কোন্ ব্যক্তি তোমায় পরিত্রাণ করিবে? এই দেখ, আমি পিতৃভাবে তোমার সান্নিধ্যে অশ্ব আনিয়াছি, সাধ্য থাকে, মোচন কর।

জৈমিনি কহিলেন, বীরবর বভ্রুবাহন রণমদে মত্ত হইয়া, পিতাকে যুদ্ধের জন্য বারংবার আহ্বান করত, এইপ্রকার অযথোচিত-বাক্যপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলে, দৈত্যনায়ক অনুশাল্ব একান্ত অসহমান হইয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখীন

হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে সুন্দর-পুঙ্খবিশিষ্ট সুশাণিত নয় শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে বভ্রুবাহন শত শত নারাচ নিক্ষেপ করিয়া, দৈত্যপতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন তিনি ক্ষিপ্রহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই নারাচসকল দ্বিখণ্ডিত করিলেন। পুনরায় বভ্রুবাহন শিলাসিত কোটি কোটি শর সন্ধান করিয়া, তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। শরাঘাতে উভয়েরই শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া, রুধিরধারায় পরিপ্লুত হইলে, কুসুমিতকিংশুক বৃক্ষযুগলের ন্যায়, তাঁহাদের শোভা হইল। তাঁহাদের শরপরম্পরায় সমুদায় আকাশ নিরাকাশ হইলে, দেবগণ তথা হইতে অপসৃত হইলেন। তাঁহারা পরস্পর বধৈষী হইয়া, প্রাবৃটকালীন দুই পয়োধরের ন্যায়, অনবরত শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বীরকেশরী বভ্রুবাহন বাণচতুষ্টয়ে অনুশাল্বের অশ্ব, পঞ্চম বাণে সারথি, সপ্তম বাণে ধ্বজ, ষষ্ঠ বাণে পতাকা, অষ্টম বাণে ধনু ও নবম বাণে রথচক্ররক্ষী পুরুষদিগকে ছেদন করিয়া, সুবর্ণপুঙ্খ দশম বাণে তাঁহাকে গাঢ়তর বিদ্ধ করিলেন। অনুশাল্ব তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় রথে আরোহণ ও অপর মহৎ ধনু গ্রহণ করিয়া, শর সমূহ সন্ধান করত অর্জ্জুননন্দনের রথ বিনাশ ও শরীর ক্ষত বিক্ষত করিলেন। তখন বভ্রুবাহন পুনরায় ক্রোধপূরীত হইয়া, দৈত্যাধিপকে রথহীন ও সারথিহীন করিয়া, অনবরত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনুশাল্ব নিরুপায় ভাবিয়া, গুর্ব্বী গদা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করিলেন; কিন্তু অর্জ্জুননন্দন অর্দ্ধপথেই তাহা ছেদন করিয়া, সহস্র সহস্র শরে দৈত্যপতিকে নিরস্তি-

শয় প্রহার করিলে, তিনি সেই আঘাতে অভিভূতও মূর্চ্ছিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ ধরাতল আশ্রয় করিলেন।

দৈত্যপতিকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, মহাবল প্রদ্যুম্ন তৎক্ষণাৎ যুদ্ধমানসে তথায় সমাগত হইলেন এবং তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া, শর ও পরুষ বাক্যে বভ্রুকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সুবর্ণপুঙ্খ দশ শরে বভ্রুবাহনকে বিদ্ধ করিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, অযুতশরপ্রয়োগপুরঃসর প্রদ্যুম্নকে অনঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। প্রদ্যুম্ন পূর্ব্বজন্মে যেমন অনঙ্গ ছিলেন, বর্ত্তমানেও সেইরূপ অনঙ্গ হইলেন। অধিকন্তু এই প্রদ্যুম্ন অনঙ্গ অবস্থায় হৃদয় বিদ্ধ করিলে, লোকে যেমন কার্য্যাকার্য্যবিমূঢ় হইয়া থাকে, অর্জ্জুননন্দনের শরপরম্পরায় অভিভূত হইয়া, ইহারা নিজেরও তেমনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞান শূন্য হইয়া গেল। এই অবসরে মহামতি বভ্রুবাহন সর্ব্বকায়বিদারণ সুতীক্ষ্ণ শরসমূহে ধনঞ্জয়ের চতুরঙ্গিণী সেনা মথিত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কৃষ্ণনন্দন পুনরায় তাঁহাকে সসৈন্যে বাণবিদ্ধ করিয়া, রণস্থলস্থিত ব্যক্তি-মাত্রকেই মোহিত করিলেন। মদমত্ত মাতঙ্গগণ কামবাণে প্রপীড়িত হইয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সমরাঙ্গণে পতিত হইল। এবিষয়ে বৈচিত্র কি? তাহাদের কম্বল বিকীর্ণ ও কুম্ভ বিদীর্ণ হইয়া গেল। হে নৃপ! রাজকুম্ভ বিদীর্ণ হইলে, তন্মধ্যবর্ত্তী রমণীয় মুক্তাফল সকল রণস্থলীর চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। যক্ষরমণীরা হর্ষিত হইয়া সেই সকল সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাতে হার প্রস্তুত করিয়া, স্ব স্ব যৌবনশোভা সম্পাদন এবং নক্সুও গ্রহণ করিয়া,

সহাস্য আস্যে তদ্দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। চতুঃষষ্টি যোগিনী সমবেত হইয়া, নৃত্য করিতে করিতে গজমুণ্ড সকল পরস্পর প্রক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। এই ব্যাপার নিরতিশয় বিস্ময়সমুদ্ভাবন করিল। স্বভাবতঃ শুষ্কদেহ বেতালগণ রাশি রাশি মেদ ও মাংস ভক্ষণ করিয়া, স্ব স্ব শরীর পুষ্টি করিতে লাগিল। ভৈরবগণ অশ্ব, গজ, মনুষ্য, গর্দ্দভ ও করভ সকলের মুণ্ড গ্রহণ করিয়া, ঊর্দ্ধে ক্ষেপণপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। যক্ষগণ কঙ্কাল ভক্ষণ ও পিশাচেরা রক্ত পান করিতে লাগিল। অনন্তর বেতাল, ভৈরব, যক্ষ ও পিশাচসমূহ একত্র হইয়া, হস্তীগণের অন্ত্রে রজ্জু, মনুষ্যগণের মুণ্ডে চরণে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা এবং অশ্বমুণ্ডের মৃদঙ্গ করিয়া, রুধির পান করত বাদ্যোদ্যমে প্রবৃত্ত হইলে, দশদিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। হে নৃপসত্তম! বেতালসকল গজমুণ্ড গ্রহণ করিয়া, মুখমারুতে পরিপূরণ পূর্ব্বক কাহলাবৎ বাজাইতে লাগিল। কেহ বা গজকর্ণ গ্রহণ করিয়া, তাহাতে ঝর্ঝরি প্রস্তুত করিয়া লইল। কেহ বা করভগণের মাংসহীন গ্রীবায় বীণা নির্ম্মাণ করিল এবং কেহ বা অশ্বগণের গ্রীবাহীন মেদোনদ্ধ মুণ্ড গ্রহণ করিয়া, মৃদঙ্গবৎ বাজাইতে আরম্ভ করিল। হে রাজন্! ব্রহ্মগ্রহগণ বীরগণের ছিন্নশির সংগ্রহ করিয়া সকৌতুকে কন্তুকক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে কৃষ্ণপুত্র, প্রদ্যুম্ন যেখানে যেখানে সৈন্যসকল সংহার করিলেন, সেই সেই স্থানেই কোনরূপ শৈবালপূর্ণ শোণিতনদীসকল প্রবাহিত হইল। তাহাতে গজসকল মগ্ন ও অদৃশ্য হইয়া গেল। মনুষ্যের কথা আর কি

বলিব? বোধ হইল, যেন দ্বিতীয় বৈতরণী নদী প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! শ্বাপদগণ ঐ সকল শোণিত-নদীর তীরে মৃতদেহ আকর্ষণপূর্ব্বক তথায় পতিত নেত্রসমূহ ভক্ষণ করিয়া, আনন্দে শব্দ করিতে লাগিল। ভৈরবগণ তটদেশে মাংসকর্দ্দমময় দুর্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক কপালসকল লইয়া পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইল। প্রবলপরাক্রম প্রদ্যুম্ন যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, ভূত, প্রেত ও ভৈরবাদির এইরূপ ও অন্যরূপ বহুরূপ লোমহর্ষণ তুমুল কাণ্ড লক্ষিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে ভীরুগণের ভয় বর্দ্ধিত ও বীরগণের নির-তিশয় হর্ষোৎসাহ সমুদ্ভূত হইল। দেবগণ আকাশে থাকিয়া এই ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর প্রদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, দর্শন করিয়া, বীর বভ্রু-বাহন একবারে শত শত শর সন্ধান পুরঃসর অশ্ব, ধ্বজ, রথ ও সারথির সহিত তাঁহাকে আচ্ছন্ন ও মূর্চ্ছার বশতাপন্ন করিয়া, ভূপৃষ্ঠে নিপাতিত করিলেন এবং দ্বিগুণিত উৎসাহ সহকারে তাঁহার সৈন্যদিগকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। তিনি সুশাণিত সায়কসমূহ প্রয়োগ করিয়া, উপর্য্যুপরি মহাত্মা প্রদ্যুম্নের একবিংশতি রথ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই ব্যাপার নিরতিশয় বিস্ময় উদ্ভাবন করিল। অনন্তর মহাবীর প্রদ্যুম্ন চেতনা লাভ করিয়া, উত্থিত হইলে, পুনরায়

উভয়ে সমরক্ষেত্রে প্রবেশপূর্ব্বক পরস্পরের রথ ছেদন করিয়া, আকাশে পক্ষিদ্বয়ের ন্যায়, বহুবিধ মণ্ডলগতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং পরস্পর পরস্পরের শর-সকল ছেদন করিয়া, রণকেলিকৌতুকে মগ্ন হইলেন।

ঐ সময়ে বভ্রুবাহনের দারুণ আঘাতে প্রদ্যুম্নের মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল; কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ চৈতন্য লাভ করিয়া, ক্রোধভরে দারুণ গদা গ্রহণ ও মোচন করিলেন। বভ্রুবাহন ক্ষিপ্রহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক অর্দ্ধপথেই উহা ছেদন করিয়া, সতেজে পাঁচ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। রুক্মিণীনন্দনও তাঁহাকে বারংবার আঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই কৃতাস্ত্র ও দৃঢ়বিক্রম, উভয়েই সবিশেষ বীর্য্য ও পুরুষকারসম্পন্ন, উভয়েই অস্ত্র শস্ত্র বিশারদ ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী; পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করিয়া, কখনও পৃথিবীতে ও কখনও আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কেহ কাহাকে পরাজয় করিতে না পারিয়া, পরিশেষে পরস্পরের আঘাতে উভয়েই রণস্থলে পতিত হইলেন। অনন্তর বভ্রুবাহন উত্থিত হইয়াই দেখিলেন, প্রদ্যুম্ন অন্য রথে আরোহণ করিয়াছেন। তদ্দর্শনে তাঁহার রোষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি, অম্বরমধ্যস্থ মেঘের ন্যায়, শরধারা বর্ষণ করিয়া, ধনঞ্জয়ের সৈন্য নিঃশেষিত প্রায় করিলেন। তদীয় সায়কবর্ষে সর্ব্ব শরীর ছিন্ন ভিন্ন হইলে, পর্ব্বতের ন্যায়, যোধগণের তত্তৎ অঙ্গ হইতে গৈরিক ধাতুরসের ন্যায় রুধিরধারা প্রবাহিত হইল এবং শত শত ও সহস্র সহস্র কবন্ধ সমুত্থিত হইয়া ছিন্ন পতিত মস্তকসকল গ্রহণ করিয়া.

ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, যাহারা প্রকৃত বীর, তাঁহারা রতি সংসারে যুবতীর সুকোমল নখাঘাতের ন্যায়, শরাঘাতে কিছুমাত্র ব্যথিত হইল না।

হে নৃপসত্তম! বভ্রুবাহনের শরে অভিহত হইয়া, যে যেখানে, সে সেইখানেই পতিত হইল। তাহাদের কাহারও হস্তে বিস্তৃত চর্ম্ম, কাহারও হস্তে সুবিপুল করপত্র, কাহারও হস্তে খরতর পরশু, কাহারও হস্তে গদা এবং কাহারও হস্তে মুষল। কেহ শক্তি, কেহ পরশ্বধ, কেহ ভুষুণ্ডি, কেহ প্রাস, কেহ শূল, কেহ শেল, কেহ ভিন্দিপাল, কেহ যষ্টি, কেহ অঙ্কুশ, কেহ কুন্ত ও কেহ বা পরশু হস্তে পতিত হইল। ফলতঃ, অর্জ্জুননন্দন অস্ত্রধারীমাত্রকেই সংহার করিলেন। তাঁহার বীরদর্পে মেদিনী পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি সতেজে ও সবেগে আরোহী, অঙ্কুশ ও ঘণ্টাদির সহিত উৎকৃষ্ট মাতঙ্গদিগকে বিদলিত করিয়া, বারংবার গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তদীয় শর সকল নিমেষমধ্যেই অশ্ব, গজ, রথ ও পদাতিদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, দূরে গমন করিতে আরম্ভ করিল, কদাচ স্থির হইয়া রহিল না। অরণ্যমধ্যে প্রজ্বলিত বহ্নি যেমন, যেখানে তৃণরাশি, সেইখানেই প্রসৃত হয়, তাঁহার শর সকলও সেইরূপ, যেখানে ভূরি ভূরি সৈন্য, সেই খানেই ধাবমান হইতে লাগিল।

এই রূপে অর্জ্জুনের সৈন্যসকল নিঃশেষিতপ্রায় হইলে, অনুশাল্ব পুনরায় যুদ্ধ নিমিত্ত তথায় সমাগত হইল। তদ্দর্শনে মীনকেতন প্রদ্যুম্ন, সুধন্বা, যৌবনাশ্ব, হংসধ্বজ ও মেঘবর্ণ

ইহাঁরাও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সকলে সমবেত হইয়াও, একাকী বভ্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে পারিলেন না। অর্জ্জুনতনয় নির্ভীকচিত্তে পাঁচ পাঁচ বাণে তাঁহাদের প্রত্যেককেই রথহীন, অশ্বহীন, গজহীন, ছত্রহীন, চামরহীন, ভূষণহীন এবং কেতনহীন করিলেন। অন্যান্যেরা তদীয় কনকপুঙ্খ শরপরম্পরায় ক্ষতবিক্ষত ও মৃতপ্রায় হইয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও ধাবন করত, পলায়ন করিতে লাগিল। রণভূমি শূন্যপ্রায় হইল। কোন কোন ব্যক্তি ভয়ে অভিভূত হইয়া, অন্ত্রহীন গজকলেবরের অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক আপনাকে যেইমাত্র সুখী বোধ করিল, সেইমাত্র, প্রকাণ্ডকায় গৃধ্র আসিয়া, খরনখরপ্রহারপুরঃসর তাহার নেত্রদ্বয় উৎপাটন করিয়া লইল। কোন ব্যক্তি শত্রুকর্ত্তৃক নিহত হইলে, শিবাসকল তাহাকে লইয়া গিয়া, নখাঘাতে তাহার স্তন-কুঙ্কুম-মণ্ডিত সরাগ হৃদয় ছিন্ন করিয়া ফেলিল। দেবতারা এই ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে কোন সুরাঙ্গনা তৎক্ষণাৎ ধরাতলে অবতরণ ও তাহাকে পতিত্বে বরণ পূর্ব্বক বিমানে আরোপিত করিয়া, স্বর্গে লইয়া যাইবার সময় সহাস্য আস্যে কহিতে লাগিল, নাথ! অবলোকন কর, পৃথিবীতে শৃগালী তোমার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছিল। কিন্তু আমি অধুনা তোমাকে পতিভাবে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি। কেহ কেহ অবলোকন করিল, তাহার এক দেহ শরপরম্পরায় ক্ষতবিক্ষত বা ছিন্নভিন্ন হইয়া, গজদেহে লম্বমান হইতেছে এবং দ্বিতীয় দেহ দিব্য রমণীগণে অলঙ্কৃত হইয়া, মনোহর দোলায় দোদুল্যমান হইতেছে। কেহ কেহ সুখময় স্বর্গে

সুরসুন্দরীগণের সুকুমার বাহুপাশে সুন্দররূপে সংযত হইয়া, সহর্ষে সংগ্রামস্থিত সুভীষণ বরুণপাশ স্মরণ করিতে লাগিল। কোন কোন বীর নয়নগোচর করিল, সংগ্রামপতিত স্বীয় কলেবর এক দিকে মদমত্ত মাতঙ্গগণের মদধারায় পরিপ্লুত এবং অন্য দিকে স্বর্গীয়-বিমানচারিণী প্রিয়তমা সুরকামিনীর বক্তুমদে অভিষিক্ত হইতেছে। এই সকল ঘটনা নিরতিশয় বিস্ময় সমুদ্ভাবিত করিল।

তৎকালে অর্জ্জুনতনয় বভ্রুবাহন এইপ্রকার যুদ্ধ করিয়া, ধনঞ্জয়ের সৈন্যসকল হত, ভগ্ন ও নিপাতিত করিলেন এবং হস্তী অশ্ব প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ সৈন্য গ্রহণ পূর্ব্বক, সহর্ষে বাণ-বিমোহিত বীরদিগকেও স্বীয় নগরে লইয়া গেলেন। তিনি অর্জ্জুনের গজসকল আপনার হস্তিশালায়, অশ্বসকল মন্দুরায়, এবং রথসকলও যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। প্রদ্যুম্নপ্রভৃতি বীরগণ তদীয় শরবৃষ্টিতে এক বারেই মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, পূর্ব্বে অশ্বমেধযজ্ঞ উপলক্ষে কুশ ও রামের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, অর্জ্জুন ও বভ্রুবাহনের সেইরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! রাম কি রূপে নিজ পুত্র কুশকে রাশি রাশি শরবৃষ্টিতে সমাচ্ছন্ন এবং কুশই বা কি রূপে তাঁহাকে পরাজয় করিয়াছিলেন? রাম কি তাঁহাকে

আপনার পুত্র বলিয়া জানিতে পারেন নাই? আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সবিস্তার কীর্ত্তন করুন।

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! আমি বিস্তারপূর্ব্বক মহাবাহু মহাত্মা রামের প্রশস্ত চরিত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। দুরাত্মা দশানন, মহাবল কুম্ভকর্ণ ও প্রবলপ্রতাপ মেঘনাদ নিহত হইল, অন্যান্য রাক্ষসগণ সবংশে শমনসদন আশ্রয় করিল এবং পরমধার্ম্মিক বিভীষণ লঙ্কারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ও সাধ্বী সতী দেবী সীতা, অগ্নিমুখে সকলের সমক্ষে সর্ব্বথা শুদ্ধিসম্পন্ন হইলেন। এই রূপে লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত হইলে, শ্রীমান্ রঘুনন্দন রাম পুষ্পকরথারোহণে স্বপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মহাত্মা লক্ষ্মণ, মহামতি বিভীষণ, বীরবর পবননন্দন ও অন্যান্য লঙ্কাসমরসহায় বানরগণ সকলেই তাঁহার অনুগমন করিলেন। তিনি অযোধ্যায় প্রবেশ করিলে, বশিষ্ঠপ্রমুখ মহর্ষিগণ তদীয় কল্যাণকামনায় মঙ্গলসূক্ত পাঠ করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। তদ্দর্শনে দাশরথি রথ হইতে অবরোহণ করিয়া, ভক্তিভরে সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম ও বন্দনাদি করিলেন। সীতা ও লক্ষ্মণও তাঁহাদিগের নমস্কারবিধি যথাবিধি সমাধা করিলেন।

অনন্তর রাজীবলোচন রঘুনন্দন রাম ভরত ও শত্রুঘ্নকে পুরস্কৃত করিয়া, যথাক্রমে জননী কৈকেয়ী ও সুমিত্রার পাদবন্দন করিলেন। যুগপৎ গভীর দুঃখ ও প্রগাঢ় লজ্জায় কৈকেয়ীর মুখ মলিন ও অবনত হইয়া গেল এবং দরদরিত ধারায় অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল। রঘুনন্দন তাঁহাকে মৃদু কোমল মধুর বাক্যে সবিশেষ সান্ত্বনা করিয়া,

স্বীয় জননী তপস্বিনী কোশলরাজনন্দিনীর পাদবন্দনার্থ সমাগত হইলেন। পুত্রশোক ও স্বামীশোক, উভয় শোকে কৌশল্যার শরীর মলিন ও নিরতিশয় কৃশভাবাপন্না হইয়াছিল। তদবস্থায় তিনি সর্ব্বদাই রামকে দেখিবার জন্য উৎসুক এবং অনবরত রামেরই ধ্যানে মগ্ন; তদ্ব্যতীত আর তাঁহার অন্য চিন্তা নাই। সহসা স্বপ্নলব্ধের ন্যায়, রামকে দর্শন করিয়া, তাঁহার হর্ষপারাবার উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। রাম নিকটে মা আসিতেই তিনি ব্যাকুলা হইয়া, বৎসদর্শনে বৎসলা গাভীর ন্যায়, অগ্রেই দ্রুতপদ সঞ্চারে তাঁহাকে গিয়া আলিঙ্গন করিলেন। অকৃত্রিম প্রেম, প্রীতিভরে বারংবার গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়াও, তাঁহার পরিতৃপ্তি হইল না। পৌর্ণমাসী-শশধর-সন্দর্শনে সরিৎপতির সলিলরাশি যেরূপ সমুচ্ছলিত হইয়া উঠে,সেইরূপ রামদর্শনে প্রীতির প্রবাহ শত মুখে উচ্ছলিত হইলে, কৌশল্যার নয়নযুগলদরদরিত ধারায় অনর্গল অশ্রুসলিল বিনির্গলিত হইয়া,রামের সর্ব্বশরীর একবারেইসমাচ্ছন্ন করিল। এইরূপে দুর্ভর বাষ্পভরের উত্তরোত্তর আবির্ভাব ও প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত যুগপৎ কণ্ঠ ও নয়নদ্বার উভয়ই রুদ্ধ হইয়া আসিলে, পুত্রবৎসলা কৌশল্যা ক্ষণকাল মূকের ন্যায় ও অন্ধের ন্যায়, কিছু বলিতে বা কিছু দেখিতে পাইলেন না। ঐ সময়ে পুত্রের সুকোমল শরীরে তদীয় সুকুমার করাগ্র পতিত হওয়াতে, বিপক্ষের শরাঘাতজনিত শুষ্ক ব্রণপরম্পরা প্রতীতি করিয়া, তাঁহার দৃষ্টির দ্বার সহসা উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। তখন তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে বহুস্নেহসহকারে তৎসমস্ত ধীরে ধীরে কর দ্বারা

পরামর্ষণপূর্ব্বক মৃদুবাক্যে কহিতে লাগিলেন, বশিষ্ঠ-প্রমুখ সত্যবাদী মহর্ষিগণ বলিয়া থাকেন, রাম! তোমার ছেদ নাই, ভেদ নাই ও ক্লেদ নাই। কিন্তু তাঁহাদের কথা ইদানী বৃথা বলিয়া বোধ হইতেছে। দেখ, তুমি শত্রুর শরে সর্ব্বথা ছিন্ন ভিন্ন ও ব্রণপরম্পরায় আচ্ছন্ন হইয়াছ। আহা, রাম! তুমি যদি পাপীয়সী কৌশল্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ না করিতে, তাহা হইলে, তোমায় রাজার পুত্র হইয়া, নিতান্ত দরিদ্র বালকের ন্যায়, ঈদৃশ দুর্ব্বিষহ ক্লেশরাশি ভোগ করিতে হইত না! বৎস! কোন কোন মহর্ষি তোমায় শিবভক্ত বলিয়া থাকেন। সেইজন্য তুমি স্বীয় শরীরে, বোধ হয়, বাণসকলকে স্থান প্রদান করিয়াছ।

যাহাহউক, পতিব্রতা পুত্রবৎসলা কৌশল্যা প্রিয়তম পুত্রের বিয়োগবশতঃ এতদিন যে দারুণ দুঃখভার বহন করিয়া, নিতান্ত ক্ষীণদেহ হইয়াছিলেন, পরমস্নেহনিধি প্রাণ-সম পুত্রের সুকোমল করে করস্পর্শ করিয়া, তৎক্ষণাৎ তৎসমস্ত এককালেই নিরাকৃত হইল। তিনি যেন মৃত শরীরে প্রাণলাভের ন্যায়, অপূর্ব্ব দশান্তর অনুভব করিয়া, পদে পদেই পৃথিবী হইতে স্বর্গের সোপানে আরোহণ করিতে লাগিলেন। রামজননীকে প্রফুল্ল দর্শন করিয়া, পরম প্রীতি-মান হইয়া, সহর্ষে ও সপ্রণয়ে নিরতিশয় ভক্তিভরে অবনত-মস্তকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে অভিবাদনাদি করিয়া, ভ্রাতৃগণের সহিত অযোধ্যায় বাস ও পরমসমৃদ্ধিসম্পন্ন পৈতৃকরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সবিশেষ সমীক্ষকারিতাসহকৃত পালনগুণে সমগ্র

পৃথিবী অনতিকালমধ্যেই সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। প্রজালোকের কোন অসুখ রহিল না। ব্রাহ্মণগণ বেদমাত্র উপজীবী হইলেন। বৎস সকল আকণ্ঠ দুগ্ধ পান করিয়া, পরম পরিতৃপ্ত হইয়া, নিবৃত্ত না হইলে, গোপালগণ কোন মতেই দোহন করে না। গাভী সকল ঘটের ন্যায়, ওধঃ-শালিনী হইয়া, প্রচুর পরিমাণে সুস্বাদ ও সুপুষ্টি ক্ষীর ক্ষারণ করিতে লাগিল। বৃক্ষ ও লতা সকল নিত্য পুষ্পফলসম্পন্ন হইয়া উঠিল। ওষধি সকল যথাকালে অভীষ্ট ফল প্রসব করিতে লাগিল। দেবরাজ কুশীবলের অভিলাষানুরূপ পর্য্যাপ্ত বারি বর্ষণে প্রবৃত্ত ও বসুমতী সর্ব্বপ্রকার শস্যসম্পদে ভূষিতা হইলেন। সরিদ্বরা সরযূর সমুদায় তটভাগ যাজ্ঞিক-গণের সুসম্পন্ন যূপস্তম্ভের অবিরল সন্নিবেশবশতঃ স্থানশূন্য হইয়া গেল। সমুদায় প্রজালোক নিত্য উৎসব ও আনন্দ-ময় হইয়া উঠিল। এই রূপে রাজীবলোচন রাম আত্মানু-রূপ গুণগ্রামভূষিত ভ্রাতৃত্রয়ে পরিবারিত হইয়া, রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলে, বোধ হইল, যেন ধর্ম্ম অর্থ ও কামের সহিত সাক্ষাৎ অপবর্গ প্রাদুর্ভূত হইয়া, পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করিয়াছে।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, রঘুনন্দন রাম পূর্ব্বপুরুষ-প্রবর্ত্তিত মর্য্যাদার অনুসারী হইয়া, দশসহস্র বৎসর প্রজালোকের পালন করিলেন। এই দীর্ঘকালমধ্যেও সীতার গর্ভে তাঁহার

পুত্রোৎপত্তি হইল না। অনন্তর বহুবিধ পুণ্যানুষ্ঠানসহায়ে জানকী বৈষ্ণব নক্ষত্রে শুভ গর্ভ ধারণ করিয়া, মাসচতুষ্টয় অতিবাহিত করিলে,প্রজাবৎসল রাম পঞ্চম মাসের সমাগমে, একদা রজনীযোগে স্বপ্নে দেখিলেন, সীতা ভাগীরথীর তটভূমি আশ্রয় করিয়া, অনাথার ন্যায়, ঊর্দ্ধশ্বাসে বিলাপ এবং লক্ষ্মণ তাঁহাকে একাকিনী তথায় বর্জ্জন করিয়া, অযোধ্যাভিমুখে বিষণ্ণ বদনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। এইপ্রকার স্বপ্ন দর্শন করিয়া, তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, বশিষ্ঠ মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমি অদ্য স্বপ্ন দেখিয়াছি, জানকী একাকিনী ভাগীরথীতটে আসীনা হইয়া, রোদন ও বিলাপ করিতেছেন। অতএব ব্রহ্মন্! আপনি কালবিলম্বপরিহারপূর্ব্বক পুণ্যক্ষেত্রে শু শুভদিনে জানকীর গর্ভবিঘ্নশান্তির নিমিত্ত পুংসবনক্রিয়া সমাধান করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! কৃষ্ণপক্ষ অতীত হউক। শুভ শুক্ল পক্ষে পুষ্যানক্ষত্রে পঞ্চমী তিথির সমাগমে পুংসবন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা যাইবে। হে মহাবাহো! যতদিন না ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়, ততদিন বিপ্রগণের তৃপ্তিবিধানে প্রবৃত্ত হউন।

মহর্ষির কথা শুনিয়া, রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! আগামী শুক্ল-পঞ্চমীতে সীতার পুংসবন ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে। অতএব তুমি সত্বর স্বয়ং গমন করিয়া, রাজর্ষি জনক ও মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে অন্যান্য ঋষিগণের সহিত আনয়ন কব। লক্ষ্মণ যে আজ্ঞা বলিযা, নমস্কার করিয়া, প্রস্থান

করিলেন। অনন্তর মহাবাহু রাম শিল্পীদিগকে আহ্বান করিয়া, প্রস্তাবিত ক্রিয়ার উপযোগী, দীর্ঘেপ্রস্থে গব্যূতিত্রয়পরিমাণ মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইলেন। মণ্ডপ নির্ম্মিত হইলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ শাস্ত্রোক্ত বিধানে পরমসুন্দর স্থণ্ডিল, উডুম্বর ফলের মালা ও পীঠ, সূত্রবেষ্টন এবং চতুরস্র বল্লকী, এই সকল কৃতাঙ্গ কল্পনা করিলেন।

এই অবসরে লক্ষ্মণ রাজর্ষি জনক ও পরমর্ষি বিশ্বামিত্র উভয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া সমাগত হইলেন এবং রামকে কহিলেন, বিশ্বামিত্র ও জনক আগমন করিয়াছেন। যথাবিধি অর্ঘ্যাদি দ্বারা ইহাঁদের পূজাবিধি সমাপন করুন। রাম লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া, ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে উভয়কে প্রণাম ও অর্ঘ্যাদি প্রদানপুরঃসর সমুচিত পূজা করিলেন।

এদিকে শুভ মুহূর্ত্ত সমুপস্থিত হইলে, বশিষ্ঠ মহাশয় সমুচিত অবসরে রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি সীতার সহিত স্নানাদি ক্রিয়া সমাধান করিয়া, ভ্রাতা ও মাতৃবর্গে পরিবৃত হইয়া, যজ্ঞমণ্ডপে আগমন কর। রাম বশিষ্ঠের আদেশানুসারে সীতার সহিত সম্যক বিধানে স্নানাদি করিয়া, মণ্ডপে সমাগত হইলেন। বেদবিদ্, কর্ম্মকোবিদ, স্মৃতিজ্ঞ ও সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে গমন করাতে, তিনি নিরতিশয় বিরাজমান হইলেন।

অনন্তর বশিষ্ঠ মহোদয় রাম ও সীতাকে চতুষ্কমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া, প্রথমে যথাক্রমে তিলমিশ্রিত আজ্যাহুতি সহযোগে হোমচতুষ্টয় সমাধান করিলেন। পরে যথাশাস্ত্র ও যথাবিধি সীতার কেশপাশে কিঙ্কুবাজবিনির্ম্মিত দিব্য

মালার সহিত সুরুচির সূত্রবেষ্ট সমাক্ষিপ্ত করিলেন। জানকী সুকোমল কেশপাশে উল্লিখিত দিব্য মালা ধারণ করিয়া, নিরতিশয় বিরাজমান হইলেন। এই রূপে বিহিত বিধানে স্বস্ত্যয়ন সমাহিত হইলে, রঘুকুলধুরন্ধর দশকন্ধর-নিসূদন রাম সাতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়া, সমাগত ঋষি ও ব্রাহ্মণদিগকে পায়স শর্করাদি দ্বারা সবিশেষ পরিতৃপ্ত করিয়া, পরে অভিলাষানুরূপ বহুমূল্য বস্ত্র, অলঙ্কার, রথ, অশ্ব ও হস্তী প্রভৃতি প্রদান করিলেন। তাঁহার যেমন ধনরত্নাদির অভাব নাই, সেইরূপ সৎপাত্রে দানাদিরও কোন অংশে ন্যূনতা বা পরিহার নাই।

জৈমিনি কহিলেন, রাজর্ষি জনকও তৎকালে আপনার সমস্ত রাজ্যসমৃদ্ধি রামকে যথাবিধি দান করিয়া,মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে পুরস্কৃত করিয়া, বনবাসে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, একদা রাত্রিযোগে সীতার সহিত সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া, মহাভাগ রাম প্রিয়তমা সেই জনকদুহিতাকে প্রীতিভরে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে! তোমার কোন্ বস্তুতে কিরূপ দোহদ, বল।

স্বভাবতঃ সাতিশয় লজ্জাশীলা সীতা প্রিয়তমের এই কথায় বদন অবনত করিয়া, মৃদু বাক্যে কহিলেন, নাথ! তোমার প্রসাদে আমার সকল কামনাই পূর্ণ হইয়াছে; কোনরূপ বিষয় ভোগেরই অবশেষ নাই। পরন্তু, সরিদ্বরা ভাগীরথীর পরমমনোহর তীরভূমিতে বিচরণ করিতে সম্প্রতি আমার অভিলাষ জন্মিতেছে,যেখানে পরমপবিত্রস্বভাব ঋষিগণ

মহামূল্য দুকূলের ন্যায়, সামান্য অজিনও পরম সমাদরে পরিধান করিয়া, স্ব স্ব অনুরূপগুণবিশিষ্ট পত্নীগণের সমভিব্যাহারে দেবলোকে দেবতার ন্যায়, সর্ব্বদা বিচরণ করেন।

রাম এই কথায় ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, অয়ি মুগ্ধে! চতুর্দ্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়াও, তোমার বনবাসপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি অথবা পরিতৃপ্তি হয় নাই? যাহাহউক, তোমার এই প্রথম দোহদ কোন মতেই নিষ্ফল করা বিধেয় হয় না। প্রাতঃকালেই তুমি ভাগীরথীতীর সন্দর্শন করিয়া সুখিনী হইবে, সন্দেহ নাই। রঘুকুলোদ্বহ রাম প্রিয়ার নিকট এইপ্রকার প্রতিশ্রুত হইয়া, তাঁহার সমভিব্যাহারে সুখে শয়ন করিলেন।

অনন্তর নিশীথ অতিক্রান্ত হইলে, তিনি আত্মবিষয়ে পুরবাসীদিগের পরীক্ষা জন্য যে সকল চর নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহারা একে একে সকলেই সমাগত হইয়া,তাঁহাকে নিবেদন করিল, বিভো! যেখানে যাই, সেইখানেই আপনার যশ, কীর্ত্তি ও প্রতাপের কথা সকলেরই মুখে শুনিতে পাই। ব্যক্তিমাত্রেই ঈশ্বরনির্ব্বিশেষে আপনারে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। সুতরাং আপনার কোন অংশে কোনরূপ কলঙ্ক থাকিলেও, কেহই, তাহা মুখে আনা দূরে থাক্, মনেও ধারণা করে না।

রাম এই কথা শুনিয়া, তাহাদের মধ্যে অন্যতর চরকে কহিলেন, তোমার ভয় নাই, তুমি সত্য বল, প্রজারা আমার, কিম্বা আমার ভার্য্যার ও মাতৃগণের অথবা ভ্রাতা সকলের কোন রূপ দুষ্কৃতি নির্দ্দেশ করে, কি, না?

সে ব্যক্তি সহাস্য আস্যে প্রত্যুত্তর করিল, রঘুনন্দন! আপনার দর্শনমাত্রেই সমুদায় দুষ্কৃত তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়। অতএব আপনার দুষ্কৃত থাকা নিতান্তই বিপরীত বোধ হয়। হে রঘূদ্বহ! আমরা স্বভাবতঃ পাপের আস্পদ; কিন্তু আপনাকে দর্শন করিবামাত্র, আমাদেরও পাপরাশি বিদূরিত হইয়া যায়। তথাপি, লোকের মুখ বন্ধ করিয়া রাখা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই জন্য তাহারা আপনার সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ দোষ ঘোষণা করিয়া থাকে। আমি এই নিশীথে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছি। পুরবাসী কোন রজকের ভার্য্যা কোন কার্য্য উপলক্ষে পিতৃবাসে গমন করিয়াছিল। তথায় ঘটনাক্রমে চারি দিন অতিবাহিত হওয়ায়, রজকীর পিতা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, আমি কন্যাকে এতদিন গৃহে রাখিয়া স্মৃতি-শাস্ত্রের বিরুদ্ধ আচরণ করিয়াছি। অতএব এই মুহূর্ত্তেই ইহাকে ভর্ত্তৃগৃহে রাখিয়া আসিব। রজক এই প্রকার চিন্তানন্তর ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, কন্যা সমভিব্যাহারে জামাতৃগৃহে গমন ও তথায় দুহিতাকে ন্যস্ত করিলে, জামাতা ক্রুদ্ধ হইয়া, সৃক্ক লেহন ও হস্ত উদ্যত করিয়া, কর্কশ বাক্যে কহিল, আপনারা আমাকে রাম মনে করিয়াছেন? দেখুন, জনকনন্দিনী একাকিনী রাক্ষসগৃহনিবাসিনী হইলেও, রাম তাঁহাকে পুনরায় গ্রহণ করিয়াছেন। অথবা, রাম রাজা, তিনি সকলই করিতে পারেন। আমি কিন্তু পারিব না। কেননা, তাঁহার ন্যায়, আমার ক্ষমতা নাই। হে রঘুনন্দন! সেই রজকই কেবল এই কথা বলিয়াছে। আর কাহারও এরূপ

বলিবার ক্ষমতা নাই। আমি নির্জ্জনে থাকিয়া, এই কথা শ্রবণ করিয়া, ভাবিতে লাগিলাম, রামের গুণের সীমা নাই। তিনি রাশি রাশি যজ্ঞীয় যূপ নিখাত করিয়া, ভাগীরথীর তটশোভা বর্দ্ধিত করিয়াছেন, পিতার বাক্যে রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিযাছেন, দুর্বৃত্ত দশস্কন্ধকে সবংশে ধ্বংস করিয়া লোকের রক্ষা করিয়াছেন এবং সংসারে তাঁহার তুল্যকক্ষ ব্যক্তি কোন স্থানে কোন কালে লক্ষিত হয় না। সেই সকল-লোক-শরণভূত মহাত্মা রামের প্রতিকূলে এই রূপে অনর্থক দোষোদ্‌ঘোষণা করা, ঐরূপ মূঢ়বুদ্ধি দুরাচার রজক ব্যতিরেকে আর কাহারও শোভা পায় না, অথবা আর কাহাতেও সম্ভব হয় না। রঘুনন্দন! ইত্যাকার নানাপ্রকার চিন্তানন্তর আমি আপনার গোচরে সমাগত হইয়াছি।

রাম দূতমুখে এই কথা শুনিয়া, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি সর্ব্বসমক্ষে যথাবিধানে জানকীকে অগ্নি-মুখে শুদ্ধ করিয়া লইয়াছি। তথাপি, লোকে অপবাদ করিয়া থাকে। অতএব সীতাকে ত্যাগ করিব কি, না? অনেকক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া, মনে মনেই কহিতে লাগি-লেন, শ্রোত্রিয় যেমন আচারপদ্ধতি পরিহার করে, আমি তেমনি মৃগশাবলোচনা চন্দ্রনিভাননা জনকদুহিতাকে কোন্ প্রাণে বিসর্জ্জন করিব! অথবা, কলিতে ব্রাহ্মণ যেমন বেদ পরিবর্জ্জন করেন, আমি তেমনি সীতাকে ত্যাগ করিব। বারংবার এইপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। সুনির্ম্মল সূর্য্যমণ্ডল সমুদিত ও সুশীতল প্রভাত-সমীর প্রবাহিত হইল।

জৈমিনি কহিলেন, ঐ সময়ে লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও ভরত ইহাঁরা রঘুনন্দন রামের দর্শনার্থ তথায় সমাগত হইলেন। দেখিলেন, তিনি বিষণ্ণ বদনে ব্যাকুল চিত্তে বসিয়া আছেন। তদ্দর্শনে তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন, আমরা বিলম্বে আসিয়াছি, বলিয়াই কি ইনি কুপিত হইয়াছেন? অথবা আমরা দান করি নাই কিম্বা ব্রাহ্মণগণের প্রাতঃকালীন অর্চ্চনা করি নাই, এই কারণেই, ইনি আমাদের প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন? অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ভ্রাতৃগণ পরস্পর এইপ্রকার মতবাদ প্রকাশ করিয়া, পরে রঘুনন্দন রামকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া, কহিতে লাগিলেন, রাম! আমরা সর্ব্বদাই ত্বদ্গতচিত্ত ও ত্বদ্গতকর্ম্মা। আপনারে দেখিবার জন্য নিরতিশয় উৎসুক হইয়া আসিয়াছি। কিজন্য আমাদিগকে অভিনন্দন করিতেছেন না?

রাম তাঁহাদের কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে বাক্যপ্রয়োগ করিলেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন,রাম রজনীযোগে চরমুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, তৎসমস্ত বর্ণনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, পাষণ্ড যেমন বেদের নিন্দা করে, লোকমধ্যে সীতার সেইরূপ কলঙ্কঘোষণা হইয়াছে। অতএব যোগী যেমন সংসারভয়ে ভীত হইয়া, মমতা পরিহার করেন, তদ্রূপ আমি লোকাপবাদভয়ে আক্রান্ত হইয়া, সীতাকে বর্জ্জন করিব। গৃহমধ্যে

সর্প প্রবেশ করিলে লোকের যেমন উদ্বেগ হয়, সীতার সহবাসে সম্প্রতি আমারও সেইরূপ উদ্বেগ হইয়াছে।

রামের এই বজ্র বিস্ফুর্জ্জিতবৎ অতি কঠোর কথা কর্ণগোচর করিয়া, তাঁহাদের তিন জনেরই কলেবর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ভরত রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাভাগ! লোকে বলিয়া থাকে, দয়া একমাত্র আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত। বিশেষতঃ দেবী জানকী সর্ব্বলোক-সমক্ষে অগ্নিমুখে আত্মশুদ্ধি বিধান করিয়াছেন। তৎকালে পিতৃদেব দশরথ আপনাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও কি আপনার স্মৃতিপথ পরিহার করিয়াছে? হুতাশন প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইয়া, শিখা পরম্পরায় গগণমণ্ডল আচ্ছন্ন করিলে এবং দেবী জানকী তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে, পিতৃদেব দশরথ বিমানে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক আপনাকে পবিত্র বাক্যে বলিতে লাগিলেন, বৎস রামচন্দ্র! এই জানকী সর্ব্বথা পতিরতা ও শুদ্ধস্বভাবা। ইহাঁর নির্ম্মল চরিত্রে আমাদের বংশ বিমনাকৃত হইয়াছে। যাঁহারা পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের সদ্গতি হয় না; কিন্তু পুত্রবধূ পতিব্রতা জানকীর শুদ্ধচারিত্র্য প্রভাবে আমাদের স্বর্গ বাস সাধিত হইয়াছে। পিতৃদেব দশরথের ইত্যাদি বচনপরম্পরা বোধ হয় আপনার স্মৃতিপদবী পরিহার করিয়াছে। তৎকালে ব্রহ্মাদি দেবগণও সীতার চরিত্র সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও স্মরণ করুন। ফলতঃ জানকী অগ্নিমুখে আত্মকলুষ নির্হরণ পূর্ব্বক, প্রফুল্ল সৎকলিকার ন্যায়, শুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছেন। তথাপি আপনি ইহাঁকে ত্যাগ করিতে কল্পনা করিয়াছেন।

জৈমিনি কহিলেন, ভরত এই প্রকার সদ্‌বাক্য প্রয়োগ করিলে, রাম প্রত্যুত্তর করিলেন, ভাই! তুমি যথার্থই বলিয়াছ, জনকনন্দিনী আত্মশুদ্ধি বিধান করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ব্বার লোকাপবাদ নরপতিগণের কীর্ত্তি বিনাশ করে। যাহাদের কোনরূপ সৎকীর্ত্তি নাই, তাহারা জীবন্মৃত, সন্দেহ কি? দেখ, মহারাজ! হরিশ্চন্দ্র ও নহুষ প্রভৃতি মহাভাগগণ একমাত্র যশঃপ্রভাবেই অদ্যাপি লোকমধ্যে পরিগণিত হয়েন। যে স্ত্রীর, পুত্র অথবা যে বান্ধব দ্বারা অপযশ ঘোষণা হয়, তাহাকে বিষদূষিত অন্নবৎ, তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিবে। শত শত সুবিখ্যাত মহীপতি কীর্ত্তির জন্য রাজ্য ও দেহ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন। এই জন্য, সর্প যেমন জীর্ণ ত্বক্‌ মোচন করে, আমিও তেমনি জানকীকে পরিহার করিব। অয়ি কৈকয়িনন্দন! যদি আমার জীবিতে তোমার বাসনা থাকে, তাহা হইলে, পুনরায় ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিও না।

অনন্তর লক্ষ্মণ জাতক্রোধ হইয়া, বাহু বিধূনিত করিয়া, কহিতে লাগিলেন, হে রঘূদ্বহ! আপনি সামান্য লোকাপবাদ ভয়ে ভীত হইয়া, সীতাকে ত্যাগ করিবেন? কোন্‌ ব্যক্তি ভার্য্যার সহিত কলহ করিয়া, জননীকে ত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু আপনি লোকমাতা সীতাকে সেইরূপে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যাহারা সীতার নির্ম্মল চরিত্রে দোষারোপ করে, তাহারা কে, আমি তাহাদিগকে বিনাশ করিব। হে রাম! পরমপবিত্র শ্রুতি যবনদূষিতা হইলেও, ব্রাহ্মণ কি তাহা ত্যাগ করিবেন, বিচার করিয়া দেখুন।

অনন্তর শত্রুঘ্ন রোগভরে কহিলেন, রাম! আপনি প্রাণ ত্যাগ করিবেন, একথা বৃথা বলিতেছেন। কেননা আপনার হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিয়া, সহস্র সহস্র ব্যক্তি অমর হইয়াছে। আপনিও প্রাণত্যাগ করিলে, অমর হইবেন। অথবা আপনি প্রাণত্যাগ করিলে, পতিলালসা সীতা স্বীয় পাতিব্রত্য গুণে আপনাকে জীবিত করিবেন।

শত্রুঘ্নের কথা শুনিয়া রাম ধীরে ধীরে কহিলেন, আমি অপবাদভয়ে ভীত হইয়া, আত্মাকে, এমন কি, তোমাকে ত্যাগ করিতে পারি, সীতার কথা কি বলিব?

জৈমিনি কহিলেন, রাম কিছুতেই বারণ না শুনিয়া, সীতাত্যাগে কৃতোদ্যম হইলে, ভরত ও শত্রুঘ্ন গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু রাম দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছিলেন, এই জন্য লক্ষ্মণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন না। তখন রাম লক্ষ্মণকে একাকী দর্শন করিয়া, ধীরে ধীরে কহিলেন, ভাই! যদি ভাগীরথীতীরে সীতাকে পরিত্যাগ করিতে তোমার অভিলাষ না হয়, তাহা হইলে কোনরূপ বিচার না করিয়াই অসিপ্রহারে আমার মস্তক ছেদন কর। সীতাকে পরিত্যাগ করিলে, তোমার কোনও দোষ হইবে না। ভাই! আমি তোমার চরণে নমস্কার করি, তুমি নদীতটে জানকীকে পরিহার কর।

রাম এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, লক্ষ্মণ লজ্জায় অবনত বদন হইয়া, আন্তরিক শ্রমবশতঃ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অগত্যা সারথিকে রথ আনিতে আদেশ করিলেন। যন্তা রথ আনয়ন করিলে, তিনি তাহাতে

আরোহণ করিয়া সীতার ভবনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। অশ্বগণ কষাঘাতমাত্র দ্রুতবেগে ধাবমান হইলে, তৎক্ষণাৎ রথ তথায় উপনীত হইল, তদ্দর্শনে সুমিত্রানন্দন তাহা হইতে অবতরণপূর্ব্বক সীতার ভবনে প্রবেশ ও তাঁহাকে নমস্কার করিলেন।

সীতা লক্ষ্মণকে অভিনন্দন করিয়া, বলিতে লাগিলেন, আমার যখন যাহা অভিলাষ হয়, রাজীবলোচন রাম তখনই তাহা পূরণ করিয়া থাকেন। আমি হাসিতে হাসিতে রাত্রিতে যাহা প্রার্থনা করিয়াছি, তিনি প্রাতঃকালেই তাহা প্রদান করিলেন। আমি জন্ম জন্ম যেন রামকেই স্বামী প্রাপ্ত হই। তোমার ন্যায় গুণের দেবরও যেন আমার জন্ম জন্ম সংঘটিত হয়। বৎস! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর; আমি ঋষি ও ঋষিপত্নীদিগকে প্রদানপূর্ব্বক অভ্যুদয় বৃদ্ধি নিমিত্ত বিবিধ বস্ত্রজাত গ্রহণ করিব।

রাজেন্দ্র! সীতা স্বভাবতঃ সাতিশয় মুগ্ধস্বভাবা। লক্ষ্মণের আকার প্রকার দর্শনে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। এই কারণে লক্ষ্মণ তাঁহার ঐ কথা শুনিয়া আপনাদের দারুণ দুরভিসন্ধির বিষয় চিন্তা করিয়া সাতিশয় মর্ম্মব্যথা অনুভব করিলেন। তিনি একে পরবশ তাহাতে তৎকালে ভ্রাতার বচনপাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন। এই জন্য জানকীর অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে অশ্রু মোচন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, সত্বর বস্ত্রাদি সংগ্রহ করুন।

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর জনকাত্মজা বিচিত্র দুকূল, মনোহর অজিন ও বিবিধ খাদ্যবস্তু এই সকল রাশি রাশি

সংগ্রহ করিয়া, রামচন্দ্রের মহামূল্য মণিখচিত পাদুকাযুগলের সহিত, রথোপরি স্থাপন করিলেন। এইরূপে অভিলষিত দ্রব্য সকল স্থাপনান্তে শ্বশ্রূদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ জন্য গমন করিলেন। তিনি প্রথমে রামজননী কৌশল্যাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভাগীরথীতটে বিহার করিবার নিমিত্ত আমার অভিলাষ হইয়াছে। এই দোহদ পরিপূরণ জন্য দেবর লক্ষ্মণ সমাগত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনার অনুমতি হইলেই, আমি অরণ্যে প্রস্থান করি।

কৌশল্যা কহিলেন, সীতে! তুমি বৃক্ষ কণ্টকপরিপূর্ণ অরণ্যে কিরূপে গমন করিতেছ? তোমার মুখকান্তি মলিন ও ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া যাইবে।

সীতা কহিলেন, আমার স্বামী বনবাসকালে সমুদায় কণ্টক মর্দ্দন করিয়াছেন। বিশেষতঃ, তিনি সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত এবং যুদ্ধে মৃতপতি ও কোটি কোটি বানরের প্রাণ দান করিয়াছেন। তাঁহার প্রসাদে এবং আপনার আশীর্ব্বাদে অরণ্যবাসে আমার কোন ক্লেশই হইবে না। রাম নাম জপ করিলে, আমার ওষ্ঠও শুষ্ক হইবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই এবং আমি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা অকপটে আপনার সেবা করিয়াছি। তৎপ্রভাবেও, আমার বনবাস, গৃহবাসের ন্যায়, সর্ব্বসুখকর হইবে, সন্দেহ নাই। এই বলিয়া জনকনন্দিনী কৌশল্যাকে প্রদক্ষিণ ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া কৈকেয়ী ও সুমিত্রাকে যথাক্রমে প্রণাম করিলেন। এবং তাঁহাদের অনুজ্ঞা লইয়া শৌর্য্যশালী লক্ষ্মণ যেখানে রথ সমভিব্যাহারে তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন, তথায়

সমাগত হইলেন। অনন্তর তিনি রথে অধিরোহণ করিলে, মহাভাগ লক্ষ্মণ সারথিকে আজ্ঞা করিলেন, অশ্বদিগকে কশাঘাতপূর্ব্বক সত্বর রথ চালাইয়া দাও। আর বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই।

জৈমিনি কহিলেন, সৌমিত্রীর কথা শুনিয়া, সারথি তাঁহাকে নিবেদন করিল, হে পুরুষোত্তম! আমি অশ্বগণের অভিপ্রায় যথাযথ অবগত আছি। ইহারা অনবরত ঘণ্টা কম্পিত করিয়াই যেন ইহাই বলিতে উদ্যত হইয়াছে যে, "আমরা যদি শীঘ্র গমন করি, তাহা হইলে আমাদের চরণ তাড়নে বসুমতী দুঃখিতা হইবেন এবং জননীর ক্লেশ দর্শনে দেবী জানকীও ক্লেশ অনুভব করিবেন। আমরা সংগ্রাম সময়েই এই প্রকার সবেগ গমন শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করি, কিন্তু ঈদৃশ কুৎসিত পথে তাদৃশ গমন নিতান্ত ঘৃণা ও জুগুপ্সা জনক।" হে ভরতানুজ! অশ্ব সকল মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিতেছে। তথাপি আমি আপনার আদেশে ইহাদিগকে সত্বর প্রেরণ করিব। আমার হস্ত লাঘব অবলোকন করুন। সারথি এই কথা কহিয়াই অশ্বগণের কন্ধরায়ে পাণিতলের আঘাত করিয়া রশ্মি গ্রহণ ও কশাসমুদ্যমনপূর্ব্বক উল্লিখিত তীব্রবেগ ঘোটকদিগকে প্রেরণ করিল।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, পদ্মনিভাননা জনকদুহিতা গমন করিতে লাগিলেন, দর্শন করিয়া, রাজধানী অযোধ্যাও দুঃখে অভিভূত হইয়া, বায়ুভরে আন্দোলিত ধ্বজপল্লব দ্বারা যেন তাঁহাকে বারণ করিতে লাগিল। জানকীও রথারোহণে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে বিবিধ ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্ত দর্শন করিলেন। শিবা সকল সম্মুখীন হইয়া, ঘোররবে চীৎকার আরম্ভ করিল। হরিণ সকল গমনপথ লঙ্ঘন করিয়া, ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। হে পুরুষর্ষভ! ঐ সময়ে তাঁহার দক্ষিণাক্ষি প্রস্ফুরিতা হইয়া উঠিল! তিনি এই সকল অলক্ষণ দর্শনে বিস্মিতা হইয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সৌম্য! অবলোকন কর, গোমায়ু ও মৃগগণ গমনপথ রোধ করিয়া অবস্থান ও ভয়সূচক শব্দ করিতেছে। কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন রামচন্দ্রের মঙ্গল হউক। তাঁহার বাহুবল ও পরমায়ুও বর্দ্ধিত হউক, তিনি সুতীক্ষ্ণ শায়ক প্রহারে সর্ব্বলোক ভয়ঙ্কর রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন। অতএব সর্ব্বতোভাবে ও সকলকালে তাঁহার নিরতিশয় কল্যাণ সমুদ্ভূত হউক। তিনি জনস্থানবাসী খর দূষণ ও ত্রিশিরাকে যমসদনে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব নিরাপদে রাজ্য করুন। তিনি বানরবল সহায়ে অগাধ সাগরেরও বন্ধন সাধন করিয়াছেন। এবং তাঁহার প্রসাদে ধার্ম্মিক বিভীষণ নিরাপদ হইয়াছেন। সেই অযোধ্যাপতি রাম সর্ব্বথা সুখী

হউন। লঙ্কার পতি ভুবনবিদিত মহাবল রাবণ ও কুম্ভকর্ণ সাক্ষাৎ পাপের অবতার। আমার স্বামী রামচন্দ্র তাহাদিগকে সুশাণিত শরে সংহার করিয়া, মন্দোদরীর নয়নসলিলে বিবিধ পাপে সন্তাপিত করিয়া লঙ্কানগরী সুশীতল করিয়া, আমার জন্য বীরবর পবননন্দনকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বজগতের সুখ সংবিধান করুন।

পতিপ্রাণা জানকী স্বামীর উদ্দেশে এইপ্রকার কল্যাণপরম্পরা কামনা করিতে করিতে, পরম পবিত্র সলিলশালিনী, সকলপাপনিবারিণী, গগনবিহারিণী জহ্নুনন্দিনীর তটদেশে সমাগত হইলেন। জম্বু, আম্র, বঞ্জুল, বট, অশ্বত্থ, খর্জ্জুর, পূট, কদলী, পনস, বেতস, দ্রাক্ষা, কেতক ও করবীর ইত্যাদি বৃক্ষপরম্পরার সান্নিধ্যযোগে ঐ তটভূমির নিরতিশয় শোভা হইয়াছে। হে রাজেন্দ্র! নির্ম্মল সলিল প্রবাহে সকল পাপ নির্হরণ করিয়া, সুরধুনী, রামচন্দ্রের মূর্ত্তিমতী কীর্ত্তির ন্যায়, বিরাজমান হইতেছেন, সন্দর্শন করিয়া, জনকনন্দিনী নিরতিশয় আহ্লাদিনী হইয়া, আপনার জন্ম সফল বোধ করিলেন।

লক্ষ্মণ গঙ্গাদর্শনমাত্র তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণ করিয়া,সীতার সহিত নাবিক সংযুক্ত নৌকায় আরোহণ করিলেন। অনন্তর উভয়ে অতীব ভীষণ পরপারে গমন করিয়া নৌকা হইতে তীরদেশে অবতীর্ণ হইলেন এবং সুপবিত্র সুরধুনীসলিলে যথাবিধি স্নান ও বস্ত্রপরিধান করিয়া, বনগহ্বরে গমন করিলেন। বট, অশ্বত্থ, খদির বদরী, অঙ্কোল পিয়াল, তীক্ষ্ণ কণ্টক কুশ, ঘনসন্নিবিষ্ট গোরক্ষ, নানাজাতীয় ক্রূর মৃগ ও বিহঙ্গম, এই সকলে ঐ বনভূমি পরিপূর্ণ! তথায়

কাক সকল জীর্ণবোধি ক্রমে উপবেশন করিয়া শব্দ এবং সর্পসকল কোটর মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক ফুৎকার করিতেছে। প্রকাণ্ডকায় মহিষ ও স্থূল দংষ্ট্র শূকরসমূহ ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। শার্দ্দূলগণ মৃগদিগকে ধরিবার জন্য, যোগির ন্যায়, নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে। বিড়াল সকল মূষিকবিলে সন্নিধানপূর্ব্বক শব্দ করিতেছে। তথাবিধ অরণ্য দর্শন করিয়া, সীতা রোমাঞ্চিতা হইলেন। বোধ হইল, যেন রামের কীর্ত্তি ও শ্রী কণ্টক বেষ্টিতা হইয়াছে। অনন্তর দেবী জানকী লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,সৌমিত্রে! মুনিগণের আশ্রম সমুদায়, অথবা পবিত্রবেশা পতিব্রতা ঋষিপত্নিগণ, কাহাকেও ত দেখিতে পাইতেছি না। মুঞ্জনির্ম্মিত মেখলা, কৃষ্ণ অজিন ও শিখাধারী দ্বাদশ বর্ষীয় ঋষিকুমারগণ অথবা বল্কলধারী মুনিগণ, ইহাঁরাও আমার নয়নগোচর হইতেছেন না। অয়ি ভরতানুজ! অগ্নিহোত্র সমুত্থিত ধূমলেখাও আমি দর্শন করিতেছি না। চতুর্দ্দিকে কেবল ইহাই দেখিতেছি যে, দাবানল তৃণকাষ্ঠ দহন করিয়া, সঞ্চরণ করিতেছে। এখানে বেদধ্বনির নামমাত্র নাই; পক্ষিগণের কোলাহলই কেবল কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছে। অথবা, যে ব্যক্তি রামকে ত্যাগ করে, সে কিরূপে বেদধ্বনি শুনিতে পাইবে? আমি ইচ্ছা করিয়া রঘুনন্দনকে ত্যাগ করিয়াছি। সেই জন্য মুনিপত্নী, মুনিপুত্র ও স্বয়ং মুনিগণ আমার দর্শনগোচর হইতেছেন না। যাহারা স্বভাবত পবিত্র, তাহারাই পবিত্র আশ্রমবাসীদিগকে দেখিতে পায়। আমি সকল পবিত্রতার আধার, রামে পরাঙ্মুখী হইয়া, যার পর

নাই অপবিত্রা হইয়াছি। সেই জন্য অগ্নিহোত্র বা বনবাসী-বর্গ, কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।'

জৈমিনি কহিলেন,লক্ষ্মণ সীতার এই সকল কথা শুনিয়া, অশ্রুরাশি মোচন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন বিহ্বল হইয়া গেল। ইন্দ্রিয় সকল ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল। তখন তিনি অধোদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া,অতিকষ্টে কহিলেন, জানকি! আশ্রম দূরে আছে; ধীরে ধীরে গমন করুন। রাম লোকাপবাদ ভয়ে ভীত হইয়া, আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন! দুরাচার আমি আপনাকে গহন বনে বিসর্জ্জন করিবার ভার পাইয়াছি। বিধাতা এই নরাধমের অদৃষ্টে ঈদৃশী নারকীবৃত্তি লিখিয়াছিলেন! নতুবা, আমায় এইরূপ সকললোকদোষাবহ জঘন্য দাসত্ব করিতে হইবে কেন?

সীতা এই কথা শুনিয়া, হতজ্ঞানা হইয়া, তৎক্ষণাৎ ধরাতল আশ্রয় করিলেন। বোধ হইল যেন, রোহিণী অম্বর-ভ্রষ্ট হইলেন; অথবা স্বর্গের লক্ষ্মী শাপবশে পৃথিবীতে তাদৃশ শোচনীয় বেশে অবতরণ করিলেন। কিংবা কোন পুণ্যবানের মূর্ত্তিমতী সুকৃতি যেন পাপের আঘাতে দিব্যলোক হইতে পতিত হইল। লক্ষ্মণ দর্শনমাত্র অতিমাত্র ত্রস্ত হইয়া, আস্তে ব্যস্তে এক হস্তে ছায়াবিধান ও অন্য হস্তে অশ্রু পরিমার্জ্জনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা বীজন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কহিতে লাগিলেন, আমি যদি কায়মনে আর্য্য রামের সেবা করিয়া থাকি, তাহা হইলে, সেই সুকৃত বলে আর্য্যা জানকী সত্বর পূর্ব্বের ন্যায়, সমুত্থিতা হউন।

এই কথা বলিতে বলিতে, জানকী চেতনা লাভ করিয়া, ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক লক্ষ্মণকে সম্মুখে দর্শন করিলেন এবং সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, সৌম্য! পূর্ব্বে জনস্থানে যেমন, এই গহন কাননে তেমন আমাকে ত্যাগ করিয়া, কিরূপে গমন করিবে? তুমি আমার দেবরবর্গের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও পূজ্যতম। পূর্ব্বে তুমি দণ্ডককাননে বিরাধের ক্রোড় হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছিলে, বিশুদ্ধ ফল, মূল ও সলিল সংগ্রহপূর্ব্বক আমার পরিচর্য্যা করিয়াছিলে এবং আমার জন্য বিচিত্র পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলে। লক্ষ্মণ! এক্ষণে তুমি পরিত্যাগ করিয়া গেলে, কোন্ ব্যক্তি আর সে সকলের সমাধান করিবে? দেখ, অরণ্য মধ্যে রাম আমার অগ্রে ও তুমি পশ্চাতে গমন করিবে। হায় কি কষ্ট! রাজীবলোচন রাজা রাম আমায় বিনা অপরাধে বিসর্জ্জন করিলেন। আমি কখনও মন ও বাক্য দ্বারাও তাঁহার কোনরূপ অপরাধ করি নাই। ত্বদীয় মনোরম চরণযুগল নিয়তই ধ্যান করিয়া থাকি। পরপুরুষ দর্শন করা দূরে থাক, মনেও তাহাদের ধারণা করি না। তাঁহার বদনমণ্ডল চন্দ্রমণ্ডলবৎ সুনির্ম্মল সৌন্দর্য্য সম্পন্ন, লোচনযুগল পদ্মপলাশসদৃশ আয়ত, দশনপংক্তি পরম সুন্দর, শ্মশ্রুরাজি সুকুমার, কুণ্ডলযুগল রত্ননির্ম্মিত, কিরীট বিবিধ মণিমুক্তায় ভূষিত। এই সকলে তাঁহার বদন শ্রীর সাতিশয় গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমি গহনকাননে পতিত হইয়া, কিরূপে তাহা দেখিতে পাইব? না দেখিলেই বা আমার প্রাণ কিরূপে দেহে অবস্থান করিবে? যদি মহা-

মতে! তিনিই বা আমাকে না দেখিয়া কিরূপে প্রাণ ধারণ করিবেন! তিনি যে আমায় অন্তরের সহিত ও প্রাণের সহিত স্নেহ ও মমতা করিতেন, তাহা আমি জানি। তাদৃশ সরল ও সুবিস্রব্ধ স্নেহ কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। অতএর তিনি যখন আমা বিনা তোমাকে দেখিবেন,তখন অবশ্যই দুঃসহ অনুতাপদহনে দগ্ধ হইয়া, তাঁহার মুখকমল মলিন ও শুষ্ক হইবে। আহা, আমি এমন হতভাগিনী ও পাপিয়সী যে, আমার জন্য তাঁহার সরল প্রাণে তাদৃশ গুরুতর আঘাত সংঘটিত হইবে, ইহা ভাবিলেও, আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া থাকে।

বৎস! যিনি মনোহর কাকপক্ষে অলঙ্কৃত ও তোমার সহিত মিলিত হইয়া, বিশ্বামিত্র সমভিব্যাহারে মিথিলায় আগমনপূর্ব্বক আমারে পত্নীত্বে বরণ করিবার অভিলাষে হরকোদণ্ড ভগ্ন করেন, আমার জন্য বানরগণেরও সহিত সখিতাস্থাপন করেন, আমার বিয়োগবশে একান্ত বিধুর হইয়া, বৃক্ষদিগকেও আলিঙ্গন করেন এবং আমার জন্য এইরূপ ও অন্যরূপ কত কি ক্লেশভার বহন করেন, সেই রাম সীতাকে ত্যাগ করিলেন। দৈবই এ বিষয়ের একমাত্র হেতু। আর আমি কি বলিব? তিনি আমার স্বামী। স্বামীর কল্যাণ প্রার্থনা করা স্ত্রীর সর্ব্বকাল অবশ্য করণীয়। অতএব তিনি আমাকে ত্যাগ করিয়া সর্ব্বথা সুখী হউন, ইহাই আমার একমাত্র কামনা। আমি আপনারই ভাগ্যদোষে বঞ্চিতা হইলাম। এবিষয়ে তাঁহার কোনরূপ দোষ নাই। লক্ষ্মণ! তুমি আমার শ্বশ্রূদিগকে অবশ্য বিজ্ঞাপন করিও যে, রাম

অকৃতাপরাধে গর্ভবতী জানিয়াও আমাকে বনে দিলেন। তজ্জন্য আমি অণুমাত্রও দুঃখিত বা ব্যথিত নহি। কেবল ইহাই আমার দুঃখ হইতেছে যে, রাম যখন জানিতে পারিবেন, আমি বিনা দোষে জানকীরে বনে দিয়াছি, তখন তাঁহার নিরতিশয় বিষাদ উপস্থিত হইবে, আপনারা সেই সময়ে সবিশেষ যত্নসহকারে প্রাণাধিক রামচন্দ্রের শোকাপনোদন করিবেন এবং আমাকেও হতভাগিনী বলিয়া এক বার স্মরণ করিবেন। আমি অধুনা আপনাদের চরণ চিন্তা করিতে করিতে অরণ্যে বাস ও বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

জানকী সেই ঘোর বিজন গহন মধ্যে উন্মত্তার ন্যায়, এবংবিধ বহুবিধ সকরুণ বিলাপ করিতে করিতে পুনরায় বিহ্বলচিত্তে লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌম্য! তুমি স্বভাবতঃ সাতিশয় দয়াশীল; রাম কিরূপে তোমাকে ঈদৃশ ঘোর নিষ্ঠুর কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন? ভ্রাতৃঘাতক কঠোরহৃদয় সুগ্রীব অথবা রাক্ষস বিভীষণ, এই উভয়ের অন্যতরকে এ বিষয়ে প্রেরণ করাই তাঁহার উচিত ছিল। তোমাকে বৃথা এই কার্য্যের ভার দেওয়া হইয়াছে। লক্ষ্মণ! তুমি গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক এবং পথিমধ্যেও তোমার যেন কোনরূপে অকল্যাণ না ঘটে। রাম কুপিত হইতে পারেন। অতএব তুমি সত্বর অযোধ্যায় গমন কর। বিধাতা আমার অদৃষ্টে যে বনবাস ঘটনা লিখিয়াছেন, আমি তাহা পালন করিতে রহিলাম। তুমি আর আমার বৃথা অপেক্ষা করিয়া কি করিবে?

লক্ষ্মণ স্বভাবতঃ সাতিশয় শান্ত ও আর্দ্রপ্রকৃতি। সুতরাং সীতার এই সকরুণ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহার মর্ম্মগ্রন্থি শিথিল হইয়া গেল। এবং নিরতিশয় দুঃখের আবির্ভাব হইল। সীতার দিকে আর মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিলেন না। তদবস্থায় অতিকষ্টে তাহাঁকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, গমনে উদ্যত হইয়া সান্ত্বপূর্ণ মধুরবাক্যে কহিলেন, মাতঃ! আমি দুরাচার, ভ্রাতার দুষ্ট আজ্ঞা পালন করিয়া, অধুনা প্রস্থান করিতেছি। বনদেবতারা এই বিজন বিপিন মধ্যে আপনাকে রক্ষা করুন! আপনার অলোকসামান্য পাতিব্রত্য ও অমানুষিক সচ্চারিত্র্যও ঐ বিষয়ে আপনার সহায় হউক। এবং আপনি গুরুজনের প্রতি যে অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন, সেই ভক্তি ও শ্রদ্ধাও আপনার রক্ষা করুন। ফলতঃ আপনার ন্যায় সতী পতিব্রতার রণে, বনে, শত্রুজনাগ্নি মধ্যে কুত্রাপি বিনাশ নাই। আপনি যেখানে থাকিবেন, নিজ গুণে সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকিবেন, সন্দেহ নাই। বলিতে কি, আপনাদের ন্যায় সতী সাধ্বীগণের যেখানে অধিষ্ঠান, সেই স্থানই স্বর্গ। অতএব এই গহন বিজন অরণ্য ভাবিয়া বিষণ্ণ হইবেন না। বরং অশেস জনপূর্ণ সুসমৃদ্ধ অযোধ্যানগরী এখন আপনার বিরহে ভীষণ বিজন অরণ্য হইল। কেননা, আপনি অযোধ্যার মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী ও সাক্ষাৎ সৌভাগ্য। হায়! আমি কেমন করিয়া সীতাশূন্য অযোধ্যায় প্রবেশ করিব! হায়! আমি কেন রামের ভ্রাতা হইয়া জন্মিয়াছিলাম! রঘুবংশ অপেক্ষা চণ্ডালবংশে আমার জন্ম হওয়া ভাল ছিল। দেবি! হতভাগ্য ও অধীন ভাবিয়া আমাকে

মার্জ্জনা করুন। এই কথা বলিতে বলিতে তদীয় নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল বিনির্গলিত হইয়া, তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিল। তিনি বিকার রোগ সমাক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় নিতান্ত বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। এবং চলৎশক্তি, বাক্-শক্তি ও দর্শনশক্তি শূন্য হইয়া পড়িলেন।

সীতা তাঁহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, কথঞ্চিৎ আত্মাকে সংবরণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, সৌম্য! তুমি সত্বর প্রস্থান কর। রাম আমাকে ইচ্ছা করিয়া বনে দেন নাই। অতএব তিনি আমার বিরহে নিতান্ত বিধুর হইয়া পড়িয়াছেন, সন্দেহ নাই। তুমি সত্বর প্রস্থান কর, তোমাকে দেখিলেও, অনেকাংশে তাঁহার শান্তি লাভ হইবে। পাপীয়সী আমি আর তাঁহাকে কি বলিয়া দিব! বৎস! তথাপি তুমি তাঁহাকে বলিও, আমি বনবাসিনী হইলাম বলিয়া কিছুমাত্র দুঃখিত নহি। অযোধ্যার কথা কি, স্বর্গও রাম বিনা আমার জীর্ণ অরণ্যবৎ প্রতীয়মান হয়। এই জন্য আমি অযোধ্যার অতুল সুখসম্পত্তি অনায়াসেই পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার সহিত বনচারিণী হইয়াছিলাম। যাহা হউক, তিনি আমায় বনে দিয়া ভালই করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় গুণবান্ স্বামী যে রমণীকে ত্যাগ করেন, সে যদি তৎক্ষণাৎ মরিতে না পারে, তাহা হইলে, নিজেই লোকালয় ত্যাগ করিয়া, ঘোর বিজন অরণ্যবান আশ্রয় করিবে। তবে ইহাই একমাত্র দুঃখ, আমি কোন অপরাধ করি নাই, এবং আসিবার সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। অথবা সাক্ষাৎ না হইয়া ভালই হইয়াছে। বলিতে বলিতে সীতার কণ্ঠরোধ

হইয়া আসিল এবং স্পন্দন শক্তিও রহিত হইল। তদবস্থায় তিনি কিয়ৎক্ষণ কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায়, দণ্ডায়মান রহিলেন।

অনন্তর অতিকষ্টে আপতিত মনোবেগ সংবরণ করিয়া, তিনি লক্ষ্মণকে বিদায় দিয়া কহিলেন, বৎস! সাবধানে গমন করিও এবং শ্বশ্রূদিগের সকলকে আমার প্রণাম জানাইও। রামের তেজ যতদিন মদীয় গর্ভে অবস্থান করিবে, ততদিন কোনমতে আমায় প্রাণ ধারণ করিতে হইবে। লক্ষ্মণ এই কথায় অতি কষ্টে প্রস্থান করিলে, সীতা, চিত্রিতার ন্যায় সর্ব্বথা নিশ্চলা হইয়া, তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ গতিবেগে ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিপথের অতীত হইলে, তিনি আর তাহাকে দেখিতে না পাইয়া, সহসা স্বর্গভ্রষ্টার ন্যায় ধরাতলে পতিতা হইলেন; জ্ঞান একবারেই লোপ পাইল। তদবস্থায় কিয়ৎকাল পৃথিবীবক্ষে শয়ন করিয়া রহিলেন।

এদিকে ধীমান্ লক্ষণ ভাগীরথী সলিলে অবগাহনাদি সমাধা করিয়া, অতিকষ্টে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মূর্চ্ছার অবসানে সংজ্ঞা লাভ হইলে, জানকী, যূথভ্রষ্টা মৃগীর ন্যায়, নিতান্ত ব্যাকুলা হইয়া, এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, হায়! বিধাতা কি পাপে আমায় বনবাসিনী করিলেন! আমি জনকের দুহিতা ও রামের বনিতা হইয়াও, নিতান্ত অনাথা হইলাম। জননি! তুমি কোথায়? বলিতে বলিতে তিনি মদমত্তার ন্যায়, স্খলিতপদে দ্রুতবেগে ধাবমান হইতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি যখন ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া, দিক্‌বিদিক্ সমুদায়ই শূন্য দেখিলেন, তখন ভয়ে বিহ্বল হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ এমন নিষ্ঠুর নহেন যে, আমাকে ঈদৃশ ভয়াবহ প্রদেশে একাকিনী ফেলিয়া যাইবেন। তিনি বোধ হয়, কৌতুক করিতেছেন, এখনই সমাগত হইবেন। এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে, পুনরায় মূর্চ্ছিতা হইয়া, পৃথিবী-পৃষ্ঠে পতিত হইলেন। অনন্তর মূর্চ্ছার অবসান হইলে, পুন-রায় ভয়ে বিহ্বলা হইয়া, পূর্ব্ববৎ সবেগে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বর্ণ বিশুদ্ধ জাম্বূনদ অপেক্ষাও মনোহর; মুখকান্তি পৌর্ণমাসী চন্দ্রকান্তিরও তিরস্কারিণী এবং আকার প্রকারে মূর্ত্তিমতী শান্তি বিরাজমান। আলু-লায়িত কেশে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করাতে, বোধ হইল, যেন কোন দেবী অরণ্যমধ্যে অবতরণ করিয়া, ক্রীড়া করিতে-ছেন, অথবা অরণ্যের সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আবির্ভূতা হইয়াছেন; কিংবা সমস্ত সংসারের সুকৃতি যেন কোন কারণে অরণ্যে আসিয়া মূর্ত্তিমতী হইয়াছে।

হে রাজেন্দ্র! তিনি বীণাবেণুর সুমধুর ঝঙ্কার তিরস্কৃত করিয়া, মনোহর করুণস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, সেই ধ্বনির চতুর্দ্দিগ্‌ব্যাপী প্রতিধ্বনি হওয়াতে, বোধ হইল, সমুদায় অরণ্য যেন তাঁহার দুঃখে কাতর হইয়া, সমস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। বাস্তবিক, হংস ও হংসীরা একত্রে মৃণাল ভক্ষণ করিতেছিল, এই করুণ শব্দ শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাতে নিবৃত্ত হইল। হরিণ হরিণীরা স্ব স্ব শিশুর সহিত তৃণাঙ্কুর সংগ্রহপূর্ব্বক মুখে দিতে ছিল, তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইল,

মুখের কবল মুখেই রহিয়া গেল। বিহগ বিহগীরা শাখায় বসিয়া বিশুদ্ধসহবাস সুখ অনুভব করিতেছিল, তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইল। ময়ূর ময়ূরীরা নৃত্য করিতেছিল, সহর্ষে তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইল। ভ্রমর ভ্রমরীরা পুষ্পে পুষ্পে বিচরণ করিয়া, মধুসংগ্রহ করিতেছিল, তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইল। ফলতঃ, তিনি ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে, সমস্ত সংসারের দেবী যেন রোদন করিতেছেন ভাবিয়া, অরণ্যমধ্যে পশু পক্ষী ও কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যে যাহা করিতেছিল, সে তৎক্ষণাৎ তাহা ত্যাগ করিয়া, আস্তে ব্যস্তে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া, যাহার যেরূপ সাধ্য, সেইরূপে তাঁহার শোকাপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিল। তন্মধ্যে পক্ষীরা পক্ষ দ্বারা ছায়া ও চমরীরা পুচ্ছ দ্বারা বীজন করিতে আরম্ভ করিল। সমীরণ ভাগীরথীর সুশীতল সলিলশীকর সংগ্রহ করিয়া, মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইয়া, তাঁহার পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। পাছে তাঁহার সুকুমার চরণে আঘাত লাগে, এই জন্য পৃথিবী কোমল হইলেন। বলিতে কি, জগৎলক্ষ্মী জানকী কোনরূপে সন্তপ্ত না হয়েন, এই কারণে সেই দারুণ দ্বিপ্রহরেও সূর্য্যের অতি খর কিরণমধ্যে সহসা অভূতপূর্ব্ব সৈত্যযোগসহকৃত অপূর্ব্ব কৌমুদী লীলার আবির্ভাব হইল। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভয়াবহ হিংস্র শ্বাপদগণ তাঁহাকে যেন আপনাদের বিধাত্রী ভাবিয়া, যে যেখানে ছিল, সে সেই খানেই স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। হরিণ হরিণীরা সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেও, তাহাতে তাহাদের ভ্রূক্ষেপ হইল না।

অনন্তর বিশালাক্ষী জানকী কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিয়া,

পুনরায় বারংবার রামের নাম উচ্চারণ করত আলুলায়িত কেশে ধরাতলে বিলুণ্ঠিতা হইতে লাগিলেন এবং পুনরায় ধূলি ধূষরিত দেহে অতি কষ্টে উত্থান করিয়া, এই বলিয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, যদি প্রাণত্যাগ করি, তাহা হইলে, ভ্রূণহত্যা হইবে। হায়, কি করি, কোথা যাই, কে আমায় রক্ষা করিবে! এই বলিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিলেন। পদে পদেই পদস্খলন হইতে লাগিল। সুতীক্ষ্ণ কুশকণ্টকে চরণ যুগল বিদ্ধ হইয়া, রুধিরধারায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আর চলিতে না পারিয়া, ছিন্নমূলা কনক-কদলীর ন্যায়, ধরাতল আশ্রয় করিলেন। বোধ হইল, যেন স্বর্গের লক্ষ্মী সহসা পতিতা হইলেন। তাঁহাকে তদ-বস্থ দর্শন করিয়া, বায়ুর প্রবাহ সহসা কিয়ৎক্ষণের জন্য রুদ্ধ হইল; সূর্য্যের প্রভা মলিন হইল, পুষ্পসকল ম্লান হইল, দ্বিপ্রহরেও যেন অন্ধকার উপস্থিত হইল, নির্ম্মল আকাশ ঘোরভাবে আচ্ছন্ন হইল, নক্ষত্রসকল দৃশ্যমান হইল এবং পশু পক্ষীরা যাহার যে শব্দাদি ত্যাগ করিয়া সহসা কিয়ৎক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হইল। ফলতঃ সমস্ত সংসার যেন সেই সময়ে জড়ভাবে আচ্ছন্ন হইল। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর জানকী পুনরায় গাত্রোত্থান করিয়া, চেতনার সমাগমে ধীরে ধীরে উপবেশন করিলে, সকলে আবার প্রকৃতিস্থ হইল।

ঐ সময়ে সাক্ষাৎ তপোরাশি তেজঃপুঞ্জশরীরী মহর্ষি বাল্মীকি শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া, যজ্ঞীয় যূপকাষ্ঠ ছেদন মানসে ঘটনাবশে সেই প্রদেশে সমাগত হইয়া, তদবস্থ জানকীকে সহসা দর্শন করিলেন। দর্শন করিয়া তাঁহার

বোধ হইল, তিনি প্রতিদিন পরম শ্রদ্ধা ও যত্নসহকারে যাহার পরিচর্য্যা করে, সেই তপস্যা যেন মলিন বেশে তৎপ্রদেশে কোন কারণে সাক্ষাৎ অধিষ্ঠান করিতেছেন।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! মহর্ষি বাল্মীকি বিষণ্ণা ও দীনহৃদয়া জনকদুহিতাকে আপনার মূর্ত্তিমতী তপঃসিদ্ধির ন্যায়, দর্শন করিয়া, সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, কল্যাণি! তুমি কে, কাহার পরিগ্রহ, কিজন্য এই শূন্য অরণ্য অলঙ্কৃত ও পবিত্রিত করিয়া, বিরাজ করিতেছেন?

জানকী কহিলেন, তাত! আপনাকে নমস্কার। আমি রামের ভার্য্যা; অধুনা বনচারিণী হইয়াছি। জানি না, বীর রাম কি কারণে আমাকে এই বিজন কাননে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎসে! শোক করিও না। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি পুত্রদ্বয়ের জননী হইবে। আমার নাম বাল্মীকি। তোমার পিতা জনক আমার সবিশেষ সমাদর করেন। অয়ি বরবর্ণিনি! আমি এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে আমার পত্রপুষ্পলতাবৃত সুরুচির আশ্রম পদে লইয়া গিয়া, তোমার জন্য পর্ণশালা বিধান করিব। তুমি পিতৃগৃহের ন্যায় তথায় পরম সুখে বাস ও পুত্ররত্ন প্রসব করিবে। নিদাঘার্ত্তা ময়ূরী যেমন ঘননাদ শ্রবণ করিলে, আহ্লাদিত হয়,

জানকীও তেমনি মহর্ষির কথা কর্ণগোচর করিয়া, আনন্দ লাভ করিলেন এবং যে আজ্ঞা বলিয়া ধীরে ধীরে মহর্ষির অনুগামিনী হইলেন। বোধ হইল, শান্তি যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া, সাক্ষাৎ তপোরাশির ন্যায়, অনুগমন করিতেছে।

অনন্তর মহাভাগ মহর্ষি, সাক্ষাৎ মুক্তির ন্যায়, সীতাকে সঙ্গে করিয়া, স্বীয় আশ্রম পদে প্রবেশ করিলেন। আহা, আশ্রমের কি মাহাত্ম্য! ব্যাঘ্র ও সিংহ সকলও গোগণের সহিত নির্ব্বিবাদে একত্রে তথায় ক্রীড়া করিতেছে। মূষিকগণ স্বকীয় গর্ত্তমধ্যে যেমন সুখে প্রবেশ করে, সেইরূপ নির্ভয়ে বিড়ালের আস্যমধ্যে লীন হইতেছে। নকুল, ময়ূর ও সর্পসকল পরস্পর ভ্রাতৃভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। চিত্রকজাতীয় শার্দ্দূল সমূহ চিরবৈর বিস্মৃত হইয়া, মৃগগণের সহিত বিহার করিতেছে। বিচিত্র সরোবরসমূহে বকসকল মৎস্যদিগকে সুহৃদের ন্যায় রক্ষা করিতেছে।

জনকদুহিতা সীতা এবংবিধ শান্তরসাস্পদ আশ্রমপদ দর্শন এবং তথায় পরম বিশুদ্ধচরিত তপোধনদিগকে স্ব স্ব অনুরূপ গুণবিশিষ্ট পুত্র ও কলত্র সমভিব্যাহারে অবলোকন করিয়া, নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়া, সকলকেই নমস্কার করিলেন। তাঁহার বোধ হইল যেন দেবলোকে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি তৎক্ষণমধ্যেই সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত ও পরম প্রীতিমতী হইলেন। তাঁহার জীবন যেন নবীভূত হইল। মুনিগণ স্ব স্ব পত্নীর সহিত প্রীতহৃদয়ে তাঁহাকে যথাবিধি আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর তিনি মুনিপুত্রগণের কল্পিত পর্ণশালায় সমুপবিষ্ট হইলে, ঋষিপত্নীরা বিশুদ্ধ ফল, মূল ও

জল তাঁহাকে উপযোগার্থ প্রদান করিলেন। তিনি সুনির্ম্মল সলিল পান করিয়া, পরম আপ্যায়িতা হইলেন।

হে রাজেন্দ্র! তিনি তথায় পরম আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন। বনবাসীমাত্রেই তাঁহার অসামান্য গুণগ্রামের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। তিনি প্রতি দিন মহর্ষি বাল্মীকিরে প্রণাম ও বন্দনা করেন এবং তিনি যাহা বলেন, তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। এইরূপে সেই শান্তরসাস্পদ আশ্রমপদে বাস করিতে করিতে নবম মাস অতীত হইলে, দশম মাসের সমাগমে পতিব্রতা জনকদুহিতা নিশীথ সময়ে শুভ মুহূর্ত্তে ও শুভ লগ্নে দুই সুকুমার কুমার প্রসব করিলেন। বিচক্ষণা ঋষিপত্নীরা তৎক্ষণে তথায় সমাগত হইয়া স্ব স্ব পুত্রজন্মের ন্যায় মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া, তৎকালোচিত কর্ত্তব্যকার্য্য সকল সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন! এবং এই বলিয়া সহর্ষে গান করিতে লাগিলেন,জানকী দুই কুমার প্রসব করিয়াছেন। তাঁহাদের দেহ প্রভায় সমুদায় গৃহ আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে ও দিক সকল নির্ম্মলমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে এবং এই শুভঘটনার আবির্ভাবে অনুকূল সুগন্ধি বায়ু প্রবাহিত ও হুতাশন প্রদক্ষিণার্চি বিস্তারপূর্ব্বক প্রজ্বলিত হইতেছেন।

শিষ্যগণ দ্রুতপদে সবেগে ধাবমান হইয়া, গুরুদেব বাল্মীকিরে নিবেদন করিলেন, ব্রহ্মন্! জানকী দুই পুত্ররত্ন প্রসব করিয়াছেন।

বাল্মীকি শুনিয়া, মুষ্টিপরিমাণ কুশ ও লব সংগ্রহপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তথায় আগমন করিলেন এবং সেই দুই সুকুমার

কুমার দর্শন করিয়া নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি কুশ ও লব মুষ্টি দ্বারা তাহাদের উভয়কে অভিষিক্ত করিয়া, পরম প্রীতিভরে তাহাদের একের নাম কুশ ও অন্যতরের নাম লব রাখিয়া দিলেন। কুশ ও লব, উদীয়মান চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায়, দিন দিন তদীয় তপোবনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। মুনিসত্তম বাল্মীকি যথাকালে তাঁহাদের চূড়াকরণ সমাধানান্তে সমুচিত সময়ে মৌঞ্জী বন্ধন বিধান করিলেন। অনন্তর তিনি মহর্ষি বশিষ্ঠ মহাশয়ের নিকট কামধেনু প্রার্থনা করিয়া, লবকুশের শুভ উদ্দেশে ব্রাহ্মণভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। কামধেনু তদীয় প্রার্থনানুসারে পরম প্রীতিমতী হইয়া, চোষ্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্ব্বিধ দ্রব্যজাত, যাহার যেরূপ অভিলাষ, তদনুরূপ রাশি রাশি প্রদান করিলে, অনতিকাল মধ্যেই বিবিধ সুস্বাদু ও বহুমূল্য অন্নব্যঞ্জনের অত্যুচ্চ পর্ব্বত ও দধি দুগ্ধাদি উপাদেয় রস সমুদায়ের সুবৃহৎ হ্রদসমুদায় আবির্ভূত হইল। ভোগ করা দূরে থাক, কেহ কখনো দেখে নাই, শুনে নাই অথবা কল্পনাবশে মনেও করে নাই বা করিতে পারে না, এরূপ অপূর্ব্ব ভোজ্য পদার্থ সকল তথায় রাশি রাশি উদ্ভূত হইতে লাগিল। তাহাদের সৌরভ, সৌন্দর্য্য ও সুপ্রস্তাবে সমাগত ব্যক্তিমাত্রেরই মন প্রাণ আকৃষ্ট, এমন কি, ক্ষুধা তৃষ্ণাও দূর হইয়া গেল। অনেকে ভক্ষণ না করিয়াই আশাতিরিক্ত পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন। স্বয়ং দেবতারা সমাগত হইয়া, পরিবেশন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর মহর্ষি যথাকালে কুশীলবের উপনয়ন সংস্কার

বিধান করিয়া, যথাবিধানে সমগ্র সাঙ্গ বেদে তাঁহাদের উভয়কে আপনার অভিলাষানুরূপে সুশিক্ষিত করিলেন। পরে মনোহর রামচরিত গানে শিক্ষা বিধান করিলে, স্বভাবতঃ মধুরকণ্ঠ কুশীলব সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইলেন। তন্মধ্যে কুশ বীণা হস্তে গান ও লব তাল প্রদান করিয়া, শ্রোতৃবর্গের মন হরণ পূর্ব্বক আশ্রমপদের ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। বনবাসী ঋষিগণ তাঁহাদের মনোহর গানে মোহিত হইয়া, বারবার সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। জানকীর আহ্লাদের যেমন সীমা রহিল না, বিষাদেরও তেমনি একশেষ উপস্থিত হইল।

অনন্তর ধীমান্ মহর্ষি উভয়কেই সমুদায় ধনুর্ব্বেদে সুশিক্ষিত করিয়া, সুগুণ ও সুদৃঢ় দুই শরাসন প্রদান করিলে, তদায় সখা কোন মহর্ষি অক্ষয় তূণীরদ্বয় সেই শিশুদ্বয়কে দান করিলেন। তদ্দর্শনে তপোবনবাসী অন্যান্য মুনিগণও পরম প্রীত হইয়া, তপোবীর্য্যসহায়ে সুদুর্ভেদ্য কবচ, কিরীট, শর, খড়্গ ও চর্ম্ম ইত্যাদি বিবিধ সাংগ্রামিক দ্রব্যজাত তাঁহাদিগের উভয়কে যথাক্রমে দান করিতে লাগিলেন। সংসারে ঐ সকল সাংগ্রামিক দ্রব্যের তুলনা নাই। তাঁহারা ঋষিপ্রদত্ত তত্তৎ অক্ষয় ধনু ও কবচাদি পরিধানপূর্ব্বক সাক্ষাৎ বীররসের ন্যায় আশ্রমপদে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এবং পরম পবিত্র কন্দ, মূল ও ফলাদি সংগ্রহ করিয়া জননীর যথাবিধি সেবাবিধি সমাধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

জৈমিনি কহিলেন, রাজেন্দ্র! এদিকে মহাবাহু রাম অযোধ্যায় অধিষ্ঠান পূর্ব্বক যথাধর্ম্ম প্রজাগণের পালন করিতে

লাগিলেন। কিন্তু ব্রহ্মহত্যাপাপের গুরুতর নির্যন্ত্রণবশতঃ কোন মতেই সুখ বা স্বস্তি লাভে সমর্থ হইলেন না। তিনি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে কৃতসংকল্প হইয়া, মহর্ষি বশিষ্ঠ, মহাভাগ গালব ও তপোধন বামদেব, ইহাঁদিগকে আহ্বান করিয়া, কহিলেন, আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব। তাহার বিধি নির্দ্দেশ করুন। কিরূপ অশ্বসংগ্রহ ও কিরূপ দান করা বিধেয় এবং কিরূপ বরণ করিতে হইবে, নিরূপণ করুন।

বশিষ্ঠ মহাশয় কহিলেন, রাম! এই যজ্ঞ সম্পাদন করা বহুল ক্লেশসাধ্য। দুই কর্ণ মলিন ও পুচ্ছদেশ পীতবর্ণ এবং শরীরের কান্তি কুমুদেন্দুসদৃশ, এরূপ অশ্ব এই যজ্ঞে সংগ্রহ করিয়া, বীরগণের হস্তে তাহার রক্ষা ভার সমর্পণ ও কোন ব্যক্তি ধরিলে, তাহার মোচন করিতে হইবে। যজ্ঞ আরম্ভের দিন হইতে প্রত্যহ শ্রুতিপারগ সহস্র প্রধান দ্বিজাতীর পূজা করিয়া, তাঁহাদের প্রত্যেককে এক রথ, এক হস্তী, উৎকৃষ্ট দেশসমস্ত, সুবর্ণভার, হেমবিভূষিত শত গো, একপ্রস্থ উৎকৃষ্ট মুক্তা এবং চারিজন করিয়া ভৃত্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু রাম! তুমি কিরূপে অসিপত্রব্রত বিধান করিবে? বিশেষতঃ সহধর্ম্মিণী ভার্য্যা সহায়ে এই যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে হয়। শাস্ত্রে বলিয়াছেন, স্ত্রী বিরহিত কর্ম্ম বিফল হইয়া থাকে।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি সীতার অনুরূপ স্বর্ণময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহার সমভিব্যাহারে অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইব। আপনি যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিন।

মন্দুরাসমূহে শাস্ত্রোক্ত লক্ষণসম্পন্ন সুরুচির অশ্ব পরিদর্শন করিয়া, আমারে দীক্ষিত করুন।

বশিষ্ঠ মহোদয় তদীয় বাক্য আকর্ণন করিয়া, মুনিগণে পরিবৃত হইয়া, বাজিশালা সমূহ অন্বেষণ করত এক ধবলবর্ণ অশ্ব আহরণ করাইলেন। উহার মুখ কুঙ্কুমাভ ও কেশর সকল পরম সুন্দর। একতর শ্যামবর্ণ ও গোক্ষীর বর্ণ উল্লিখিত অশ্বরত্ন সন্দর্শনে তাহার সাতিশয় বিস্ময় সমুপস্থিত হইল। অনন্তর তিনি বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কার, মনোজব অশ্ব, অত্যুৎকৃষ্ট রথ, মত্তমাতঙ্গ, সুবিশুদ্ধ হেমভার ও দুগ্ধবতী ধেনু সকল প্রদানপূর্ব্বক সমবেত সহস্র ব্রাহ্মণের যথাবিধি পূজা বিধান করিলেন।

অনন্তর রাম স্বর্ণময়ী সীতা প্রতিকৃতি সহায় হইয়া, যথাবিধানে যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন এবং সুগন্ধি চন্দন, সুরভি পুষ্প মাল্য ও সুন্দর চামরে অলঙ্কৃত যজ্ঞীয় অশ্বের পূজা করিয়া, তদীয় ললাটফলকে বর্ণপত্র বন্ধন করিয়া দিলেন। ঐ পত্রে এইরূপ লিখিত হইল যে, কৌশল্যার গর্ভে জাত দশরথের আত্মোদ্ভূত অদ্বিতীয় বীর মহাবল রাম এই অশ্ব মোচন করিয়াছেন। লোকের বল থাকে, ত, গ্রহণ করুক। এইরূপ অভিপ্রায় সহিত সুলিখিত পত্র অশ্বের ভালদেশে শোভমান হইল। অনন্তর রাম শত্রুঘ্নকে আদেশ করিলেন, তুমি এই অশ্ব রক্ষা করিবে। এইরূপ আদেশ বিধানান্তে অশ্ব উন্মুক্ত হইলে, মহাবল শত্রুঘ্ন তিন অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে তাহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। অশ্ব ইচ্ছানুসারে বিবিধ দেশ, নগর ও উপবন সমস্ত অতিক্রম করিয়া, গমন করিতে

লাগিল। তত্তৎপ্রদেশবাসী নরপতিগণ অশ্বকে দর্শন করিয়া, ভয়বশতঃ তদীয় গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া, নমস্কার করিলেন। রামের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, কাহার সাধ্য, মনেও অশ্বধারণে কল্পনা করেন। যাহারা অপেক্ষাকৃত বলবান্, তাহারা ঐ অশ্বরত্ন গ্রহণ করিলে, মহাবল শত্রুঘাতী শত্রুঘ্ন তাহাদিগকে জয় করিয়া, অশ্বমোচন করিলেন।

রাজন্! অশ্ব ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে যদৃচ্ছা-বশে মহর্ষি বাল্মীকির পবিত্র আশ্রম পদে সমাগত হইলেন। মহর্ষি বরুণদেব কর্ত্তৃক আহূত হইয়া, তদীয় যজ্ঞকার্য্য সমা-ধানার্থ পাতালতলে গমন করিয়াছিলেন। যজ্ঞীয় তুরঙ্গম তাঁহার পরমমনোরম আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিল এবং তত্রত্য সুকোমল দূর্ব্বাঙ্কুর সকল ভক্ষণ করিয়া, বিচরণ করিতে লাগিল। ঐ আশ্রমপদের বৃক্ষ ও লতামাত্রেই সকলকালে অভিলাষানুরূপ ফল, পুষ্প ও ছায়াপ্রদ। তথায় প্রবেশ করিলে, বোধ হয়, যেন স্বর্গলোকে দেবসভায় পদার্পণ হই-য়াছে। মহর্ষির অসামান্য তপোবলে তথায় কোনরূপ অভাব নাই। ভুবনের লক্ষ্মী যেন ঐ স্থানেই বিরাজমান এবং সুখ ও স্বস্তিও যেন ঐ স্থানের সামগ্রী। মহাবল লব শরাসন হস্তে সাক্ষাৎ বীরত্বের ন্যায়, উহার রক্ষা করেন। তিনি দূর্ব্বাক্ষেত্রে অশ্বকে সহসা দর্শন করিয়া, ঋষিপুত্রদিগকে আহ্বান করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার সকাশে সমাগত হইলেন। এবং তাহার ভালপত্র পাঠ করিয়া, দেখিলেন, এক বীর কৌশল্যার পুত্র রঘূদ্বহ রাম এই অশ্বমোচন করিয়াছেন, বল থাকে ত গ্রহণ কর। মহাতেজা লব ভালপত্রের এইরূপ মর্ম্ম

অবধারণ করিয়া,তৎক্ষণাৎ বলিতে লাগিলেন,আমাদের জননী কি বন্ধ্যা, এক বীরা নহেন? এই প্রকার বচন বিন্যাস পুরঃসর তিনি ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকেই অশ্বকে ধারণ করিয়া, উত্তরীয় সমুৎক্ষেপণ পূর্ব্বক কদলীবৃক্ষে বন্ধন করিলেন। তদ্দর্শনে ঋষিপুত্রেরা শঙ্কাযুক্ত হইয়া, তাঁহাকে বারংবার প্রতিষেধ করিয়া বলিতে লাগিলেন, লব! তুমি বলপূর্ব্বক অনর্থক এই অশ্ব বন্ধন করিতেছ। ইহা অবশ্যই কোন রাজার অধিকৃত। সুতরাং ইহার রক্ষকপুরুষেরা তোমাকে ও আমাদের সকলকেই বন্ধন করিয়া লইয়া যাইবে। মহাবল লব তাঁহাদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া, কোপভরে কহিলেন, তোমরা ঋষিপত্নীগণের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তোমাদের এইরূপ বলা শোভা পায়। কিন্তু আমি সীতার গর্ভে জন্মিয়াছি, যদি এই অশ্বকে বন্ধন করিয়া, যুদ্ধকালে ভীত হই, তাহা হইলে, আমি সীতার উদরজাত কৃমি ভিন্ন আর কিছুই নহি। এবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বরং, মরণ হওয়া শত গুণে ভাল, তথাপি কোনরূপে জননীর লজ্জার কারণ হইতে না হয়।

ত্রিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর রথবাজিসমাকুল, মত্তমাতঙ্গ সংবাধ, পাদপ পরিবৃত মহাসৈন্য তথায় সমুপস্থিত হইল শত্রুঘ্নের পরিপালিত শত সহস্র মহাবল রথী অশ্ব কোথায়

অশ্ব কোথায় ; বলিতে বলিতে সমকালেই আগমন করিয়া, অবলোকন করিল, যজ্ঞীয় তুরঙ্গম সমীপবর্ত্তী কদলী বৃক্ষে বদ্ধ রহিয়াছে। তদ্দর্শনে মহারথগণ লব ও উল্লিখিত ব্রহ্মচারীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তোমরা বলিতে পার, কোন্ ব্যক্তি এই অশ্ব বন্ধন করিয়াছে ?

ব্রহ্মচারীগণ তাহাদের এই কথায় উত্তর করিলেন, লব নামে বিখ্যাত এই যে বালক নির্ভয়ে বৃক্ষমূলে অবস্থিতি করিতেছেন, ইনিই তোমাদের এই অশ্ব বন্ধন করিয়াছে।

রথিগণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া কহিল, এই ব্যক্তি বালক, জানে না বলিয়াই অশ্ব বন্ধন করিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে শীঘ্রই অশ্বমোচন কর, মোচন কর। ইহা চলিয়া বেড়াক। মহাবল মহাবাহু লব শরাসন হস্তে তৎক্ষণাৎ তথায় সমাগত হইয়া, নির্ভয়ে বলিতে লাগিলেন, এ কি, বীরগণ গর্ব্বিত হইয়া অশ্বমোচন করিতেছে ? কিন্তু আমি বিদ্যমানে কোন ব্যক্তিই এরূপ করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব অগ্রে আমাকে জয় করিয়া, পরে অশ্ব মোচন কর। বীরগণ এই কথায় কর্ণপাত না করিয়াই, বলপূর্ব্বক অশ্বমোচনে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি সবেগে সুশাণিত শরসমূহ সন্ধান করিয়া, তাহাদের সকলের হস্ত ছেদন করিয়া দিলেন। যোধগণ ছিন্ন হস্ত হইয়া, পরস্পর বলিতে লাগিল, ইহাকে নিপাত কর। অনন্তর সকলে সমাগত হইয়া, তাঁহার উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। কেহ শক্তি, কেহ পাশ, ও কেহ বা গদা মুদ্গর প্রয়োগ করিল। কিন্তু যে ব্যক্তি গৌতমী সলিলে স্নান করে, গুরুতর পাপপরম্পরা যেমন

তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্বৎ তৎসমস্ত লবকে স্পর্শ না করিয়াই, ভূপতিত হইল। যোগী যেমন ভববন্ধন ছেদন করেন, তিনি তদ্রূপ ঐ সকল শরজাল ছেদন করিয়া, প্রত্যেকের হৃদয়ে পাঁচ পাঁচ বাণের আঘাত করিলেন। অনন্তর অক্ষয় তূণীরদ্বয় হইতে অনবরত শর গ্রহণ করিয়া, মোচন করিতে আরম্ভ করিলে, সাদী সহিত হস্তী, নিষাদী সহিত অশ্ব, রথ সহিত সারথি, এবং রাশি রাশি ধ্বজ, পতাকা, ছত্র, চামর, ব্যজন, কাশ্মীর দেশীয় চিত্র কম্বল, ঘণ্টা, কবচ, হস্তি-মঞ্চ, চক্ররক্ষক, ত্রিবেণু, যুগ, ঈষা, দণ্ড, সুদৃঢ় ধনু, দুর্ভেদ্য ইষুধি, অশ্ববার, পদাতি, হস্ত, পদ ও মস্তক ইত্যাদি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া, ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল।

জৈমিনি কহিলেন, মহারাজ! একজন পদাতি বালক একাকী তাদৃশ বিপুল সৈন্য ধ্বংস করিল, দেখিয়া, শত্রুঘ্ন যুগপৎ কোপ ও বিস্ময়ের বশীভূত হইয়া, তৎক্ষণাৎ তথায় সমাগত হইলেন এবং তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া, সুদৃঢ় শরাসন বিস্ফারণ করত এক বাণে শত শত শরে লবকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল লব স্বীয় সুশিক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক তৎসমস্ত নিরাকৃত করিয়া, দৃঢ়রূপে তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বাণে বাণে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। সূর্য্যের প্রভাব তিরোহিত ও বায়ুর প্রবাহ রুদ্ধপ্রায় হইল। উভয়েই মহাবল ও মহাধনুর্দ্ধর। উভয়েই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহ কাহারে পরাজয় করিতে পারিলেন না।

হে রাজেন্দ্র! ব্রহ্মতেজ ও ক্ষত্রতেজ উভয়ে বহুল অন্তর।

সুতরাং ব্রহ্মতেজে তেজীয়ান্ লব অনায়াসেই শত্রুঘ্নের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে তিনি দ্বিতীয় শরাসন গ্রহণ করিয়া সুতীক্ষ্ণ নালীক ও নারাচ সমূহ মোচন করিতে লাগিলেন এবং তিন বাণে লবের ললাটপট্ট বিদ্ধ করিলেন। বালক লব উল্লিখিত শরত্রয়ে তাড়িত হইয়া, হাস্য করিয়া কহিলেন, আমার ললাটদেশে কি সুকোমল কমলকুসুম সংলগ্ন করিলে ? হে বীর ! তোমার এতাবৎ বলবত্তা ? এই বলিয়া তিনি চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্ব, একবাণে সারথির মস্তক, দুই বাণে সমুচ্ছ্রিত ধ্বজ, ও তিন বাণে দুর্দৃঢ় শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল লক্ষ্মণানুজ হতধনু, হত রথ, হতাশ্ব ও হত সারথি হইয়া কোপভরে পুনরায় অন্য ধনু গ্রহণ করিলেন এবং ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে পীতবর্ণ ও গন্ধপত্রে অলঙ্কৃত সুশাণিত এক শর সন্ধান করিয়া, কোপভরে কহিতে লাগিলেন, সত্বর পলায়ন কর। নতুবা, মস্তক দ্বিধা ছিন্ন ও যমভবন দর্শন হইবে। কেহই ইহার প্রতিষেধ করিতে পারিবে না। রাজন্! লব এই কথায় হাস্য করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই শর দ্বিখণ্ডিত করিলে, ব্যবহারসময়ে কূট সাক্ষ্য প্রদানকারীর পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায়, উহা অধঃপতিত হইল। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণানুজ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পুনরায় অন্য শর গ্রহণ করিলেন এবং মূর্ত্তিমান্ কালের ন্যায় ঐ বাণ ধনুতে সন্ধান করিবামাত্র লব কুপিত হইয়া দেখিতে দেখিতেই শরাসন সহিত উহা খণ্ড খণ্ড করিলেন। তখন শত্রুঘ্ন জাতক্রোধ হইয়া পূর্ব্বে যাহার সাহায্যে মহাবল লবণাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, সেই সূর্য্যাগ্নিসদৃশ সুদৃঢ় শরা-

সন ও সুদুর্ভেদ্য শর গ্রহণ পূর্ব্বক তুমি হত হইলে, বলিয়া লবের উদ্দেশে মোচন করিলেন।

হে রাজন্! ঐ শর কোন মতেই ব্যর্থ হইবার নহে, জানিয়া, লব ভ্রাতা কুশকে স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, এই সময়ে কুশ যদি এখানে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে, ইহার এই বাণে আমার কোনমতেই ভয় হইত না। অথবা, আমি জননী জানকীর সত্যশীলতা ও পাতিব্রত্য-প্রভাবে এখনই এই শর ছেদন করিয়া, অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিব। এই প্রকার চিন্তা করিয়া তিনি শর প্রয়োগ পুরঃসর শত্রুঘ্নের বাণ মধ্যস্থলে খণ্ডিত করিলেন। উহার উত্তরার্দ্ধ তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত হইল। কিন্তু পূর্ব্বার্দ্ধ ধরাতল স্পর্শ না করিয়া, মহাবল লবের ধনু ছিন্ন ও হৃদয়ে নিরতিশয় বিদ্ধ করিল। তিনি ছিন্ন ধনু হস্তে গুরুতর আহত-হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। তাঁহার সর্ব্ব শরীর রুধিরাক্ত ও জ্ঞান তিরোহিত হইল। সুতরাং তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না।

রাজন্! লবকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া, শত্রুঘ্নের অধীনস্থ সৈন্যগণ প্রকৃতিস্থ হইয়া, সহর্ষে শঙ্খ, ভেরী ও পনব প্রভৃতি বাদ্যোদাম সহকারে দিক্‌বিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। কেহ গর্জ্জন ও কেহ আস্ফালন করিতে লাগিল। অন্যেরা লবের দিকে দৃষ্টিপাত করত সভয়ে যজ্ঞীয় তুরঙ্গম মোচন করিয়া দিল। অশ্ব মুক্ত হইবামাত্র সবেগে ও সহর্ষে কূর্দ্দন করিয়া, ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে লাগিল।

মহারাজ! ঐ সময়ে শত্রুঘ্ন কৃপাবিষ্ট হইয়া, সুকোমল

পাণিযুগল সহকারে লবকে উত্থাপিত করিয়া, ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন,এই বালক দেখিতে রামের ন্যায়; তোমরা ইহাকে সলিলে অভিষিক্ত কর। ভৃত্যগণ যে আজ্ঞা বলিয়া, ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে লবের শরীরে সলিল সিঞ্চন করিতে লাগিল এবং চেতনা হইলে, তাঁহাতে আরোপিত করিয়া, তাঁহারা সকলে পশ্চাং পশ্চাৎ চলিল।

একত্রিংশ অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! লব যখন ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, বিপক্ষকর্ত্তৃক ধৃত হয়েন, তখন কুশ কোথায় ছিলেন এবং সীতাই বা কিরূপে এই ঘটনা জানিতে পারিলেন, সমস্ত সবিশেষ কীর্ত্তন করুন। ভগবান্ কুশসংহিতা শ্রবণ করিলে, পরম পুণ্য সঞ্চিত হয়।

জৈমিনি কহিলেন, মহারাজ! আমি মহাত্মা কুশের অদ্ভুত চরিত কীর্ত্তন করিব। ইহা শ্রবণ করিলে, সকল পাপ মোচন হইয়া থাকে।

রাজন্! মহারথগণ কর্ত্তৃক অশ্বমুক্ত ও বীরবর লব গৃহীত হইলে, লবের সমভিব্যাহারে ঋষিপুত্রেরা অশ্রুপূর্ণ মুখে সীতার সকাশে সমাগত হইয়া, বলিতে লাগিলেন, জানকি! তোমার পুত্র লব বলপূর্ব্বক কোন রাজার অশ্ব ধরিয়াছিলেন। রাজার সৈন্যেরা আসিয়া, সেই অশ্বমোচনে উদ্-

যুক্ত হইলে,লবের সহিত তাহাদের তুমুলযুদ্ধ হইতে লাগিল। একাকী বালক লব বহুল সৈন্য নিহত ও বহু বীরের সহিত যুদ্ধ করিয়া, রণশ্রমে ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িলে, কোন বীর তাঁহার হস্তস্থিত ধনু ছেদন করিয়া, তাঁহাকে আপনার নগরীতে লইয়া গিয়াছে।

জানকী সহসা এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, চিত্রার্পিতার ন্যায় হইয়া, কি বলিবেন, কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনন্তর অতি কষ্টে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া, করুণ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আমি যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছি।অতএব আমার যদি ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া না থাকে, তাহা হইলে বৎস লব জীবিত দেহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। হায়, মহাবল পাপিষ্ঠেরা বালককে একাকী পাইয়া নিহত করিল। আমি কখনও কাহারও অপ্রিয় করি নাই, করিবও না। সেই সত্যবলে আমার বৎস লব জীবিত হইয়া প্রত্যা-বর্ত্তন করুন। বৎস! তুমি আমায় না বলিয়া, কোথাও যাও না, আজি কেন তাহার বিপরীত করিলে? হায়! তোমার বদনমণ্ডল চন্দ্রমণ্ডল সন্নিভ, দুরাত্মারা কোন্ প্রাণে তাহাতে বাণাঘাত করিল! আহা, বৎস আমার বার বৎসর কেবল কন্দ, মূল ও ফলমাত্র ভক্ষণ করিয়া আছেন। তাঁহার সুকোমল শিশু শরীরে কি আছে? আহা, তাদৃশ কৃশ দুর্ব্বলদেহেও রাশি রাশি সুশাণিত শরের আঘাত করিল! হায়, অনাথা আমার বালক পুত্রকে প্রহার করিতে তাহা-দের হস্ত কেমন করিয়া উদ্যত হইল? শুনিয়াছি, তাহারা শূর। অথবা যাহাদের দয়া নাই, তাহাদের অসাধ্য কি

আছে? আমি কখনও কাহার অনিষ্ট করি না, এক্ষণেও কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট করিতে অভিলাষিণী নহি। পাছে সেই দুরাত্মাদের অনিষ্ট হয়, এই জন্য আমি অশ্রুমোচন করিতেছি না। আমি অতি পাপিয়সী, পৃথিবী একেই আমার ভারে ভারাক্রান্ত তাহার উপর চক্ষুর জল ফেলিলে, আরও তাঁহার সন্তাপ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমি নেত্রের জল নেত্রেই সংবরণ করিব। বৎস! আমার এই সত্য ও ধর্ম্মবলে জীবিত হইয়া, প্রত্যাবর্ত্তন করুন। অনেকক্ষণ তিনি মা বলিয়া আহ্বান করেন নাই। তজ্জন্য মর্ম্ম সন্ধি শিথিল হইতেছে। হায়, তাত বাল্মীকি অথবা পুত্র কুশ কেহই এ সময় উপস্থিত নাই। কাহার নিকট এই সুদারুণ শোকের কথা বলিব!

জৈমিনি কহিলেন, মহারাজ! মহাভাগ কুশ সমিৎ কুশাদি আহরণ জন্য গমন করিয়াছিলেন। তিনিও ঐ সময়ে আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পথিমধ্যে আসিবার সময় তাঁহার বাহুদ্বয় বারংবার স্পন্দিত হইতে লাগিল। চক্ষুহইতে আপনা আপনিই জলবিন্দু নিপতিত এবং মন নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। এইরূপে তিনি আশ্রমদ্বারে সমাগত হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, অদ্য লব কিজন্য আসিবামাত্র আমার সম্মুখে আসিতেছে না। সে কি কোন কারণে আমার প্রতি কুপিত হইয়াছে অথবা অন্যত্রে গমন করিয়াছে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি স্বীয় জননী জানকীকে দেখিতে পাইয়া, নমস্কার করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কাঁদিতেছেন কেন এবং লবকেই বা দেখিতেছি না কেন?

জানকী কহিলেন, বৎস! লব জাতক্রোধ হইয়া, কোন-ব্যক্তির অশ্ব ধরিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি তাহাকে বান্ধিয়া লইয়া গিয়াছে। বৎস জীবিত আছে কি প্রাণত্যাগ করিয়াছে,জানি না। তোমা বিনা বৎসকে মোচন আর কে করিবে!

জননীর কথা শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধভরে কুশের প্রশস্ত ললাট ফলকে ত্রিশিখা ভ্রূকুটির আবির্ভাব হইল এবং লোচনযুগল নিতান্ত রক্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। তখন তিনি গর্ব্বিত বাক্যে কহিলেন, অদ্য আমার শরপরম্পরায় শত্রুগণের কলেবর শতধা ও সহস্রধা বিদারিত হইলে, বহুদিন তৃষিতা পৃথিবী আনন্দে দুরাত্মাগণের রুধিররাশি পান করিবেন। ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, কুবের, স্বয়ং যম অথবা সমস্ত দেবতা ও সাধ্যগন কিংবা স্বয়ং বিধাতা সাহায্য করুন, আমি তথাপি শত্রুগণের পরাজয় সাধন করিয়া, লবকে মোচন করিব। এই আমি যুদ্ধে চলিলাম! আপনি সত্বর আমাকে ধনু, নিষাদ, খড়্গ, চর্ম্ম, বর্ম্ম, কিরীট ও অন্যান্য সাংগ্রামিক বস্তুজাত প্রদান করুন।

সীতা তৎক্ষণাৎ কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, ইষুধি, ধনু, চর্ম্ম, খড়্গ, কিরীট ও কবচ আনয়ন করিলে, মহাবল কুশ তৎসমস্ত গ্রহণ করিয়া, যথাবিধানে সজ্জিত হইয়া, জননীকে ভক্তিভাবে নমস্কার করিলেন। অনন্তর আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলে, তিনি তৎপ্রভাবে নিরতিশয় তেজ, বল ও শতগুণ বিক্রম অধিকার করিলেন এবং বাহুদ্বয় আস্ফালন করিতে লাগিলেন। পরে ধনু বিস্ফারণপূর্ব্বক সবেগে ও সতেজে শত্রুগণের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলে, বোধ হইল, যেন তেজী

য়ান্ সিংহ শিশু মত্তমাতঙ্গ যূথের অনুগমন করিতেছে; এই-রূপে নির্ভয়ে গমন করিয়া, দূর হইতে শত্রুদিগকে যাইতে দেখিয়া, সগর্ব্বে আহ্বান করিয়া কহিলেন, যদি শক্তি থাকে, আর গমন করিও না। প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যুদ্ধ কর। নতুবা আমার ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দাও। আমাকে জয় না করিয়া, কোনমতেই যাইতে অভিলাষ করিও না।

যোধগণ এই ভয়ঙ্কর বাক্য শ্রবণে কহিতে লাগিল, এই বীরপুরুষ কে? খড়্গ, চর্ম্ম, ধনু, কবচ, কিরীট ও তূণীর ধারণ করিয়া, আগমন করিতেছে। এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই আমাদের সকলের কাল হইবে। সৈনিকগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া, পরস্পর এই প্রকার জল্পনা করিতে আরম্ভ করিলে, ধ্বজসকল, পবন পরিচালিত পাদপ প্রচয়ের ন্যায়, সহসা কণকণায়িত হইয়া উঠিল। গৃধ্রগণ আকাশ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বীরগণের কিরীট কোটি স্পর্শ করিতে লাগিল। ঐ সময়ে শরসকল তূণীর হইতে স্বয়ংই বিনিষ্ক্রান্ত হইতে আরম্ভ করিল। অসি সকল আপনা আপনিই কোষ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িল। প্রচণ্ড পবন প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া, প্রকাণ্ড পাদপষণ্ড উন্মূলিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ধ্বজসকল তৎপ্রভাবে ছিন্ন হইয়া গেল। আকাশমণ্ডল সহসা ধূলিপটলে আচ্ছন্ন হইলে, সূর্য্য অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর ক্ষণপরেই রজোরাশি প্রশান্ত হইলে, বীরবর্গ বীরকেশরী কুশকে নয়নগোচর করিল।

জৈমিনি কহিলেন, মহারাজ! কুশ সাক্ষাৎ তেজোরাশির ন্যায়, আগমন করিতেছেন দর্শন করিয়া, শত্রুঘ্ন সেনা-

পতিকে কহিলেন, তুমি সত্বর গমন করিয়া, শরসমূহ প্রয়োগ পূর্ব্বক ঐ শিশুকে নিবারণ কর। আমি যাবৎ সৈন্যদিগকে ব্যূহিত না করিতেছি, তাবৎ তুমি ইহার সহিত যুদ্ধ কর।

সেনাপতি কহিল, সুব্রত! বোধ হইতেছে, আমি আপনার প্রসাদে ইহাকে সংহার করিব। এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক বলবান্ সেনাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ কুশের সমীপে সমাগত হইল। এবং তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া একবারে দশ শরে তদীয় কলেবরে রুধিরধারা প্রবাহিত করিল। কুশ কিছুমাত্র ব্যাকুল না হইয়া, সেনাপতিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি কুপিত হইয়া চারিবাণে তাঁহার চারি অশ্ব ও ধ্বজ, একবাণে সারথির মস্তক, অপর এক বাণে রথ, তিন বাণে ধনু, কবচ ও তূণ, দুই বাণে দুই হস্ত, চারি বাণে দুই পদ ও মাংসময় দুই জংঘা এবং একবাণে প্রজ্বলিত কুণ্ডল মণ্ডিত সুন্দর শ্মশ্রুসুবিরাজিত বদনমণ্ডল ছেদন করিলেন।

সেনাপতি নিহত হইলে, তুমুল হাহাকার সমুত্থিত হইল। তদ্দর্শনে সেনাপতির ভ্রাতা গজে আরোহণ পূর্ব্বক শোকামর্ষে অসহমান হইয়া, তথায় আগমন ও কুশকে শক্তির আঘাত করিল। মহাবল কুশ পাঁচ ভাগে প্রজ্বলিত বজ্রকন্দ ও অগ্নিকূট সন্নিভ ঐ শক্তি তিল তিল করিলেন। অনন্তর তিনি তাহার হস্তীর চারি পা কাটিয়া দিলে, ঐ ব্যক্তি সেই ছিন্নপদ হস্তী হইতে লম্ফ দিয়া পৃথিবীতে পতিত হইল এবং অতীব্র বৃহৎ বিচিত্র গদা গ্রহণ করিয়া, কুশের অভিমুখে গমন করিল। কুশ তৎক্ষণাৎ আশীবিষ সদৃশ তদীয় হস্ত, গদার সহিত ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন সে বাম-

হস্তে ভূমিস্থ গদা গ্রহণ করিলে, কুশ সেই বামহস্তও চক্রের সহিত ছেদন করিলেন। তথাপি সে ধাবমান হইতে লাগিল। ঐ সময়ে কুশ তাহার দুই পদ ছিন্ন করিলেন। আকাশে রাহু যেমন সূর্য্যের আসন্ন হয়, তদ্রূপ ঐ ব্যক্তি ছিন্নবাহু, ছিন্নবাণ ও ছিন্নপদ হইয়া, ধূলিধূসরিত রুধিরাক্ত কলেবরে ধরাতলে লুণ্ঠন করিতে করিতে কুশের সন্নিহিত হইল। এবং ছিন্নবাহু সহায়েও তাঁহার উদ্দেশে গদা প্রয়োগ করিল। তিনি তদ্দ্বারা আহত হইয়া পদমাত্র প্রচলিত হইলেন না। প্রত্যুত, তদীয় তাদৃশ প্রভাব দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহার সংহার জন্য নিশিত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই বাণের আঘাতেই তদীয় মস্তক ছিন্ন ও তৎক্ষণাৎ আকাশমধ্যে অন্তর্হিত হইল। ভগবান্ ভবদেব মুণ্ডমালার্থ ঐ উৎকৃষ্ট মস্তক সংগ্রহ করিলেন।

এইরূপে সেনাপতি বিনিহত হইলে, কুশ কুপিত হইয়া, দণ্ডপাণি অন্তকের ন্যায়, শত্রুসৈন্য মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তিনি মুহূর্ত্তেক মধ্যে পর্ব্বতাকৃতি প্রকাণ্ড হস্তীসকল বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। রুধিরপ্রবাহ উচ্ছলিত হইয়া, রণভূমি প্লাবিত করিল। বীরগণ রক্তবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক রক্তাক্তকলেবরে, কিংশুক পাদপের ন্যায় শোভমান হইল। সহস্র সহস্র শর নিপতিত হইয়া, অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইলে, তৎ প্রভাবে রাশি রাশি রথ, অশ্ব ও হস্তী দগ্ধ হইতে লাগিল। হস্তীসকল অনবরত পতিত হওয়াতে তাহাদের আঘাতে মহারথ সাদি ও রথ, চক্র ও ধ্বজ সমস্ত আপনা আপনি বিদীর্ণ হইতে লাগিল। বীরকেশরী কুশের শরসমূহে ছিন্নভিন্ন হইয়া

বীরগণ প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে ভূরি ভূরি হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইল। রাজন্! মহাবীর কুশ ক্ষণমধ্যেই রথনাগাশ্বসঙ্কুল তাদৃশ সুবিপুল সৈন্য হতভূয়িষ্ঠ করিলেন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর শত্রুঘাতী শত্রুঘ্ন স্বয়ং শরাসন বিস্ফারণ করত তথায় সমাগত হইয়া, রোষভরে নয়শরে কুশকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল কুশ সহাস্য আস্যে তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিয়া, তাঁহার অশ্ব, রথ ও সারথি এককালেই বিনষ্ট করিলেন। পরে আনত পর্ব্ব শরে তাঁহার হৃদয়ে নিরতিশয় আঘাত করিয়া, ষষ্টি নারাচে তাঁহার বক্ষঃস্থল এরূপ বিদ্ধ করিলেন, যে, মহাবীর শত্রুঘ্ন অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া, পর্ব্বতমধ্যে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় রথোপস্থে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে হতাবশিষ্ট যোধগণ হতাশ্বাস হইয়া, অযোধ্যায় গমন করিল।

রাজন্! ইত্যবসরে মহাভাগ লব মূর্চ্ছার অবসানে উত্থিত হইয়া, কুশকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার হর্ষের সীমা রহিল না। তিনি কুশকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, আমি এই অশ্ব লইয়া যাইব। এই বলিয়া কুশের সাহায্যে তিনি অশ্বকে ধারণ ও বন্ধন করিলেন। অনন্তর উভয় ভ্রাতা অগ্নি ও বায়ুর ন্যায়, মিলিত হইয়া, প্রতিপক্ষ বীরগণের আগ-

মন প্রতীক্ষা করিয়া প্রবল পরাক্রমে তথায় অবস্থান করিলেন।

রাজন্! এদিকে হতশেষ যোধগণ অযোধ্যায় প্রবেশপূর্ব্বক রামের নিকট সমাগত হইল। দেখিল, তিনি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া, মণ্ডপ মধ্যে আসীন রহিয়াছেন। তাঁহার হস্তে মৃগশৃঙ্গ ও দণ্ড, কটিতটে যজ্ঞমেখলা, পরিধান রুরুচর্ম্ম, বিশাল লোচনযুগল হোমসংভূত ধূমসম্পর্কে লোহিতবর্ণ, এবং তাঁহার বামভাগে স্ুবর্ণময়ী সীতা প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত, দুই ভ্রাতা দুই পার্শ্বে উপবিষ্ট এবং ঋষিগণ চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আছেন। যোধগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহারাজ! আপনার যজ্ঞীয় অশ্ব সমগ্র পৃথিবী পরিচরণ করিলেও, কোন ব্যক্তি তাহাকে ধরিতে সাহসী হয় নাই। অবশেষে দশবর্ষ বয়স্ক একজন বালক একাকীই তাহাকে ধরিয়া, সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট করিলে, আপনার অনুজ কষ্টসৃষ্টে তাহার ধনু ছেদন ও শ্রম সমুৎপাদন পূর্ব্বক তাহাকে ধৃত করিয়াছেন। পথিমধ্যে তাহাকে ধরিয়া আনিবার সময় তদীয় ভ্রাতা মহাবীর্য্য অন্যতর বালক, মূর্ত্তিমান্ কৃতান্তের ন্যায়, সহসা সমাগত হইয়া, অবশিষ্ট সৈন্য সহিত বীর শত্রুঘ্নকে নিপাতিত করিয়াছে। আমরা কয়েকজনমাত্র জীবিত শরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি।

জৈমিনি কহিলেন, রাম তাহাদের কথা শুনিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, বলিতে লাগিলেন, তোমরা কি গল্প করিতেছ, না ভ্রমে পতিত হইয়াছ, অথবা তোমাদের শরীরে পিশাচের আবির্ভাব হইয়াছে? শত্রুঘ্নকে কোন্ ব্যক্তি বধ করিতে পারে?

যোধগণ কহিল; বিভো! আমরা গল্প কথা বলিতেছি না, অথবা আমাদের কোনরূপ ভ্রম উপস্থিত হয় নাই, কিংবা আমাদের দেহে পিশাচেরও আবেশ হয় নাই। হে রাজেন্দ্র! আপনাকে স্মরণ করিলেও, সমস্ত ভ্রম নিরাকৃত ও নির্ম্মল জ্ঞান সমুদ্ভূত হয়। অতএব আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া, আমাদের আবার ভ্রম, গল্প ও পিশাচবশ ঘটিবার সম্ভাবনা কোথায়? হে রঘুনন্দন! আপনি সকল সত্যের মূল ও সকল জ্ঞানের হেতু। কাহার সাধ্য, আপনার সম্মুখে মিথ্যা বলিয়া পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে পারে? মহাবীর শত্রুঘ্ন সত্যই শিশুর শরে প্রপীড়িত হইয়া, রণমধ্যে শয়ন করিয়া আছেন।

জৈমিনি কহিলেন, মহাভাগ রাম যোধগণের এই কথায় দুঃখিত হইয়া, বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, হায়, যিনি ব্রহ্মদ্রোহী অতিবল লবণকে একবাণে নিপাতিত করিয়াছেন, আমার আজ্ঞাকারী সেই শত্রুঘ্ন বালকের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। না জানি, কোন্‌দোষে ভ্রাতার আমার তাদৃশী দশার আবির্ভাব হইল। লক্ষ্মণ! তোমার কল্যাণ হউক। যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছি। এ অবস্থায় যুদ্ধ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না; অতএব তুমি সৈন্য সমভিব্যাহারে রথারোহণে, যেখানে তোমার ভ্রাতা পড়িয়া আছেন, সেই স্থানে সত্বর গমন করিয়া, অশ্বসহিত তাঁহাকে মোচন করিয়া আন।

ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ যাত্রা করিলে, ভূরি ভূরি মত্তমাতঙ্গ, স্বর্ণময় রথ, উৎকৃষ্ট জাতীয় অশ্ব এবং রণনিপুণ পদাতিসমূহ নগর হইতে বিনির্গত হইল।

বীরগণ কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ রথে, কেহ অশ্বতরে ও কেহ পদব্রজে গমন করিতে লাগিল। কাহারও রক্তবস্ত্র, রক্তধ্বজ, রক্তপতাকা ও কলেবর রক্তচন্দনে অলঙ্কৃত এবং কাহারও বা শ্বেত বস্ত্র, শ্বেতধ্বজ, শ্বেত পতাকা ও শরীরে শ্বেতচন্দনের উপলেপন। রাজেন্দ্র! তাহারা সকলেই শূর, যুদ্ধনিপুণ ও তরুণ বয়স্ক, সকলেই শব্দায়মান স্বর্ণকঙ্কণে বিমণ্ডিত ও বীরলক্ষ্মীর পরিণেতা, সকলেই যেন কামের ন্যায়, যুদ্ধস্থিতা রতির প্রতি একান্ত উৎসুক এবং সকলেই সুচারু শ্মশ্রুভূষিত, যুদ্ধ শৌণ্ড, প্রহারদক্ষ, একপত্নীব্রত, ধর্ম্মিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয় ও বিশিষ্টরূপ সাহসবিশিষ্ট। সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী লক্ষ্মণ সকলের অধিপতিরূপে অগ্রগামী হইলে, পরম ধার্ম্মিক ও ব্রাহ্মণপ্রিয় সেনাপতি কালজিৎ উল্লিখিত সুবিশাল চতুরঙ্গিণী সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগামী হইল। সৈন্য সকল গমন করিতে আরম্ভ করিলে, তাহাদের গতিবেগে নদীসকল শুষ্ক, অশ্বগণের খরতর খুরপ্রহারে পর্ব্বতসকল চূর্ণ এবং সুবিশাল অরণ্যসকল মাতঙ্গগণের দুর্ভর শরীর নিষ্পেষে ক্ষুদ্র উপবনের ন্যায়, নিতান্ত খর্ব্বভাবাপন্ন হইল। অনবরত চক্রবর্ষণে ও খুরতাড়নে নিবিড় ধূলিপটল প্রাদুর্ভূত হইয়া, মেঘগণের উপরিভাগে সংলগ্ন হইবামাত্র পঙ্করূপে পরিণত হইলে, জলদপটল তাহাদের ভারে অবনত হইয়া, পড়িল এবং মত্তমাতঙ্গগণের শুণ্ডাদণ্ডের প্রচণ্ড আঘাতে শনৈঃশনৈঃ পলায়ন করিতে লাগিল। যোধগণ খড়্গ চর্ম্ম ধারণ করিয়া, পুরস্তাৎ উৎপ্লবনে প্রবৃত্ত হইল। অশ্ববারগণ বিবিধ গতি প্রদর্শনপূর্ব্বক সবেগে ধাবমান এবং বিপুলাকৃতি

রথ সকল মেঘের ন্যায়, ঘর্ঘর নির্ঘোষে প্রয়াণোন্মুখ হইলে, পৃথিবী প্রচলিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর মাতঙ্গগণ মদ-বেগে সমুদ্ধত হইয়া, জঙ্গমপর্ব্বতের ন্যায়, গমন করিতে লাগিলে, বাসুকিরও মস্তকবেদনা উপস্থিত হইল।

জৈমিনি কহিলেন, হস্তীগণের বৃংহিত, অশ্বগণের হ্রেষিত, রথচক্রের ঘর্ঘরিত ও পদাতিগণের কিলকিলায়িত একত্রিত হইয়া, দিক্ বিদিক্ পরিপূরিত করিল। অনন্তর লক্ষ্মণ সেই সুবিপুল বাহিনা সমভিব্যাহারে, শত্রুঘ্ন যেখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত আছেন, তথায় সমাগত হইলেন। তিনি সেনা-পতি কালজিতের সহিত আগমন করিয়া অবলোকন করিলেন, মহাবাহু শত্রুঘ্ন আত্যন্তিক জীবশেষ হইয়া বিকল দেহে পতিত রহিয়াছেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, শত্রুগণের অঙ্কুশ নিরঙ্কুশ কুশ তাদৃশ বিপুলবাহিনী সহিত লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া, ভ্রাতা লবকে নির্ভয়ে কহিতে লাগিলেন, লব! সৈন্য সমবেত হইয়াছে। হস্তী ও অশ্ব সকলের এবং রথ ও পদাতি গণেরও সংখ্যা করা দুষ্কর। এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য।

লব কহিলেন, যুদ্ধ করিয়া, সৈন্যদিগকে বধ করাই এখন-কার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অধিক কি, রথ সকলকে কুষ্মাণ্ড ফলের ন্যায় স্ফোটিত, রথীগণকে রসালের ন্যায় ছিন্ন এবং মস্তক

সকল পক্ক ফলের ন্যায়, ভূতলে পাতিত করিতে হইবে। অয়ি মহাবাহো কুশ! নির্ঝর যেমন অগস্ত্যের, এই সৈন্যও তেমনি তোমার বলের যোগ্য বা পর্য্যাপ্ত নহে। সিংহের সম্মুখে শৃগালযূথ কি কখন গমন করিতে পারে? শ্রোত্রিয়-গণই কেবল তোমাকে ধারণ করিতে পারে, সৈন্যগণের সে বিষয়ে সাধ্য কি? অতএব সত্বর উত্থান করিয়া, ধনু উদ্যত ও বাণ যোজনা কর। আমিই একাকী এই সমুদায় সৈন্য শাণিত শরসমূহে রোধ করিতে পারি। কিন্তু কি করিব, আমার শরাসন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এই বলিয়াই লব নিশ্চলনয়নে দিবাকরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, ধনু প্রার্থনা করত একাগ্রচিত্তে বক্ষ্যমাণ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন।

হে সূর্য্য! তুমি সর্ব্বব্যাপী, তুমি পূষা, তুমি জ্যোতি-ষ্মান্, তোমাকে নমস্কার। তুমি সপ্তাশ্বসংযোজিত রথে বিচরণ কর, নিত্য লোকের মঙ্গল সম্পাদন কর এবং মাসে মাসে যথাক্রমে মেষাদিকে নিযমিত কর, তোমাকে নমস্কার। তুমি অচলদ্বয়ের কর্ত্তা ও সকলের প্রকাশক, তোমাকে নম-স্কার। তুমি অন্ধ, মূক ও বধিরগণের দৃষ্টি, বাক্য ও শ্রবণ-শক্তি বিধান কর এবং শিরোবেদনা, শূল ও কষ্টরোগ বিনাশ কর, তোমাকে নমস্কার। তুমি সুবর্ণবর্ণ, সহস্র কিরণ ও জ্যোতির আকর ভাস্কর, তোমাকে নমস্কার। তুমি দিবা-কর, তুমি পিঙ্গ, তুমি জলের বিধাতা, তুমি ঘনস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি জগতের একনেত্র, তোমাকে নমস্কার। তুমি ঋগ্বেদরূপী, তুমি ব্রাহ্মণরূপী, তুমি যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব এই তিনবেদের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং পুরাণ ও আগমের প্রণেতা,